॥ श्रीहरि ॥

1454

স্তোত্ররত্নাবলী

स्तोत्ररत्नावली (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

ওঁ

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

স্তোত্ররত্নাবলী

বিনয়স্তোত্রাণি

১—মঙ্গলম্

স জয়তি সিন্ধুরবদনো দেবো যৎপাদপঙ্কজস্মরণম্।
বাসরমণিরিব তমসাং রাশীন্নাশয়তি বিঘ্নানাম্॥ ১ ॥
সুমুখশ্চৈকদন্তশ্চ কপিলো গজকর্ণকঃ।
লম্বোদরশ্চ বিকটো বিঘ্ননাশো বিনায়কঃ॥ ২ ॥
ধূম্রকেতুর্গণাধ্যক্ষো ভালচন্দ্রো গজাননঃ।
দ্বাদশৈতানি নামানি যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি॥ ৩ ॥
বিদ্যারম্ভে বিবাহে চ প্রবেশে নির্গমে তথা।
সংগ্রামে সঙ্কটে চৈব বিঘ্নস্তস্য ন জায়তে॥ ৪ ॥

সূর্য যেমন অন্ধকারকে বিনাশ করে, তেমনই যাঁর চরণকমল স্মরণ করলে সম্পূর্ণ বিঘ্ননাশ হয়, সেই গজানন দেবতার জয় হোক॥ ১ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, নির্গমন (গৃহের বাইরে গমন), সংগ্রাম অথবা সংকটের সময়, 'সুমুখ, একদন্ত, কপিল, গজকর্ণ, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্ন-নাশন, বিনায়ক, ধূম্রকেতু, গণাধ্যক্ষ, ভালচন্দ্র এবং গজানন—এই দ্বাদশ নাম পাঠ বা শ্রবণও করে, তার কোনোপ্রকার বিঘ্ন হয় না॥ ২-৪ ॥

শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ৫ ॥
ব্যাসং বসিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ৬ ॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাসিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৭ ॥
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥ ৮ ॥

ইতি মঙ্গলং সম্পূর্ণম্।

২—শ্রীবিষ্ণোরষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রম্

অর্জুন উবাচ

কিং নু নাম সহস্রাণি জপতে চ পুনঃ পুনঃ।
যানি নামানি দিব্যানি তানি চাচক্ষ্ব কেশব॥ ১ ॥

যিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, যাঁর বর্ণ চন্দ্রের ন্যায় এবং যিনি প্রসন্নবদন, সেই দেবাদিদেব চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুকে সকল বিঘ্ননিবৃত্তির জন্য ধ্যান করবে॥ ৫ ॥ শ্রীবসিষ্ঠের প্রপৌত্র, শ্রীশক্তির পৌত্র, শ্রীপরাশরের পুত্র এবং শ্রীশুকদেবের পিতা সেই নিষ্পাপ তপোনিধি শ্রীব্যাসদেবকে আমি বন্দনা করি॥ ৬ ॥ বিষ্ণুরূপ ব্যাস অথবা ব্যাসরূপ শ্রীবিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। বশিষ্ঠবংশোদ্ভূত ব্রহ্মনিধি শ্রীব্যাসকে বারংবার প্রণাম॥ ৭ ॥ ভগবান বেদব্যাস হলেন চতুর্মুখরহিত ব্রহ্মা, দ্বিবাহুসমন্বিত দ্বিতীয় বিষ্ণু এবং ললাটের তৃতীয় নয়নরহিত সাক্ষাৎ মহাদেব॥ ৮ ॥

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কেশব! মানুষ বারবার কেন আপনার এক

শ্রীভগবানুবাচ

মৎস্যং কূর্মং বরাহং চ বামনং চ জনার্দনম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং মধুসূদনম্॥ ২ ॥
পদ্মনাভং সহস্রাক্ষং বনমালিং হলায়ুধম্।
গোবর্ধনং হৃষীকেশং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্॥ ৩ ॥
বিশ্বরূপং বাসুদেবং রামং নারায়ণং হরিম্।
দামোদরং শ্রীধরং চ বেদাঙ্গং গরুড়ধ্বজম্॥ ৪ ॥
অনন্তং কৃষ্ণগোপালং জপতো নাস্তি পাতকম্।
গবাং কোটিপ্রদানস্য অশ্বমেধশতস্য চ॥ ৫ ॥
কন্যাদানসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
অমায়াং বা পৌর্ণমাস্যামেকাদশ্যাং তথৈব চ॥ ৬ ॥
সন্ধ্যাকালে স্মরেন্নিত্যং প্রাতঃকালে তথৈব চ।
মধ্যাহ্নে চ জপন্নিত্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রীবিষ্ণোরষ্টাবিংশতিনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সহস্র নাম জপ করে ? আপনার যেসব দিব্য নাম আছে, তা বর্ণনা করুন॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বললেন—অর্জুন ! মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, জনার্দন, গোবিন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ, মাধব, মধুসূদন, পদ্মনাভ, সহস্রাক্ষ, বনমালী, হলায়ুধ, গোবর্ধন, হৃষীকেশ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপ, বাসুদেব, রাম, নারায়ণ, হরি, দামোদর, শ্রীধর, বেদাঙ্গ, গরুড়ধ্বজ, অনন্ত এবং কৃষ্ণগোপাল—এই নামগুলি যে ব্যক্তি জপ করে তার মধ্যে কোন পাপ থাকে না। সে এক কোটি গোদান, এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং এক সহস্র কন্যাদান করার ফল লাভ করে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং একাদশী তিথিতে এবং প্রতিদিন সকাল, সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্নে এই নামগুলি স্মরণ করে জপ করলে মানুষ সর্ব পাপ হতে মুক্ত হয়ে যায়॥ ২-৭ ॥

(শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ থেকে গৃহীত)

৩—ষট্‌পদী

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥ ১ ॥
দিব্যধুনী মকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২ ॥
সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩ ॥
উদ্‌ধৃতনগ নগভিদনুজ দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ॥ ৪ ॥
মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাবতা সদা বসুধাম্।
পরমেশ্বর পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্॥ ৫ ॥
দামোদর গুণমন্দির সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে॥ ৬ ॥

হে ভগবান বিষ্ণু ! আমার অমার্জিত স্বভাব দূর করুন, আমার মনকে সংযত করুন এবং বিষয়ের মৃগতৃষ্ণাকে শান্ত করে দিন, প্রাণিগণের প্রতি আমার দয়া-ভাব বৃদ্ধি করুন আর এই সংসারসাগর হতে আমায় পার করুন॥ ১ ॥ আমি ভগবান লক্ষ্মীপতির পাদপদ্ম বন্দনা করি, যার মধু হলো গঙ্গা এবং সৌরভ সচ্চিদানন্দ এবং যা জগতের ভয় ও দুঃখ নাশ করে॥ ২ ॥ হে প্রভু ! (আমার ও আপনার মধ্যে) কোনও পার্থক্য না থাকলেও আমি আপনারই, আপনি আমার নন ; কারণ সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, তরঙ্গের সমুদ্র কোথাওই হয় না॥ ৩ ॥ হে গোবর্ধনধারিন্ ! হে ইন্দ্রানুজ (বামন) ! হে রাক্ষসকুলের শত্রু ! হে সূর্য-চন্দ্র-রূপ নয়নধারী ! আপনার মত প্রভুর দর্শন লাভ হলে জগতের প্রতি উপেক্ষা কি না এসে পারে ? (অবশ্যই উপেক্ষা আসে)॥ ৪ ॥ হে পরমেশ্বর ! মৎস্যাদি অবতারে অবতরণ করে পৃথিবীকে সর্বদা রক্ষাকারী (দেব) ! জগৎ-সংসারের ত্রিবিধ তাপাগ্নি দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত আমি একমাত্র আপনার দ্বারাই রক্ষা পাওয়ার যোগ্য॥ ৫ ॥ হে গুণনিধি-

নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং ষট্‌পদীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৪—শ্রীহরিশরণাষ্টকম্

ধ্যেয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্যে
শক্তিং গণেশমপরে তু দিবাকরং বৈ।
রূপৈস্তু তৈরপি বিভাসি যতস্ত্বমেব
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো* ॥ ১ ॥
নো সোদরো ন জনকো জননী ন জায়া
নৈবাত্মজো ন চ কুলং বিপুলং বলং বা।

মন্দির দামোদর ! হে মনোহর মুখারবিন্দ গোবিন্দ ! হে সংসারসাগর মন্থন-কারক মন্দরাচলরূপ ! আমার মহাভয় আপনি দূর করুন॥ ৬ ॥ হে করুণাময় নারায়ণ ! আমি সর্বপ্রকারে আপনার শ্রীচরণের শরণ নিয়েছি। পূর্বোক্ত এই ষট্‌পদী (ছয়পদবিশিষ্ট স্তুতিরূপিণী ভ্রমরী) যেন সর্বদা আমার মুখকমলে বাস করে॥ ৭ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

—— • ——

কেউ শিবকে ধ্যেয় মনে করেন আবার কেউ বলেন শক্তিকে, কেউ আবার গণেশকে এবং কেউবা ভগবান ভাস্করকেই ধ্যেয় বলে বর্ণনা করেন ; সেই সর্ব রূপে আপনিই বিরাজ করেন, তাই হে দীনবন্ধো ! আমার শরণাশ্রয় তো একমাত্র আপনিই॥ ১ ॥ ভ্রাতা, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কুল এবং প্রচুর

---

* *'শঙ্খপাণে' ইতি পাঠান্তরম্।*

সন্দৃশ্যতে ন কিল কোঽপি সহায়কো মে। তস্মা.॥ ২ ॥
নোপাসিতা মদমপাস্য ময়া মহান্ত-
স্তীর্থানি চাস্তিকধিয়া ন হি সেবিতানি।
দেবার্চনং চ বিধিবন্ন কৃতং কদাপি। তস্মা.॥ ৩ ॥
দুর্বাসনা মম সদা পরিকর্ষয়ন্তি
চিত্তং শরীরমপি রোগগণা দহন্তি।
সঞ্জীবনং চ পরহস্তগতং সদৈব। তস্মা.॥ ৪ ॥
পূর্বং কৃতানি দুরিতানি ময়া তু যানি
স্মৃত্বাখিলানি হৃদয়ং পরিকম্পতে মে।
খ্যাতা চ তে পতিতপাবনতা তু যস্মাৎ। তস্মা.॥ ৫ ॥
দুঃখং জরাজননজং বিবিধাশ্চ রোগাঃ
কাকশ্বসূকরজনির্নিরয়ে চ পাতঃ।
তে বিস্মৃতেঃ ফলমিদং বিততং হি লোকে। তস্মা.॥ ৬ ॥

বল—এর কোনটিকেই আমি নিজের সাহায্যকারীরূপে দেখি না ; অতএব হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র শরণাগতি॥ ২ ॥ আমি অভিমান ছেড়ে কখনও সাধু-মহাত্মাদের পূজা ও সেবা করিনি, আস্তিক-বুদ্ধিসহ কখনও তীর্থ ভ্রমণ করিনি অথবা কখনও বিধিসম্মত ভাবে দেবার্চনাও করিনি ; তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র শরণাশ্রয়॥ ৩ ॥ কু-বাসনা সর্বদাই আমার চিত্তকে আকর্ষণ করে থাকে, রোগসকল সর্বসময় আমার দেহকে দগ্ধ করে এবং জীবন তো সর্বক্ষণই অপরের অধীন ; সুতরাং হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র শরণ॥ ৪ ॥ এর আগে আমার দ্বারা যেসব পাপকর্ম হয়েছে, সেই সব স্মরণ করে আমার হৃদয় কম্পিত হয় ; কিন্তু আপনার পতিতপাবনরূপ তো প্রসিদ্ধ, অতএব হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র শরণাগতি ॥ ৫ ॥ প্রভো ! আপনাকে বিস্মরণ হলে জরা-জন্মাদিসম্ভূত দুঃখ, নানাপ্রকার রোগ-ব্যাধি, পশু-পক্ষী যোনিতে ভ্রমণ ও নরকে পতন—জগতে এইরূপ ফল লাভ হয় বলে বিহিত

নীচোঽপি পাপবলিতোঽপি বিনিন্দিতোঽপি
ব্রূয়াত্তবাহমিতি যস্তু কিলৈকবারম্।
তং যচ্ছসীশ নিজলোকমিতি ব্রতং তে। তস্মা.॥ ৭ ॥
বেদেষু ধর্মবচনেষু তথাগমেষু
রামায়ণেঽপি চ পুরাণকদম্বকে বা।
সর্বত্র সর্ববিধিনা গদিতস্ত্বমেব। তস্মা.॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং শ্রীহরিশরণাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৫—ন্যাসদশকম্

অহং মদ্রক্ষণভরো মদ্রক্ষণফলং তথা।
ন মম শ্রীপতেরেবেত্যাত্মানং নিক্ষিপেদ্ বুধঃ॥ ১ ॥
ন্যস্যাম্যকিঞ্চনঃ শ্রীমন্ননুকূলোঽন্যবর্জিতঃ।

আছে, অতএব হে দীনবন্ধো ! আমি একমাত্র আপনারই শরণাগত ॥ ৬ ॥ মহাপাপী, নীচ এবং নিন্দিত ব্যক্তিও যদি একবার আপনাকে স্মরণপূর্বক আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে আপনি তাকে আপনার আশ্রয় দান করেন, হে প্রভু ! এই আপনার প্রতিজ্ঞা ; তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি ॥ ৭ ॥ বেদ, ধর্মশাস্ত্র, আগম, রামায়ণ এবং পুরাণসমূহে সর্বত্র সর্বপ্রকারে আপনারই মহিমা কীর্তন করা হয়েছে ; অতএব হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি ॥ ৮ ॥

(শ্রীমৎস্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত)

—— • ——

'আমি, আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এবং তার ফল আমার নিজের নয়, তা শ্রীভগবান বিষ্ণুরই' —এরূপ বিচার বিবেচনা করে বিদ্বান ব্যক্তি ভগবানের ওপরই নিজেকে সমর্পণ করেন॥ ১ ॥ হে ভগবন্ ! আমি অকিঞ্চন,

বিশ্বাসপ্রার্থনাপূর্বমাত্মরক্ষাভরং ত্বয়ি॥ ২ ॥
স্বামী স্বশেষং স্ববশং স্বভরত্বেন নির্ভরম্।
স্বদত্তস্বধিয়া স্বার্থং স্বস্মিন্ন্যস্যতি মাং স্বয়ম্॥ ৩ ॥
শ্রীমন্নভীষ্টবরদ ত্বামস্মি শরণং গতঃ।
এতদ্দেহাবসানে মাং ত্বৎপাদং প্রাপয় স্বয়ম্॥ ৪ ॥
ত্বচ্ছেষত্বে স্থিরধিয়ং ত্বৎপ্রাপ্ত্যেকপ্রয়োজনম্।
নিষিদ্ধকাম্যরহিতং কুরু মাং নিত্যকিঙ্করম্॥ ৫ ॥
দেবীভূষণহেত্যাদিজুষ্টস্য ভগবংস্তব।
নিত্যং নিরপরাধেষু কৈঙ্কর্যেষু নিযুঙ্ক্ষ্ব মাম্॥ ৬ ॥
মাং মদীয়ং চ নিখিলং চেতনাচতেনাত্মকম্।
স্বকৈঙ্কর্যোপকরণং বরদ স্বীকুরু স্বয়ম্॥ ৭ ॥
ত্বমেব রক্ষকোঽসি মে ত্বমেব করুণাকরঃ।

অনন্যোপায় হয়ে আমাকে রক্ষার ভার প্রণাম সহকারে, বিশ্বাস ও প্রার্থনাপূর্বক আপনার ওপর সমর্পণ করছি॥ ২ ॥ হে আমার প্রভু ! আপনার বশীভূত, আপনার রক্ষায় অবলম্বন গ্রহণকারী আমি আপনার প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা নিজেকে আপনাতেই সমর্পণ করছি। (অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই আমাকে তাঁর আশ্রয়ে গ্রহণ করাচ্ছেন)॥ ৩ ॥ হে অভীষ্টপ্রদানকারী স্বামিন্! আমি আপনার শরণাগত। আমার দেহাবসান হলে আপনি আমাকে স্বয়ং আপনার চরণকমলে পৌঁছে দেবেন॥ ৪ ॥ আপনার শেষত্বে নিশ্চিত বুদ্ধিসম্পন্ন তথা আপনাকে লাভ করাই যার একমাত্র প্রয়োজন এবং নিষিদ্ধ ও কাম্য-কর্মরহিত আমাকে আপনার নিত্য সেবক করে রাখুন॥ ৫ ॥ দেবী (শ্রীলক্ষ্মী), অলঙ্কার (কৌস্তুভ ইত্যাদি) এবং শস্ত্রাদি (গদা, শার্ঙ্গ ইত্যাদি) সজ্জিত হে ভগবন্ ! আপনি আপনার নির্মল সেবায় আমাকে সর্বদা নিযুক্ত করে রাখুন॥ ৬ ॥ হে বরদানকারী প্রভু ! আমাকে এবং আমার চেতন-অচেতন-রূপ সমস্ত বস্তুকে আপনার সেবার সামগ্রীরূপে গ্রহণ করুন॥ ৭ ॥ হে প্রভু ! আপনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা, আপনিই

ন প্রবর্তয় পাপানি প্রবৃত্তানি নিবারয়॥ ৮ ॥
অকৃত্যানাং চ করণং কৃত্যানাং বর্জনং চ মে।
ক্ষমস্ব নিখিলং দেব প্রণতার্তিহর প্রভো॥ ৯ ॥
শ্রীমন্নিয়তপঞ্চাঙ্গং মদ্রক্ষণভরার্পণম্।
অচীকরৎ স্বয়ং স্বস্মিন্নতোঽহমিহ নির্ভরঃ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবেঙ্কটনাথকৃতং ন্যাসদশকং সম্পূর্ণম্।

৬—পরমেশ্বরস্তোত্রম্

জগদীশ সুধীশ ভবেশ বিভো
পরমেশ পরাৎপর পূত পিতঃ।
প্রণতং পতিতং হতবুদ্ধিবলং
জনতারণ তারয় তাপিতকম্। জন.॥ ১ ॥
গুণহীনসুদীনমলীনমতিং ত্বয়ি পাতরি দাতরি চাপরতিম্।

আমাকে দয়া করে থাকেন, সুতরাং পাপগুলি যেন আর আমার দিকে অগ্রসর না হয় আর প্রবৃত্ত হওয়া পাপগুলিকে আপনি নিবৃত্ত করুন॥ ৮ ॥ হে দেব! হে প্রণতজনদুঃখহারী ভগবন্! আমার করার অযোগ্য কাজগুলিকে করা এবং করার উপযুক্ত কাজগুলি না করাকে আপনি ক্ষমা করুন॥ ৯ ॥ হে ঈশ্বর! আপনি স্বয়ং আমার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে আমার রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন; সুতরাং আমি ভারহীন হয়ে গেছি॥ ১০ ॥

(শ্রীবেঙ্কটনাথ রচিত)

হে জগদীশ! হে সুমতিদেব প্রভু! হে বিশ্বেশ! হে সর্বব্যাপিন্! হে পরমেশ্বর! হে প্রকৃতি আদির অতীত! হে পরমপাবন! হে পিতঃ! হে জীবসকলের নিস্তারকারী! এই শরণাগত, পতিত এবং বল-বুদ্ধিহীন

তমসা রজসাবৃতবৃত্তিমিমং। জন.॥ ২ ॥
মম জীবনমীনমিমং পতিতং মরুঘোরভুবীহ সুবীহমহো।
করুণাব্ধিচলোর্মিজলানয়নং। জন.॥ ৩ ॥
ভববারণ কারণ কর্মততৌ ভবসিন্ধুজলে শিব মগ্নমতঃ।
করুণাঞ্চ সমর্প্য তরিং ত্বরিতং। জন.॥ ৪ ॥
অতিনাশ্য জনুর্মম পুণ্যরুচে দুরিতৌঘভরৈঃ পরিপূর্ণভুবঃ।
সুজঘন্যমগণ্যমপুণ্যরুচিং। জন.॥ ৫ ॥
ভবকারক নারকহারক হে ভবতারক পাতকদারক হে।
হর শঙ্কর কিঙ্করকর্মচয়ং। জন. ॥ ৬ ॥
তৃষিতশ্চিরমস্মি সুধাং হিত মেঽচ্যুত চিন্ময় দেহি বদান্যবর।

সংসার-সন্তপ্ত দাসকে উদ্ধার করুন॥ ১ ॥ যারা সর্বতোভাবে গুণহীন, অত্যন্ত দীন, মলিনমতি এবং সকলের রক্ষক ও দাতা আপনার প্রতি পরাঙ্মুখ, হে জীবের নিস্তারকারী প্রভু ! সেই সংসারসন্তপ্ত তামসিক-রাজসিকবৃত্তি-সম্পন্ন দাসদের আপনি উদ্ধার করুন॥ ২ ॥ হে জীবকুল-নিস্তারকারী ! এই ভীষণ মুরুভূমিতে নিতান্ত নিরুপায়রূপে পতিত আমার এই অত্যন্ত সন্তপ্ত মীনরূপ জীবনকে আপনার করুণাসাগরের চঞ্চল তরঙ্গের জল দিয়ে উদ্ধার করুন॥ ৩ ॥ অতএব হে সংসারনিবৃত্তিকারী ! হে কর্মবিস্তারের কারণ-স্বরূপ ! হে কল্যাণময় ! হে জীবাদির নিস্তারকারী, সংসারসমুদ্ররূপ জলে নিমগ্ন হয়ে সন্তপ্ত এই দাসকে আপনার করুণারূপ নৌকা সমর্পণ করে সত্বর উদ্ধার করুন॥ ৪ ॥ হে পুণ্যরুচির আধার, হে জীবোদ্ধারক ! যার পাপভারে পৃথিবী পরিপূর্ণ, সেই আমার ন্যায় নীচের জন্মগ্রহণ চিরকালের মতো দূর করে, এই অত্যন্ত নিন্দনীয়, নগণ্য, পাপে রুচিসম্পন্ন এবং সংসারের দুঃখে দুঃখিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন॥ ৫ ॥ হে জগৎকর্তা, হে নরকযন্ত্রণা অপহরণকারী প্রভু ! হে সংসারে উদ্ধারকারী প্রভু ! হে পাপরাশি-বিদীর্ণকারী ! হে শঙ্কর ! এই দাসের কর্মরাশি হরণ করুন এবং হে জীবত্রাতা, এই সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন॥ ৬ ॥ হে অচ্যুত ! হে চিন্ময় ! হে

অতিমোহবশেন বিনষ্টকৃতং। জন.॥ ৭ ॥
প্রণমামি নমামি নমামি ভবং ভবজন্মকৃতিপ্রণিষূদনকম্।
গুণহীনমনন্তমিতং শরণং। জন.॥ ৮ ॥

ইতি পরমেশ্বরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

———•———

উদারচূড়ামণি ! হে কল্যাণস্বরূপ ! আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত, আমায় আপনি জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়ে দিন। অত্যধিক মোহের বশে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। হে জীবের উদ্ধারকারী ! এই সংসারসন্তপ্ত দাসকে উদ্ধার করুন॥ ৭ ॥ জগতে জন্মপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ কর্মগুলির নাশকারী আপনাকে আমি বারংবার প্রণাম ও নমস্কার করছি। হে জীবাদির উদ্ধারকারী ! নির্গুণ ও অনন্তের শরণাগত এই সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিকে আপনি উদ্ধার করুন॥ ৮ ॥

———•———

ও

শিবস্তোত্রাণি

৭—শিবমানসপূজা

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানং চ দিব্যাম্বরং
নানারত্নবিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্।
জাতীচম্পকবিল্বপত্ররচিতং পুষ্পং চ ধূপং তথা
দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্॥ ১ ॥
সৌবর্ণে নবরত্নখণ্ডরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সং
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফলং পানকম্।
শাকানামযুতং জলং রুচিকরং কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বলং
তাম্বূলং মনসা ময়া বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভো স্বীকুরু॥ ২ ॥
ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্মলং
বীণাভেরিমৃদঙ্গকাহলকলা গীতং চ নৃত্যং তথা।
সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো পূজাং গৃহাণ প্রভো॥ ৩ ॥

হে দয়ানিধি! হে পশুপতি! হে দেব! এই রত্ননির্মিত সিংহাসন, স্নানের জন্য শীতল জল, নানা রত্নাবলিবিভূষিত দিব্য বস্ত্র, কস্তুরিগন্ধসমন্বিত চন্দন, জুঁই, চাঁপা এবং বিল্বপত্র দিয়ে রচিত পুষ্পাঞ্জলি ও ধূপ-দীপ—এই সকল মানসিক পূজোপহার গ্রহণ করুন॥ ১ ॥ আমি নতুন রত্নখচিত স্বর্ণপাত্রে ঘৃতযুক্ত ক্ষীর, দুধ এবং দধি-সহ পঞ্চব্যঞ্জন, কলা, শরবৎ, নানাপ্রকার শাক, কর্পূর সুবাসিত স্বচ্ছ-স্বাদু জল ও পান—এই সব মনে মনে প্রস্তুত করেছি; প্রভু! কৃপাপূর্বক এগুলি স্বীকার করুন॥ ২ ॥ ছাতা, চামরদ্বয়, পাখা, স্বচ্ছ দর্পণ, বীণা, ভেরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভী বাদ্য, নৃত-গীত, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, নানাবিধ স্তুতি—আমি এইসব সংকল্প করে আপনাকে সমর্পণ করছি;

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো
যদ্‌যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥ ৪ ॥

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতা শিবমানসপূজা সমাপ্তা॥

৮—শ্রীশিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্

আদৌ কর্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ক্বথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।

প্রভু ! আমার এই পূজা আপনি গ্রহণ করুন॥ ৩ ॥ হে শম্ভু ! আপনি আমার আত্মা, বুদ্ধি দেবী পার্বতী, প্রাণ আপনার গণ, শরীর আপনার মন্দির, সমস্ত বিষয় ভোগ আপনার পূজা, নিদ্রা সমাধি, আমার চলা-ফেরা আপনাকে পরিক্রমা করা এবং সমস্ত কথাই আপনার স্তোত্র ; এভাবে আমি যেসব কর্ম করি, সেগুলি সবই আপনার আরাধনা॥ ৪ ॥ হে প্রভু ! আমি হাত-পা-বাক্য-শরীর-কর্ম-কান, চোখ অথবা মনের দ্বারা যেসব অপরাধ করেছি ; তা বিহিত বা অবিহিত যাই হোক, সেসব আপনি ক্ষমা করুন। হে করুণাসাগর শ্রীমহাদেব শঙ্কর ! আপনার জয় জয়কার হোক॥ ৫ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

পূর্ব কর্মানুসারে সঞ্চিত পাপ আমাকে মাতৃজঠরে নিয়ে উপস্থাপন করেছে এবং সেই অপবিত্র জন্ম-সূত্রের মধ্যে জঠরানল আমাকে খুব সন্তপ্ত করছে।

যদ্‌যদ্ বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১ ॥
বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগাদিদুঃখাদ্রুদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি। ক্ষন্তব্যো.॥ ২ ॥
প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতিস্বাদসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্বাধিরূঢ়ং। ক্ষন্তব্যো.॥ ৩ ॥
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটের্ধ্যানশূন্যং। ক্ষন্তব্যো.॥ ৪ ॥

সেখানে যেসব দুঃখ আমাকে নিত্য-ব্যথিত করছে, সেসব আর কে বলতে সমর্থ হবে ? হে শিব শিব শঙ্কর ! হে মহাদেব ! হে শম্ভু ! এখন আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন॥ ১ ॥ বাল্যাবস্থায় দুঃখের আধিক্য ছিল, শরীর ছিল মল-মূত্রে লিপ্ত এবং সবসময় স্তন্যপানের আকাঙ্ক্ষা ছিল ; ইন্দ্রিয়সমূহের কোন কার্য করার ক্ষমতা ছিল না ; শৈবী মায়ায় উৎপন্ন নানা জন্তু আমাকে দংশন করতো ; নানাপ্রকার রোগভোগাদির দুঃখে আমি শুধু ক্রন্দনই করতাম, (সেইসময়ও) শিবকে স্মরণ করিনি, অতএব হে শিব শিব শঙ্কর ! হে মহাদেব ! হে শম্ভু ! আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন॥ ২ ॥ যৌবনাবস্থা থেকে প্রৌঢ় হওয়া পর্যন্ত পাঁচবিষয়রূপ সর্প আমার মর্মস্থানে দংশন করে, যার ফলে আমার বিবেক নষ্ট হয়ে যায় আর আমি ধন-দৌলত, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখভোগে ব্যাপৃত হই। তখনও আমি দম্ভ ও আত্মাভিমান ও অহং-অভিমানে আপনাকে ভুলে ছিলাম। সুতরাং হে শিব শিব শঙ্কর ! হে মহাদেব, হে শম্ভু ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন॥ ৩ ॥ বৃদ্ধাবস্থাতেও এখন ইন্দ্রিয়াদি সব শিথিল হয়ে গেছে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কমে গেছে এবং আধিদৈবিক রোগ-শোক, পাপ-তাপ ও বিয়োগ

নো শক্যং স্মার্তকর্ম প্রতিপদগহনপ্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে সুসারে।
নাস্থা ধর্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং। ক্ষন্তব্যো.॥ ৫ ॥
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্‌বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পে ত্বদর্থং। ক্ষন্তব্যো.॥ ৬ ॥
দুগ্ধৈর্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ। ক্ষন্তব্যো.॥ ৭ ॥

ব্যথায় শরীর জর্জরিত হয়েছে, আমার মন মিথ্যা মোহ ও আকাঙ্ক্ষাতে দুর্বল ও দীন হয়ে (আপনার) শ্রীমহাদেবপ্রভুর চিন্তা না করে বৃথাই ভ্রমিত হচ্ছে। অতএব হে শিব, হে শিব, হে শঙ্কর ! হে মহাদেব, হে শম্ভু ! আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন॥ ৪ ॥ পদে পদে অতি গভীর প্রত্যবায়ে (বিহিত কর্ম না করার জন্য পাপে) ব্যাপ্ত হওয়ায় আমার দ্বারা স্মৃতি-অনুসারী কর্ম করাও সম্ভব নয়, অতএব দ্বিজকুলের যে বিহিত কর্ম আছে, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথস্বরূপ শ্রুতি-অনুসারী শ্রেষ্ঠ কর্মের কথা আর কি বলব ! ধর্মে আস্থা নেই, শ্রবণ-মননের বিষয়ে ধারণাই নেই, তাই নিদিধ্যাসন (ধ্যান) কেমন করে করা সম্ভব ? সুতরাং হে শিব শিব শঙ্কর ! হে মহাদেব, হে শম্ভু ! আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন॥ ৫ ॥ প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করে আমি কখনও গঙ্গাজল নিয়ে আপনার অভিষেক করতে তৈরী হইনি। আপনার পূজার জন্য কখনও দুর্গম বন থেকে বিল্বপত্রও নিয়ে আসিনি অথবা সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা বা কোন গন্ধ-পুষ্প আপনাকে অর্পণ করিনি। তাই হে শিব, হে শঙ্কর ! হে মহাদেব, হে শম্ভু ! আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন ! ক্ষমা করুন॥ ৬ ॥ মধু, ঘৃত, দধি, চিনিসহ দুগ্ধ ইত্যাদি (পঞ্চামৃত) দ্বারা আমি কখনও আপনাকে স্নান করাইনি, চন্দনাদি দ্বারা কখনও আপনার অঙ্গলেপন করিনি, ধুতরা ফুল, ধূপ-দীপ, কর্পূর ইত্যাদি

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ। ক্ষন্তব্যো.॥ ৮ ॥
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎ কুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গজ্ঞে ব্রহ্মবাক্যে সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি। ক্ষন্তব্যো.॥ ৯ ॥
নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টিবিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মন্যাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শংকরং ন স্মরামি। ক্ষন্তব্যো.॥ ১০॥
চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে

দ্বারা আপনাকে কখনও নৈবেদ্য দিই নি বা পূজা করিনি। অতএব হে শিবশঙ্কর, মহাদেব, শম্ভু, মহাদেব ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ! ক্ষমা করুন॥ ৭ ॥ আমি মনে মনে শিব নাম জপ করে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনদান করিনি, আপনার এক লক্ষ বীজমন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিনি অথবা নিয়মপালন করে ব্রত ও রুদ্রজপের সাহায্যে গঙ্গাতীরে কোনও সাধনাও করিনি। অতএব হে শিব শিব শঙ্কর ! মহাদেব শম্ভু ! আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন॥ ৮ ॥ যে সূক্ষ্মমার্গপ্রাপ্য সহস্রদল পদ্মে পৌঁছে প্রাণসমূহ প্রণবনাদে লীন হয়ে যায় এবং তারপর বেদের বাক্যার্থ ও তাৎপর্যমণ্ডিত পূর্ণভাবে আবির্ভূত জ্যোতিরূপ শান্ত পরমতত্ত্বে লীন হয়ে যায়, সেই কমলে অবস্থিত হয়ে আমি সর্বান্তর্যামী কল্যাণকর আপনাকে স্মরণ করিনি। সুতরাং হে শিব শিব শঙ্কর ! মহাদেব শম্ভু ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন॥ ৯ ॥ নগ্ন, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ ও ত্রিগুণাতীত হয়ে, মোহান্ধকার ধ্বংস করে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করে আমি আপনার (শঙ্করের) গুণাবলী জেনেও কখনও আপনাকে দর্শন করিনি অথবা উন্মনী অবস্থাতে আপনার কলিপ্রভাবহীন কল্যাণ-স্বরূপ স্মরণ করিনি। সুতরাং হে শিব শিব শঙ্কর ! মহাদেব শম্ভু ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্ষমা

সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈস্তু কিং কর্মভিঃ॥ ১১ ॥
কিং বানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্॥ ১২ ॥
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥ ১৩ ॥
করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।

করুন॥ ১০ ॥ যাঁর ললাটে চন্দ্রকলা ভূষিত, যিনি কন্দর্পহারী, গঙ্গাধর, কল্যাণ-স্বরূপ, সর্প যাঁর কণ্ঠ ও কর্ণ ভূষণ, নেত্রে অগ্নি প্রকটিত, হস্তিচর্ম যাঁর অঙ্গভূষণ এবং যিনি ত্রিলোকের সার, মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজ চিত্তবৃত্তিকে তাঁর প্রতি নিযুক্ত কর ; আর অন্য কোনো কর্মের প্রয়োজন কি ? ॥১১ ॥ এই ধন, হাতি, ঘোড়া, রাজ্য প্রাপ্তিতে কি হবে ? স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, পশু, ঘর, শরীর ইত্যাদিতে কি প্রয়োজন ? হে মন, এগুলিকে ক্ষণভঙ্গুর জেনে এগুলিকে দূর থেকে পরিত্যাগ কর এবং আত্মোপলব্ধির জন্য গুরু-বাক্যানুসারে পার্বতীবল্লভ শ্রীশঙ্করের ভজন কর, ভজন কর॥ ১২॥ দেখতে দেখতে আয়ু রোজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যৌবন প্রতিদিন ক্ষীণ হচ্ছে, বিগত দিবস কখনও ফিরে আসে না, কাল সমস্ত জগৎকে গ্রাস করছে। লক্ষ্মী দেবী জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলা, জীবন বিদ্যুতের মতো চঞ্চল ; তাই হে শরণাগতবৎসল শঙ্কর, আমি আপনার শরণাগত ! আমায় রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন॥ ১৩ ॥ আমি হস্ত, পদ, বাক্য, দেহ, কর্ম, কর্ণ, নেত্র অথবা মন দ্বারা

বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শ্রীশিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৯—বেদসারশিবস্তবঃ

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥ ১ ॥
মহেশং সুরেশং সুরারার্তিনাশং বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥ ২ ॥
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥ ৩ ॥
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধমৌলে মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।

যেসব অপরাধ করেছি, তা বিহিত বা অবিহিত যাই হোক সে সবই হে করুণাসাগর মহাদেব শম্ভু, ক্ষমা করুন। আপনার জয় হোক, জয় হোক॥ ১৪ ॥ (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য রচিত)

যিনি সকল প্রাণীর রক্ষক, পাপ ধ্বংসকারী, পরমেশ্বর, গজরাজের চর্ম পরিহিত এবং শ্রেষ্ঠ , যাঁর জটায় গঙ্গা প্রবাহিত, একমাত্র সেই মদনারি মহাদেবকে আমি স্মরণ করি॥ ১ ॥ চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি—এই তিনটি যাঁর নেত্র, সেই বিরূপাক্ষ মহেশ্বর, দেবেশ্বর, দেবদুঃখদলন, বিভু, বিশ্বনাথ, বিভূতি-ভূষণ, নিত্যানন্দস্বরূপ, পঞ্চমুখ ভগবান মহাদেবের আমি স্তুতি করি॥ ২ ॥ যিনি কৈলাশনাথ, গণনাথ, নীলকণ্ঠ, বৃষভে উপবিষ্ট, অপূর্ব রূপসমন্বিত, জগতের আদিকারণ, প্রকাশস্বরূপ, ভস্মবিভূষিত এবং দেবী পার্বতী যাঁর অর্ধাঙ্গিনী, সেই পঞ্চমুখ মহাদেবকে আমি ভজনা করি॥ ৩ ॥ হে পার্বতীবল্লভ

ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥ ৪ ॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥ ৫
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেষো ন যস্যাস্তি মূর্তিস্ত্রিমূর্তিং তমীড়ে॥ ৬
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥ ৭ ॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য॥ ৮ ॥
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ॥ ৯ ॥

মহাদেব! হে চন্দ্রশেখর! হে মহেশ্বর! হে ত্রিশূলধারী! হে জটাজূটধারী! হে বিশ্বরূপ! একমাত্র আপনিই জগদ্-ব্যাপী। হে পূর্ণরূপ প্রভু! আপনি প্রসন্ন হন। প্রসন্ন হন॥ ৪ ॥ যিনি পরমাত্মা, একক, জগতের আদিকারণ, ইচ্ছারহিত, নিরাকার, যিনি প্রণবদ্বারা জ্ঞাতব্য, যাঁর থেকে সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে এবং যিনি এই বিশ্বকে পালন করছেন আবার যিনি এর লয়েরও কারণ, সেই প্রভুকে আমি ভজনা করি॥ ৫ ॥ যিনি পৃথিবী নন, জল নন, অগ্নি নন, বায়ু নন, আকাশ নন, তন্দ্রা নন, নিদ্রা নন, গ্রীষ্ম নন, শীত নন—যাঁর কোন দেশ নেই, বেশ নেই, সেই মূর্তিহীন ত্রিমূর্তির আমি স্তুতি করি॥ ৬ ॥ যিনি জন্মহীন, নিত্য, কারণেরও কারণ, কল্যাণস্বরূপ, একক, সকল প্রকাশের প্রকাশক, অবস্থাত্রয়ের অতীত, অজ্ঞানের অতীত, অনাদি, অনন্ত, সেই পরমপাবন অদ্বৈতস্বরূপকে আমি প্রণাম করি॥ ৭ ॥ হে বিশ্বমূর্তি! হে বিভু! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে চিদানন্দমূর্তি! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। তপ ও যোগ দ্বারা প্রাপ্তব্য হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে বেদবেদ্য ভগবান! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার॥ ৮ ॥ হে প্রভো! হে ত্রিশূলপাণি! হে বিভু! হে বিশ্বনাথ! হে মহাদেব! হে শম্ভু! হে মহেশ্বর! হে

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি॥ ১০ ॥
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ লিঙ্গাত্মকং হর চরাচরবিশ্বরূপিন্॥ ১১

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতো বেদসারশিবস্তবঃ সম্পূর্ণঃ।

—— • ——

১০—শিবাষ্টকম্

তস্মৈ নমঃ পরমকারণকারণায় দীপ্তোজ্জ্বলজ্জ্বলিতপিঙ্গললোচনায়।
নাগেন্দ্রহারকৃতকুণ্ডলভূষণায় ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুবরদায় নমঃ শিবায়॥ ১ ॥

ত্রিনেত্র ! হে পার্বতীপ্রাণবল্লভ ! হে শান্ত ! হে মদনারি ! হে ত্রিপুরারি ! আপনি ব্যতীত আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়, মান্য-গণ্যও নয়॥ ৯ ॥ হে শম্ভু ! হে মহেশ্বর ! হে করুণাময় ! হে ত্রিশূলিন্ ! হে গৌরীপতি ! হে পশুপতি ! হে পশুবন্ধমোচন ! হে কাশীশ্বর ! একমাত্র আপনিই করুণাপরবশ হয়ে জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করেন। প্রভু ! আপনিই এই জগতের একমাত্র প্রভু ॥ ১০ ॥ হে দেব ! হে শঙ্কর ! হে কন্দর্পদলন ! হে শিব ! হে বিশ্বনাথ ! হে ঈশ্বর ! হে হর ! হে চরাচরজগৎরূপ প্রভু ! এই লিঙ্গ স্বরূপ সমগ্র জগৎ আপনার থেকেই উৎপন্ন, আপনাতেই স্থিত এবং আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হয়॥ ১১ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

—— • ——

যিনি কারণের পরম কারণ, (অগ্নিশিখার ন্যায়) যাঁর অতি উজ্জ্বল দেদীপ্যমান পিঙ্গল নয়ন ; কুণ্ডলীকৃত সর্পরাজের হার যাঁর কণ্ঠভূষণ, ব্রহ্মা,

শ্রীমৎপ্রসন্নশশিপন্নগভূষণায় শৈলেন্দ্রজাবদনচুম্বিতলোচনায়।
কৈলাসমন্দরমহেন্দ্রনিকেতনায় লোকত্রয়ার্তিহরণায় নমঃ শিবায়॥ ২ ॥
পদ্মাবদাতমণিকুণ্ডলগোবৃষায় কৃষ্ণাগরুপ্রচুরচন্দনচর্চিতায়।
ভস্মানুষক্তবিকচোৎপলমল্লিকায় নীলাব্জকণ্ঠসদৃশায় নমঃ শিবায়॥ ৩
লম্বৎসপিঙ্গলজটামুকুটোৎকটায় দংষ্ট্রাকরালবিকটোৎকটভৈরবায়।
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরায় মনোহরায় ত্রৈলোক্যনাথনমিতায় নমঃ শিবায়॥ ৪
দক্ষপ্রজাপতিমহামখনাশনায় ক্ষিপ্রং মহাত্রিপুরদানবঘাতনায়।
ব্রহ্মোর্জিতোর্ধ্বগকরোটিনিকৃন্তনায় যোগায় যোগনমিতায় নমঃ শিবায়॥ ৫
সংসারসৃষ্টিঘটনাপরিবর্তনায় রক্ষঃপিশাচগণসিদ্ধসমাকুলায়।
সিদ্ধোরগগ্রহগণেন্দ্রনিষেবিতায় শার্দূলচর্মবসনায় নমঃ শিবায়॥ ৬ ॥
ভস্মাঙ্গরাগকৃতরূপমনোহরায় সৌম্যাবদাতবনমাশ্রিতমাশ্রিতায়।

বিষ্ণু এবং ইন্দ্রাদিকে যিনি বরপ্রদান করেন, সেই ভগবান শঙ্করকে নমস্কার॥ ১ ॥ শোভাপ্রদানকারী নির্মল চন্দ্র এবং সর্প যাঁর ভূষণ, গিরিরাজকন্যা অতি আদরের সঙ্গে যাঁর চক্ষু চুম্বন করেন, কৈলাস ও মহেন্দ্র পর্বত যাঁর নিবাসস্থল এবং যিনি ত্রিলোকের দুঃখ হরণ করেন, সেই ভগবান শঙ্করকে নমস্কার করি॥ ২ ॥ যিনি স্বচ্ছ পদ্মরাগমণির কুণ্ডল থেকে কিরণ বর্ষণ করেন, কৃষ্ণাগুরু মিশ্রিতা পর্যাপ্ত চন্দনচর্চিত, ভস্ম, কমল ও সুগন্ধিত পুষ্পশোভিত, সেই নীলকমলসদৃশ কণ্ঠসমন্বিত শিবকে নমস্কার॥ ৩ ॥ পিঙ্গলবর্ণ জটাজূট সহ মস্তকে মুকুট ধারণ করায় যিনি উৎকটরূপে প্রতীয়মান, ভীষণ মুখাকৃতি হওয়ায় যিনি অতি বিকট ও ভয়ানকরূপে দৃশ্যমান, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, অথচ অতি মনোহর, ত্রিলোকের অধীশ্বরগণও যাঁর চরণে প্রণতি জানান, সেই শঙ্করকে প্রণাম॥ ৪ ॥ দক্ষ প্রজাপতির মহাযজ্ঞ-বিনাশকারী, ভয়ঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে সত্বর নিপাতকারী, দর্পিত ব্রহ্মার ঊর্ধ্ব পঞ্চমমস্তক ছেদনকারী, যোগস্বরূপ যোগদ্বারা নমস্কৃত শিবকে প্রণাম করি॥ ৫ ॥ যিনি কল্পে কল্পে জগৎ সৃষ্টির পরিবর্তন করেন, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, সিদ্ধ, সর্প, গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি সেবিত ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, সেই

গৌরীকটাক্ষনয়নার্ধনিরীক্ষণায় গোক্ষীরধারধবলায় নমঃ শিবায়॥ ৭ ॥
আদিত্যসোমবরুণানিলসেবিতায়
যজ্ঞাগ্নিহোত্রবরধূমনিকেতনায়।
ঋক্সামবেদমুনিভিঃ স্তুতিসংযুতায়
গোপায় গোপনমিতায় নমঃ শিবায়॥ ৮ ॥
শিবাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

১১—শ্রীশিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ ‘ন’ কারায় নমঃ শিবায়॥ ১ ॥

শ্রীশঙ্করকে নমস্কার॥ ৬ ॥ ভস্মরূপ অঙ্গরাগদ্বারা যিনি নিজেকে মনোহর করে তুলেছেন, যিনি অতি শান্ত ও সুন্দর বনাশ্রয়ীদের কাছে বসতি নিয়েছেন। দেবী পার্বতীর কটাক্ষ যিনি মনোহর বক্র নেত্রভঙ্গিতে উপভোগ করেন এবং গো-দুগ্ধের ধারার ন্যায় যাঁর বর্ণ শ্বেত, সেই শ্রীশঙ্করকে নমস্কার॥ ৭ ॥ যিনি সূর্য, চন্দ্র, বরুণ ও পবন দ্বারা সেবিত, যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের ধূমে যিনি বাস করেন, ঋক, সামাদি বেদ ও মুনিগণ যাঁর স্তুতিগান করেন, সেই নন্দীশ্বর-পূজিত, গো-পালনকারী এবং গোপালকগণের দ্বারা নমস্কৃত, সেই মহাদেবকে নমস্কার॥ ৮ ॥ যিনি এই পবিত্র শিবাষ্টক শ্রীমহাদেবের সমীপে পাঠ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন এবং শ্রীশঙ্করের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করেন॥ ৯ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

যাঁর কণ্ঠে সর্পমালা, যিনি ত্রিনেত্র, ভস্মই যাঁর অঙ্গরাগ, দশদিকই যাঁর

মন্দাকিনীসলিলচন্দনচর্চিতায় নন্দীশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায়।
মন্দারপুষ্পবহুপুষ্পসুপূজিতায় তস্মৈ 'ম' কারায় নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥
শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দসূর্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ 'শি' কারায় নমঃ শিবায়॥ ৩ ॥
বসিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্যমুনীন্দ্রদেবার্চিতশেখরায়।
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায় তস্মৈ 'ব' কারায় নমঃ শিবায়॥ ৪ ॥
যক্ষস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় তস্মৈ 'য' কারায় নমঃ শিবায়॥ ৫ ॥
পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

বস্ত্র (অর্থাৎ যিনি নগ্ন), সেই শুদ্ধ অবিনাশী মহেশ্বর 'ন'-কারস্বরূপ শিবকে প্রণাম॥ ১ ॥ গঙ্গাজল এবং চন্দনদ্বারা যিনি চর্চিত (অনুলিপ্ত), মন্দার-পুষ্প এবং অন্যান্য পুষ্প দ্বারা যাঁকে সুন্দর রূপে পূজা করা হয়, সেই নন্দীর অধিপতি ও প্রমথগণের প্রভু মহেশ্বর 'ম'-কারস্বরূপ শিবকে নমস্কার॥ ২ ॥ যিনি কল্যাণস্বরূপ, দেবী পার্বতীর মুখপদ্ম বিকসিত (প্রসন্ন) করতে যিনি সূর্যস্বরূপ, যিনি দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী, যাঁর ধ্বজায় বৃষ-চিহ্ন, সেই শোভাশালী নীলকণ্ঠ 'শি'-কারস্বরূপ শিবকে নমস্কার॥ ৩ ॥ বশিষ্ঠ, অগস্ত্য এবং গৌতম প্রভৃতি মুনিঋষিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁর মস্তক পূজা করেন, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি যাঁর নেত্র, সেই 'ব'-কারস্বরূপ শিবকে নমস্কার॥ ৪ ॥ যিনি যক্ষরূপ ধারণ করেছেন, যিনি জটাধারী, যাঁর হস্তে পিণাক, যিনি দিব্য সনাতন পুরুষ, সেই দিগম্বর দেব 'য়'-কারস্বরূপ শিবকে নমস্কার॥ ৫ ॥ যাঁরা শিবের সান্নিধ্যে এই পবিত্র পঞ্চাক্ষর স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁরা শিবলোক প্রাপ্ত হন এবং শিবের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করেন॥ ৬ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

১২—দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গানি

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্॥ ১ ॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে॥ ২ ॥

১. সৌরাষ্ট্র প্রদেশে (কাঠিয়াবাড়ে) শ্রীসোমনাথ[১]। ২. শ্রীশৈলে[২] শ্রীমল্লিকার্জুন। ৩. উজ্জয়িনীতে শ্রীমহাকাল[৩]। ৪. ওঙ্কারেশ্বর[৪] অথবা অমলেশ্বর। ৫. পরলীতে বৈদ্যনাথ[৫]। ৬. ডাকিনী নামক স্থানে শ্রীভীমশঙ্কর[৬]। ৭. সেতুবন্ধে শ্রীরামেশ্বর[৭]। ৮. দারুকাবনে

[১] শ্রীসোমনাথ কাঠিয়াবাড় প্রদেশের অন্তর্গত প্রভাসক্ষেত্রে বিরাজিত। [২] এই পর্বত মাদ্রাজের প্রান্তে কৃষ্ণা জেলার কৃষ্ণা নদীর ধারে অবস্থিত, একে দক্ষিণের কৈলাশ বলা হয়। [৩] শ্রীমহাকালেশ্বর মালওয়া প্রদেশের শিপ্রা নদীর ধারে উজ্জয়িনী নগরে বিরাজিত; উজ্জয়িনীকে অবন্তিকাপুরীও বলা হয়। [৪] মালওয়ার প্রান্তে নর্মদা নদীর তীরে ওঙ্কারেশ্বর অবস্থিত। উজ্জয়িনী থেকে খাণ্ডোয়া যাওয়ার রেলের লাইনে মোরটক্কা নামক স্টেশন থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ওঙ্কারেশ্বর এবং অমলেশ্বর দুটি পৃথক পৃথক লিঙ্গ হলেও এটি এক লিঙ্গেরই দুই রূপ। [৫] অন্ধ্রপ্রদেশে হায়দ্রাবাদের আগে পরভনী নামক জংশন থেকে পারলী পর্যন্ত এক ব্রাঞ্চ লাইন গেছে। এই পারলী স্টেশনের কিছু দূরে পারলী গ্রামের কাছে শ্রীবৈদ্যনাথ নামে জ্যোতির্লিঙ্গ আছে। শিবপুরাণে 'বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ'—এই পাঠ আছে, সেই অনুযায়ী সাঁওতাল পরগণার ই.আই রেলের জসিডি স্টেশনের কাছে বৈদ্যনাথ-শিবলিঙ্গই প্রকৃত বৈদ্যনাথ-জ্যোতির্লিঙ্গ নামে সিদ্ধ হয়; কারণ এটিই চিতাভূমি। [৬] শ্রীভীমশঙ্কর হচ্ছে বোম্বাইয়ের পূর্বে এবং পুণার উত্তরে ভীমানদীর তীরে সহ্যাদ্রি পর্বতের ওপর। এই স্থান মোটরপথে নাসিকের থেকে প্রায় ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। সহ্যাদ্রি পর্বতের এক শিখরের নাম ডাকিনী। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে এখানে কখনও ভূত-প্রেত ডাকিনীদের নিবাস ছিল। শিবপুরাণের এক আখ্যান অনুযায়ী ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ আসামের কামরূপ

বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুশ্মেশং চ শিবালয়ে॥ ৩ ॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি॥ ৪ ॥

—— ● ——

শ্রীনাগেশ্বর[৮]। ৯. বারাণসীতে (কাশীতে) শ্রীবিশ্বনাথ[৯]। ১০. গৌতমী (গোদাবরী)তটে শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর[১০]। ১১. হিমালয়ের কেদারখণ্ডে শ্রীকেদারনাথ[১১]। এবং ১২. শিবালয়ে শ্রীঘুস্মেশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের নাম স্মরণ করে, তার সাত জন্মের পাপ এই জ্যোতির্লিঙ্গের স্মরণ মাত্রই দূর হয়॥৪ ॥

—— ● ——

জেলায় এ.বি রেলওয়েতে গৌহাটির কাছে ব্র.্মপুর পাহাড়ে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন যে নৈনীতাল জেলার উজ্জনক নামক স্থানে এক বিশাল শিবমন্দির আছে, সেখানেই শ্রীভীমশঙ্কর অবস্থিত।[৭] শ্রীরামেশ্বরতীর্থ প্রসিদ্ধ, এটি তামিলনাড়ুতে রামনাদ জেলায় অবস্থিত।[৮] এটি বরোদারাজ্যের অন্তর্গত গোমতী-দ্বারকার ঈশানকোণে বারো তেরো মাইল দূরে অবস্থিত। কেউ কেউ নিজাম হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত ঔরাগ্রামে অবস্থিত শিবলিঙ্গকেই 'নাগেশ্বর' জ্যোতির্লিঙ্গ বলে মানেন। কেউ বলেন আলমোড়ার সতেরো মাইল উত্তর পূর্বে জাগেশ (জাগেশ্বর) শিবলিঙ্গই নাগেশ জ্যোতির্লিঙ্গ।[৯] কাশীর শ্রীবিশ্বনাথ সুপ্রসিদ্ধ ।[১০] এই জ্যোর্তিলিঙ্গ মহারাষ্ট্রের প্রান্তে নাসিক জেলায় নাসিক পঞ্চবটীর (এখানেই শূর্পনখার নাসিকা ছেদন হয়) আঠার মাইল দূরে ব্রহ্মগিরির কাছে গোদাবরী তীরে স্থিত।[১১] শ্রীকেদারনাথ হিমালয়ের কেদার শৃঙ্গে অবস্থিত । শিখরের পূর্বদিকে অলকনন্দার তীরে শ্রীবদরীনাথ অবস্থিত এবং পশ্চিমে মন্দাকিনীর তীরে আছেন শ্রীকেদারনাথ। এই স্থান হরিদ্বার থেকে ১৫০ মাইল এবং হৃষীকেশ থেকে ১৩২ মাইল দূরে অবস্থিত।[১২] শ্রী ঘুশ্মেশ্বরকে ঘুসৃণেশ্বর বা ঘৃষ্ণেশ্বরও বলা হয়। এটি দৌলতাবাদ স্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে বেরুল গ্রামের কাছে অবস্থিত।

১৩—দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রম্

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ১ ॥
শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবুধাতিসঙ্গে তুলাদ্রিতুঙ্গেঽপি মুদা বসন্তম্।
তমর্জুনং মল্লিকপূর্বমেকং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্॥ ২ ॥
অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহাসুরেশম্॥ ৩ ॥
কাবেরিকানর্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায়।
সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্ত-মোঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে॥ ৪ ॥
পূর্বোত্তরে প্রজ্বলিকানিধানে সদা বসন্তং গিরিজাসমেতম্।
সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি॥ ৫ ॥

যিনি তাঁর (প্রতি উপাসক কর্তৃক) ভক্তি প্রদান করার জন্য অত্যন্ত রমণীয় ও নির্মল সৌরাষ্ট্র প্রদেশে (কাঠিয়াবাড়ে) দয়াপূর্বক অবতীর্ণ হয়েছেন, চন্দ্র যাঁর মস্তকভূষণ, সেই জ্যোতির্লিঙ্গস্বরূপ ভগবান শ্রীসোমনাথের আমি শরণাগত হলাম ॥ ১ ॥ যিনি উচ্চ আদর্শভূত পর্বত থেকেও উচ্চ শ্রীশৈল পর্বতের শিখরে, যেস্থানে দেবগণের সমাগম হয়, অত্যন্ত আনন্দসহকারে নিবাস করেন এবং সংসারসাগর পার করাবার জন্য যিনি সেতুস্বরূপ, সেই প্রভু মল্লিকার্জুনকে আমি নমস্কার জানাই॥ ২ ॥ সাধু-সন্তদের মোক্ষপ্রদানের জন্য যিনি অবন্তীপুরীতে (উজ্জয়িনীতে) অবতরণ করেছেন, মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ সেই মহাদেবকে আমি অকালমৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য নমস্কার জানাই॥ ৩ ॥ যিনি সৎব্যক্তিদের সংসার-সাগর পার করানোর উদ্দেশ্যে কাবেরী ও নর্মদার পবিত্র সংগমের কাছে মান্ধাতাপুরে সর্বদা বাস করেন, সেই অদ্বিতীয় কল্যাণময় ভগবান ওঙ্কারেশ্বরের আমি স্তব করি॥ ৪ ॥ যিনি পূর্বোত্তর দিকে চিতাভূমির (বৈদ্যনাথ ধামের) ভেতরে সর্বদা গিরিজার সঙ্গে বাস করেন, দেবতা ও অসুরগণ যাঁর চরণ-কমল আরাধনা করেন, সেই

যাম্যে সদঙ্গে নগরেঽতিরম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬ ॥
মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমন্তং সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে॥ ৭ ॥
সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকমাশু নাশং প্রয়াতি তং ত্র্যম্বকমীশমীড়ে॥ ৮ ॥
সুতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি॥ ৯ ॥
যং ডাকিনীশাকিনিকাসমাজে নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি॥ ১০ ॥
সানন্দমানন্দবনে বসন্ত- মানন্দকন্দং হতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে॥ ১১ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথকে আমি প্রণাম করি॥ ৫ ॥ যিনি দক্ষিণের রমণীয় নগর সদঙ্গে নানাবিধ ভোগ সহ সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হয়ে বিরাজ করেন, যিনি সদ্ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন, আমি সেই প্রভু শ্রীনাগনাথের শরণ নিলাম॥ ৬ ॥ যিনি মহাগিরি হিমালয়ে কেদারশৃঙ্গের ওপর সর্বদা বসবাস করেন এবং মুনি, ঋষি, দেবতা তথা অসুর, যক্ষ, মহাসর্পাদি দ্বারা পূজিত হন, আমি সেই একমাত্র কল্যাণকর ভগবান কেদারনাথের স্তব পাঠ করি॥ ৭ ॥ যিনি গোদাবরীতটে পবিত্র সহ্যাদ্রি পর্বতের নির্মল শিখরে বাস করেন, যাঁর দর্শন লাভে সত্বর সকল পাপ বিমোচন হয়, আমি সেই শ্রীত্র্যম্বকেশ্বরের স্তবপাঠ করি॥ ৮ ॥ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাম্রপর্ণী ও সাগরসঙ্গমে বাণের সাহায্যে সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে তার ওপর যাঁকে স্থাপন করেছিলেন, সেই শ্রীরামেশ্বর দেবকে বিধি নিয়ম অনুসারে প্রণাম করি॥ ৯ ॥ ডাকিনী, শাকিনী ও প্রেত দ্বারা যিনি নিত্য পূজিত হন, সেই ভক্তহিতকারী ভগবান ভীমশঙ্করকে আমি প্রণাম করি॥ ১০ ॥ যিনি স্বয়ং আনন্দাকর এবং আনন্দপূর্বক আনন্দবন কাশী ক্ষেত্রে বাস করেন, যিনি পাপনাশ করেন, অনাথের নাথ সেই কাশীপতি

ইলাপুরে রম্যবিশালকেঽস্মিন্ সমুল্লসন্তং চ জগদ্বরেণ্যম্।
বন্দে মহোদারতরস্বভাবং ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে॥ ১২ ॥
জ্যোতির্ময়দ্বাদশলিঙ্গকানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজোঽতিভক্ত্যা ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ॥ ১৩

ইতি শ্রীদ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

——— ● ———

১৪—শিবতাণ্ডবস্তোত্রম্

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥ ১ ॥
জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী-
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে

শ্রীবিশ্বনাথের কাছে আমি শরণ নিলাম॥ ১১ ॥ যিনি ইলাপুরের সুরম্যমন্দিরে বিরাজ করে সমস্ত জগতের পূজ্য হয়ে রয়েছেন, যাঁর স্বভাব খুবই উদার সেই শ্রীঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্ময় ভগবান শিবের আমি শরণ নিলাম॥ ১২ ॥ মানুষ যদি ক্রমে ক্রমে উক্ত এই দ্বাদশ জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গের স্তোত্রটি ভক্তি সহকারে পাঠ করে তাহলে সে শিবলিঙ্গ দর্শনের ফল লাভ করে॥ ১৩ ॥

——— ● ———

যিনি জটারূপ অরণ্য থেকে নির্গত গঙ্গাদেবীর প্রবাহে পবিত্র করা সর্পের বিশাল মালা কণ্ঠে ধারণ করে ডমরুতে ডম, ডম, ডম—এই শব্দ তুলে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করেছেন, সেই শিব যেন আমার কল্যাণ সাধন করেন॥ ১ ॥ যাঁর মস্তক জটারূপ কড়াইতে বেগে ভ্রমণকারী গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গ-

কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥ ২ ॥
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর-
স্ফুরদ্দিগন্তসন্ততিপ্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি॥ ৩ ॥
জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা-
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্তু ভূতভর্তরি॥ ৪ ॥
সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর-
প্রসূনধূলিধোরণীবিধূসরাঙ্ঘ্রিপীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ৈ চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ॥ ৫ ॥
ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গভা-

লতাসমূহে সুশোভিত হচ্ছে, যাঁর ললাটাগ্নি ধক্ ধক্ করে জ্বলছে, মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত, সেই ভগবান শিবে যেন আমার নিরন্তর অনুরাগ থাকে॥ ২ ॥ গিরিরাজকিশোরী পার্বতীর বিলাসকালোপযোগী উচ্চ-নীচ মস্তকভূষণ দ্বারা দশদিক প্রকাশিত হতে দেখে যাঁর মন আনন্দিত, যাঁর নিত্য কৃপাদৃষ্টির ফলে কঠিন বাধাবিপত্তি দূর হয়ে যায়, সেই দিগম্বররূপ তত্ত্বে যেন আমার মন আনন্দ লাভ করে॥ ৩ ॥ যাঁর জটাজূটের মধ্যে সর্পের ফণায় অবস্থিত মণির প্রকাশিত পিঙ্গল ছটা দিশারূপিণী অঙ্গনাদের মুখে কুঙ্কুমের রং ছড়ায়, মত্ত হাতীর বিকসিত চর্মকে উত্তরীয় (চাদর)-রূপে ধারণ করায় যিনি স্নিগ্ধবর্ণ লাভ করেছেন, সেই ভূতনাথে আমার চিত্ত অদ্ভুত তৃপ্তি বোধ করুক॥ ৪ ॥ যাঁর চরণপাদুকা ইন্দ্রাদি সকল দেবতার (প্রণামের সময়) মস্তকের ফুলের পরাগে ধূসরিত হয় ; নাগরাজ (শেষ)এর মালায় বাঁধা

নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্।
সুদাময়ূখলেখয়া বিরাজমানশেখরং
মহাকপালি সম্পদে শিরো জটালমস্তু নঃ॥ ৬ ॥

করালভালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াহুতীকৃতপ্রচণ্ডপঞ্চসায়কে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে রতির্মম॥ ৭ ॥

নবীনমেঘমণ্ডলীনিরুদ্ধদুর্ধরস্ফুরৎ-
তকুহূনিশীথিনীতমঃপ্রবন্ধবদ্ধকন্ধরঃ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসিন্ধুরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্‌ধুরন্ধরঃ॥ ৮ ॥

প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমপ্রভা-
বলম্বিকণ্ঠকন্দলীরুচিপ্রবদ্ধকন্ধরম্।
স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে॥ ৯ ॥

জটাসম্পন্ন সেই ভগবান চন্দ্রশেখর আমার জন্য চিরস্থায়ী সম্পত্তির ব্যবস্থাপক হয়ে থাকুন॥ ৫ ॥ যিনি তাঁর ললাটরূপ বেদীতে প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তেজে কামদেবকে ভস্মীভূত করেছিলেন, যাঁকে ইন্দ্র নমস্কার করেন, চন্দ্রের কলাদ্বারা সুশোভিত মুকুটসম্পন্ন সেই শ্রীমহাদেবের উন্নত বিশাল ললাটের জটিল মস্তক আমার সম্পত্তির কারণ হোক॥ ৬ ॥ যিনি তাঁর ভীষণ কপালের ধক্ ধক্‌রূপে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রচণ্ড কামদেবকে আহুতিদান করেছিলেন, গিরিরাজকন্যার স্তনাগ্রে পত্রভঙ্গ রচনা করার একমাত্র শিল্পী সেই ভগবান ত্রিলোচনের ওপর আমার রতি (অনুরাগ) থাকে॥ ৭ ॥ যাঁর কণ্ঠে নবীন মেঘমালা বেষ্টিত অমাবস্যার অর্ধরাত্রের ন্যায় দুরূহ অন্ধকারসম শ্যামলতা বিরাজ করে, যিনি গজচর্মপরিহিত, সেই জগদ্‌ভার বহনকারী, চন্দ্রের

অখর্বসর্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী-
রসপ্রবাহমাধুরীবিজৃম্ভণামধুব্রতম্।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে॥ ১০ ॥
জয়ত্বদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসদ্-
বিনির্গমৎক্রমস্ফুরৎকরালভালহব্যবাট্।
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিদ্ধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-
ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিতপ্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ॥ ১১ ॥
দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োর্ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজো-
গরিষ্ঠরত্নলোষ্ঠয়োঃ সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষয়োঃ।
তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ
সমপ্রবৃত্তিকঃ কদা সদাশিবং ভজাম্যহম্॥ ১২ ॥
কদা নিলিম্পনির্ঝরীনিকুঞ্জকোটরে বসন্

অর্দ্ধাকৃতিতে মনোহর ভগবান গঙ্গাধর যেন আমার সম্পত্তির বিস্তার করেন॥ ৮ ॥ যাঁর কণ্ঠদেশ প্রস্ফুটিত নীলকমল সমূহের শ্যামশোভার অনুকরণকারী হরিণীর ছবির ন্যায় চিহ্নে সুশোভিত এবং যিনি কামদেব, ত্রিপুর, ভব (সংসার), দক্ষ-যজ্ঞ, হাতি, অন্ধকাসুর এবং যমারাজেরও উচ্ছেদকারী, আমি তাঁর ভজনা করি॥ ৯ ॥ যিনি নিরভিমান পার্বতীর কলারূপ কদম্বমঞ্জরীর মকরন্দস্রোতের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাধুরী পানকারী মধুপ এবং কামদেব, ত্রিপুর, ভব, দক্ষ-যজ্ঞ, হাতি, অন্ধকাসুর ও যমরাজের বিনাশকারী, আমি তাঁর ভজনা করি॥ ১০ ॥ যাঁর মস্তকের ওপর অত্যন্ত বেগে ঘূর্ণমান ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে ভয়ঙ্কর অগ্নি ক্রমাগত প্রজ্বলিত হচ্ছে, ধিমি ধিমি শব্দে মৃদঙ্গের গম্ভীর মঙ্গলধ্বনির সঙ্গে যিনি প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করছেন, সেই ভগবান শঙ্করের জয় হোক॥ ১১ ॥ পাথর এবং সুন্দর কোমল বিছানায়, সর্প ও মুক্তামালায়, বহু মূল্য রত্ন এবং মৃত্তিকায়, মিত্র ও শত্রুপক্ষে, তৃণ ও কমলনয়না তরুণীতে, সাধারণ প্রজা ও পৃথিবীর মহারাজার প্রতি যিনি

বিমুক্তদুর্মতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্।
বিলোললোললোচনো ললামভাললগ্নকঃ
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ কদা সুখী ভবাম্যহম্॥ ১৩ ॥
ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবং
পঠন্ স্মরন্ ব্রুবন্নরো বিশুদ্ধিমেতি সন্ততম্।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতি নান্যথা গতিং
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্য চিন্তনম্॥ ১৪ ॥
পূজাবসানসময়ে দশবক্ত্রগীতং
যঃ শম্ভুপূজনপরং পঠতি প্রদোষে।
তস্য স্থিরাং রথগজেন্দ্রতুরঙ্গযুক্তাং
লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখীং প্রদদাতি শম্ভুঃ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীরাবণকৃতং শিবতাণ্ডবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

———•———

সমভাব রাখেন, সেই সদাশিবকে আমি কবে ভজনা করব ! ॥ ১২ ॥ সুন্দর ললাটসম্পন্ন ভগবান চন্দ্রশেখরকে চিত্ত সমর্পণ করে নিজ কুচিন্তা পরিত্যাগ করে, গঙ্গার তীরে কোন কাননের অভ্যন্তরে থেকে মস্তকের ওপর হাত জোড় করে বিহ্বলনয়নে 'শিব' মন্ত্র উচ্চারণ করে আমি কবে সুখলাভ করব ? ॥ ১৩ ॥ যে ব্যক্তি এইভাবে উক্ত অতি উত্তম স্তোত্র নিত্য পাঠ, স্মরণ এবং বর্ণনা করে, সে সদা শুদ্ধ থাকে এবং অতি শীঘ্র সুরগুরু শ্রীশঙ্করের প্রতি প্রকৃত ভক্তিভাব প্রাপ্ত হয়। সে কখনও বিপথে যায় না ; কারণ শ্রীশিবের সুচিন্তা প্রাণিবর্গের মোহ নাশ করে॥ ১৪ ॥ সায়ংকালে পূজা সমাপ্ত হলে দশানন রাবণ দ্বারা গীত এই শম্ভুপূজন সম্পর্কীয় স্তোত্র যিনি পাঠ করেন, ভগবান শঙ্কর সেই ব্যক্তিকে রথ, হাতি, ঘোড়া সমন্বিত চিরস্থায়ী অনুকূল সম্পত্তি প্রদান করেন॥ ১৫ ॥ (শ্রীরাবণ রচিত)

১৫—শ্রীরুদ্রাষ্টকম্

নমামীশমীশান নির্বাণরূপং বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম বেদস্বরূপং।
নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেঽহং॥ ১
নিরাকারমোঙ্কারমূলং তুরীয়ং গিরা গ্যান গোতীতমীশং গিরীশং।
করালং মহাকাল কালং কৃপালং গুণাগার সংসারপারং নতোঽহং॥ ২
তুষারাদ্রিসংকাশগৌরং গভীরং মনোভূতকোটিপ্রভাশ্রী-শরীরং।
স্ফুরন্মৌলি কল্লোলিনী চারু গঙ্গা। লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গা॥ ৩
চলৎকুণ্ডলং ভ্রূ সুনেত্রং বিশালং প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালং।
মৃগাধীশচর্মাম্বরং মুণ্ডমালং প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং ভজামি॥ ৪ ॥
প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্‌ভং পরেশং অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশং।
ত্রয়ঃ শূল নির্মূলনং শূলপাণিং ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যং॥ ৫

হে ঈশান ! মুক্তিস্বরূপ, সমর্থ, সর্বব্যাপী, ব্রহ্ম, বেদস্বরূপ, নিজস্বরূপে অবস্থিত, নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরীহ, অনন্ত, জ্ঞানময় এবং আকাশের মত সর্বব্যাপী প্রভুকে আমি প্রণাম করি॥ ১ ॥ যিনি নিরাকার, ওঙ্কাররূপ আদিকারণ, তুরীয়, বাণী, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কৈলাসনাথ, করালমূর্তি, মহাকালেরও কাল, কৃপালু, গুণাদির আধার এবং সংসার থেকে ত্রাণকারী, সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করি॥ ২ ॥ যিনি হিমালয়ের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গম্ভীর এবং কোটি কামদেব সম কান্তিপূর্ণ দেহ, যাঁর মস্তকে মনোহর গঙ্গা তরঙ্গায়িত হচ্ছে, কপালে শিশুচন্দ্র সুশোভিত এবং কণ্ঠদেশে সর্পের মালা শোভিত॥ ৩ ॥ যাঁর কর্ণে কুণ্ডল, যাঁর নেত্র ও ভ্রূযুগল সুন্দর ও বিশাল, যিনি প্রসন্নবদন, দয়ালু, যাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এবং মুণ্ডমালা ধারণ করেছেন, আমি সেই সর্বাধীশ্বর প্রিয়তম শিবের ভজনা করি॥ ৪ ॥ যিনি প্রচণ্ড, সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রগলভ, পরমেশ্বর, পূর্ণ, অজ, কোটি সূর্যের ন্যায় দ্যুতিমান, ত্রিভুবনের দুঃখনাশক, সেই ত্রিশূলধারী, আমি

কলাতীত কল্যাণ কল্পান্তকারী সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী।
চিদানন্দ সন্দোহ মোহাপহারী প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী॥ ৬ ॥
ন যাবদ্ উমানাথ পাদারবিন্দং ভজন্তীহ লোকে পরে বা নরাণাম্।
ন তাবৎ সুখং শান্তি সন্তাপনাশং প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাসং॥ ৭ ॥
ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাং নতোঽহং সদা সর্বদা শম্ভু তুভ্যং।
জরা জন্ম দুঃখৌঘ তাতপ্যমানং প্রভো পাহি আপন্নমামীশ শম্ভো॥ ৮ ॥
রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতোষয়ে।
যে পঠন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীগোস্বামিতুলসীদাসকৃতং শ্রীরুদ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

ভাবগম্য ভবানীপতির ভজনা করি॥ ৫ ॥ হে প্রভু ! আপনি কলারহিত, কল্যাণকারক ও কল্পান্তকারী। আপনি সর্বদাই সৎ ব্যক্তিদের আনন্দপ্রদান করেন। ত্রিপুরাসুরকে আপনি বধ করেছেন, আপনি মোহনাশক এবং জ্ঞানানন্দঘন পরমেশ্বর ও আপনি কামদেবের শত্রু। হে প্রভু ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হন॥ ৬ ॥ মানুষ যতক্ষণ উমাকান্ত মহাদেবের চরণারবিন্দ ভজনা না করে, ততক্ষণ সে ইহলোক বা পরলোকে কখনও সুখ বা শান্তি লাভ করে না এবং তার শোক সন্তাপও দূর হয় না। হে সমস্ত প্রাণীর নিবাসস্বরূপ ভগবান শিব ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন॥ ৭ ॥ হে প্রভু ! হে শম্ভু ! হে ঈশ ! যোগ, জপ, পূজা এসব আমি কিছুই জানি না, হে শম্ভু ! আমি সদা সর্বদা আপনাকেই নমস্কার করি। জরা, জন্ম ও দুঃখসন্তপ্ত আমার মত দুঃখীকে আপনি রক্ষা করুন॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি ভগবান শঙ্করের তুষ্টিবিধানের জন্য ব্রাহ্মণকথিত এই রুদ্রাষ্টক ভক্তিপূর্বক পাঠ করে, ভগবান শঙ্কর তার ওপর প্রসন্ন হন॥ ৯ ॥

(শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস রচিত)

১৬—শ্রীপশুপত্যষ্টকম্

ধ্যানম্

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥ ১ ॥

স্তোত্রম্

পশুপতিং দ্যুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিং চ সতীপতিম্।
প্রণতভক্তজনার্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ১ ॥
ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনয়ো ন চ ভূরিবলং কুলম্।
অবতি কোঽপি ন কালবশং গতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ২ ॥
মুরজডিণ্ডিমবাদ্যবিলক্ষণং মধুরপঞ্চমনাদবিশারদম্।

রজত পর্বতের ন্যায় যাঁর শ্বেতকান্তি, সুন্দর চন্দ্রকে যিনি ভূষণরূপে ধারণ করেছেন, রত্নময় অলঙ্কারে যাঁর দেহ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, যাঁর হাতে রয়েছে পরশু (কুঠার), মৃগ, বর এবং অভয়, যিনি প্রসন্নবদন, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, যাঁর চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হয়ে দেবতাগণ স্তুতি করছেন, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে আছেন, যিনি বিশ্বের আদি, জগৎ উৎপত্তির বীজস্বরূপ, সকল ভয় অপহারক, যাঁর পঞ্চ বদন ও ত্রি নেত্র, সেই মহেশ্বরকে নিত্য ধ্যান করবে।

ওহে মানবগণ ! যিনি সমস্ত প্রাণী, স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগলোকের প্রভু, দক্ষ-কন্যা সতীর পতি, শরণাগত প্রাণী এবং ভক্তদের দুঃখ দূর করেন, সেই পরমপুরুষ পার্বতী-বল্লভ শঙ্করের ভজনা করো॥ ১ ॥ হে মানবগণ ! কালের বশে পতিত জীবকে পিতা, মাতা, ভাই, পুত্র, প্রবল ক্ষমতা বা কুল—এগুলির কোনোটিই রক্ষা করতে সক্ষম নয়, তাই তুমি গিরিজাপতির ভজনা করো॥ ২ ॥ ওহে মানবগণ ! যিনি মৃদঙ্গ, ডমরু বাদ্যবাদনে নিপুণ, মধুর

প্রমথভূতগণৈরপি সেবিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ৩ ॥
শরণদং সুখদং শরণান্বিতং শিব শিবেতি শিবেতি নতং নৃণাম্।
অভয়দং করুণাবরুণালয়ং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ৪ ॥
নরশিরোরচিতং মণিকুণ্ডলং ভুজগহারমুদং বৃষভধ্বজম্।
চিতিরজোধবলীকৃতবিগ্রহং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ৫ ॥
মখবিনাশকরং শশিশেখরং সততমধ্বরভাজি ফলপ্রদম্।
প্রলয়দগ্ধসুরাসুরমানবং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ৬ ॥
মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণজন্মজরাভয়পীড়িতম্।
জগদুদীক্ষ্য সমীপভয়াকুলং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ৭ ॥
হরিবিরঞ্চিসুরাধিপপূজিতং যমজনেশধনেশনমস্কৃতম্।
ত্রিনয়নং ভুবনত্রিতয়াধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম্॥ ৮ ॥

পঞ্চম স্বর সংগীতে কুশল, প্রমথ এবং ভূতগণ যাঁর সেবায় রত, সেই গিরিজাপতির ভজনা করো॥ ৩ ॥ হে মানবগণ ! 'শিব ! শিব ! শিব !' বলে মানুষ যাঁকে প্রণাম করে, যিনি শরণাগতের আশ্রয়, সুখ এবং অভয়প্রদানকারী, সেই দয়াসাগর গিরিজাপতিকে ভজনা করো॥ ৪ ॥ হে মানবগণ ! যিনি নরমুণ্ডরূপ মণিকুণ্ডল এবং সর্পের মালা পরিধান করেন, যাঁর দেহ চিতার ধূলায় ধূসরিত, সেই বৃষভধ্বজ গিরিরাজপতির ভজনা করো॥ ৫ ॥ হে মানবগণ ! যিনি দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন, যাঁর মস্তকে চন্দ্র শোভাবর্ধন করছে, যিনি যজ্ঞকারীদের সদা ফলপ্রদান করে থাকেন এবং যিনি প্রলয়ের অগ্নিতে দেবতা, দানব এবং মনুষ্যকে দগ্ধ করেন, সেই গিরিজাপতিকে ভজনা করো॥ ৬ ॥ হে মানবগণ ! জগৎকে জন্ম, জরা ও মৃত্যুভয়ে উদ্বিগ্ন, সম্মুখস্থিত ভয়ে ব্যাকুল দেখে, বহুকাল সঞ্চিত ঈর্ষা পরিত্যাগ করে গিরিজাপতির ভজনা করো॥ ৭ ॥ ওরে মানবগণ ! বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র যাঁর পূজা করেন, যম ও কুবের যাঁকে প্রণাম করেন, যাঁর ত্রিনেত্র এবং যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, সেই গিরিজাপতির ভজনা করো॥ ৮ ॥ যে

পশুপতেরিদমষ্টকমদ্ভুতং বিরচিতং পৃথিবীপতিসূরিণা।
পঠতি সংশৃণুতে মনুজঃ সদা শিবপুরীং বসতে লভতে মুদম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপৃথিবীপতিসূরিবিরচিতং শ্রীপশুপত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

১৭—শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকম্

গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপং
গৌরীনিরন্তরবিভূষিতবামভাগম্।
নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥ ১ ॥
বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিতপাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং। বারাণসী.॥ ২ ॥
ভূতাধিপং ভুজগভূষণভূষিতাঙ্গং
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।

ব্যক্তি পৃথিবীপতিসূরিসৃষ্ট এই অদ্ভুত পশুপতি-অষ্টক সর্বদা পাঠ করেন ও শ্রবণ করেন, তিনি শিবপুরীতে নিবাস করেন এবং আনন্দপ্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥
(শ্রীপৃথিবীপতিসূরি রচিত)

যাঁর জটা গঙ্গার লহরীতে অত্যন্ত মনোহররূপে দৃশ্যমান, যাঁর বামপার্শে সর্বদা পার্বতী সুশোভিতা, যিনি নারায়ণের প্রিয় এবং কামদেবের দর্পনাশকারী, সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা করো॥ ১ ॥ বাক্যদ্বারা যাঁকে বর্ণনা করা যায় না, যিনি বহুগুণ ও নানারূপ সমন্বিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ যার চরণপাদুকা সেবা করেন, যিনি তাঁর সুন্দর বামাঙ্গ দ্বারাই সপত্নীক, সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা কর॥ ২ ॥ যিনি ভূতাধিপতি, যাঁর

পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদশূলপাণিম্। বারাণসী.॥ ৩ ॥
শীতাংশুশোভিতকিরীটবিরাজমানং
ভালেক্ষণানলবিশোষিতপঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিতভাসুরকর্ণপূরং। বারাণসী.॥ ৪ ॥
পঞ্চাননং দুরিতমত্তমতঙ্গজানাং
নাগান্তকং দনুজপুঙ্গবপন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং। বারাণসী.॥ ৫ ॥
তেজোময়ং সগুণনির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং। বারাণসী.॥ ৬ ॥
রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্যধৈর্যসুভগং গরলাভিরামং। বারাণসী.॥ ৭ ॥

অঙ্গ সর্পরূপ গহনায় বিভূষিত, যিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, যাঁর হাতে পাশ, অঙ্কুশ, অভয়, বর এবং শূল বিরাজিত, সেই জটাধারী ত্রিনেত্রসমন্বিত কাশীপতি বিশ্বনাথকে ভজনা করো॥ ৩ ॥ যিনি চন্দ্রোজ্জ্বল কিরীটে সুশোভিত, যিনি নিজের কপালের নয়নের আগুন দিয়ে কামদেবকে দগ্ধ করেছেন, যাঁর কানে বড় বড় সাপের কুণ্ডল চমক দিচ্ছে, সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা করো॥ ৪ ॥ যিনি পাপরূপ মদমত্ত হাতিকে বধ করতে সিংহস্বরূপ, দৈত্যসমূহরূপী সাপেদের বিনাশকারী গরুড় এবং যিনি মৃত্যু, শোক ও জরারূপী ভীষণ বন-বিধ্বংসকারী দাবানল, সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা কর॥ ৫ ॥ যিনি তেজপূর্ণ, সগুণ, নির্গুণ, অদ্বিতীয়, আনন্দপূর্ণ, অপরাজিত ও অতুলনীয়, যিনি নিজ শরীরে সর্পধারণ করেন, যাঁর স্বরূপ হ্রাস-বৃদ্ধিহীন-পরমাত্মাস্বরূপ সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা কর॥ ৬ ॥ যিনি রাগাদি দোষবর্জিত ; ভক্তদের ওপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন,

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং
পাপে রতিং চ সুনিবার্য মনঃ সমাধৌ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং। বারাণসী.॥ ৮ ॥
বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য
ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্॥ ৯ ॥
বিশ্বনাথাষ্টকমিদং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমহর্ষিব্যাসপ্রণীতং শ্রীবিশ্বনাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

বৈরাগ্য ও শান্তির নিবাস, দেবী পার্বতী সর্বদাই যাঁর সঙ্গে বিরাজ করেন, যিনি ধৈর্য ও মধুর স্বভাবের দ্বারা পরমসুন্দর, যার কণ্ঠ গরলচিহ্নে সুশোভিত, সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা কর॥ ৭ ॥ সব আশা পরিত্যাগ করে, পরনিন্দা ত্যাগ করে এবং পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে, সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট করে, হৃদয়কমলে প্রকাশমান পরমেশ্বর সেই কাশীপতি বিশ্বনাথের ভজনা কর॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি কাশীপতি শিবের মহিমাখ্যাত এই আটটি শ্লোকের স্তব পাঠ করে, সে বিদ্যা, ধন, প্রতিপত্তি এবং অনন্ত কীর্তি লাভ করে এবং দেহত্যাগের পর মোক্ষপ্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥ যে শিবের সমীপে এই বিশ্বনাথাষ্টক পাঠ করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়ে শিবের সঙ্গে আনন্দে বাস করে॥ ১০ ॥

(মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত)

ওঁ

শক্তিস্তোত্রাণি

১৮—ললিতাপঞ্চকম্

প্রাতঃ স্মরামি ললিতাবদনারবিন্দং
বিম্বাধরং পৃথুলমৌক্তিকশোভিনাসম্।
আকর্ণদীর্ঘনয়নং মণিকুণ্ডলাঢ্যং
মন্দস্মিতং মৃগমদোজ্জ্বলভালদেশম্॥ ১ ॥
প্রাতর্ভজামি ললিতাভুজকল্পবল্লীং
রক্তাঙ্গুলীয়লসদঙ্গুলিপল্লবাঢ্যাম্।
মাণিক্যহেমবলয়াঙ্গদশোভমানাং
পুণ্ড্রেক্ষুচাপকুসুমেষুসৃণীদধানাম্ ॥ ২ ॥
প্রাতর্নমামি ললিতাচরণারবিন্দং
ভক্তেষ্টদাননিরতং ভবসিন্ধুপোতম্।
পদ্মাসনাদিসুরনায়কপূজনীয়ং
পদ্মাঙ্কুশধ্বজসুদর্শনলাঞ্ছনাঢ্যম্ ॥ ৩ ॥

যাঁর বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর, বিশাল মুক্তার নোলকশোভিত নাক এবং আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, যিনি মণিময় কুণ্ডল ধারণ করে আছেন, যিনি সহাস্যবদন এবং যাঁর ললাট কস্তুরিকা তিলকে সুশোভিত—সেই ললিতাদেবীর মনোহর মুখকমল আমি প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১ ॥ আমি শ্রীললিতাদেবীর কল্পলতার ন্যায় বাহুদ্বয় প্রাতঃকালে স্মরণ করে থাকি, যা লাল আঙটিতে সুশোভিত পল্লবিত আঙ্গুলে সমৃদ্ধ তথা রত্নখচিত সুবর্ণকঙ্কণ ও অঙ্গদাদিতে ভূষিত এবং যা পুণ্ড্র-আকের(পুঁড়ি আকের) ধনুক, পুষ্পময় বাণ ও অঙ্কুশ ধারণ করে আছে॥ ২ ॥ আমি প্রাতঃকালে শ্রীললিতাদেবীর চরণকমল স্মরণ

প্রাতঃ স্তবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং
ত্রয্যন্তবেদ্যবিভবাং করুণানবদ্যাম্।
বিশ্বস্য সৃষ্টিবিলয়স্থিতিহেতুভূতাং
বিদ্যেশ্বরীং নিগমবাঙ্মনসাতিদূরাম্॥ ৪ ॥
প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম
কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি।
শ্রীশাম্ভবীতি জগতাং জননী পরেতি
বাগ্দেবতেতি বচসা ত্রিপুরেশ্বরীতি॥ ৫ ॥
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতাম্বিকায়াঃ
সৌভাগ্যদং সুললিতং পঠতি প্রভাতে।
তস্মৈ দদাতি ললিতা ঝটিতি প্রসন্না
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্তকীর্তিম্॥ ৬ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং ললিতাপঞ্চকং সম্পূর্ণম্।

করি, যা ভক্তকুলকে অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং সংসারসাগরের জাহাজ-স্বরূপ ও কমলাসন শ্রীব্রহ্মাদি দেবেশ্বর দ্বারা পূজিত, যা পদ্ম-অঙ্কুশ-ধ্বজ এবং সুদর্শনাদি মঙ্গলময় চিহ্ন-সমৃদ্ধ ॥ ৩ ॥ আমি প্রাতঃকালে পরম-কল্যাণরূপিণী শ্রীললিতা ভবানীর স্তুতি করি, যাঁর বৈভব বেদান্তবেদ্য, যিনি করুণাময়ী হওয়ায় শুদ্ধস্বরূপা, বিশ্বের উৎপত্তি-স্থিতি ও লয়ের হেতু, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বেদ, বাণী ও মনের গতির পথ থেকে অতি দূরে অবস্থিত॥ ৪ ॥ হে ললিতে ! আমি আপনার কামেশ্বরী, কমলা, মহেশ্বরী, শাম্ভবী, জগজ্জননী, পরা, বাগ্দেবী ও ত্রিপুরেশ্বরী ইত্যাদি পুণ্যনাম প্রাতঃকালে উচ্চারণ করি॥ ৫ ॥ মাতা ললিতার অতি সৌভাগ্যপ্রদ এবং সুললিত এই পাঁচটি শ্লোক যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে পাঠ করে, ললিতাদেবী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাকে অতি শীঘ্র বিদ্যা, ধন, নির্মল সুখ এবং অনন্ত কীর্তি প্রদান করেন॥ ৬ ॥ (শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য রচিত)

১৯—মীনাক্ষীপঞ্চরত্নম্

উদ্যদ্ভানুসহস্রকোটিসদৃশাং কেয়ূরহারোজ্জ্বলাং
বিম্বোষ্ঠীং স্মিতদন্তপঙ্ক্তিরুচিরাং পীতাম্বরালঙ্কৃতাম্।
বিষ্ণুব্রহ্মসুরেন্দ্রসেবিতপদাং তত্ত্বস্বরূপাং শিবাং
মীনাক্ষীং প্রণতোঽস্মি সন্ততমহং কারুণ্যবারাংনিধিম্॥ ১ ॥
মুক্তাহারলসৎকিরীটরুচিরাং পূর্ণেন্দুবক্ত্রপ্রভাং
শিঞ্জন্নূপুরকিঙ্কিণীমণিধরাং পদ্মপ্রভাভাসুরাম্।
সর্বাভীষ্টফলপ্রদাং গিরিসুতাং বাণীরমাসেবিতাম্। মীনাক্ষীং. ॥ ২ ॥
শ্রীবিদ্যাং শিববামভাগনিলয়াং হ্রীঙ্কারমন্ত্রোজ্জ্বলাং
শ্রীচক্রাঙ্কিতবিন্দুমধ্যবসতিং শ্রীমৎসভানায়িকাম্।
শ্রীমৎষণ্মুখবিঘ্নরাজজননীং শ্রীমজ্জগন্মোহিনীং। মীনাক্ষীং.॥ ৩ ॥

যিনি সহস্রকোটি উদিত সূর্যের ন্যায় আভাসম্পন্না, কেয়ূর এবং অলংকারাদি ভূষণদ্বারা দেদীপ্যমানা, বিম্বফলের ন্যায় যাঁর রক্তিম ওষ্ঠযুগল, মধুর ঈষৎ হাস্যময় দন্তরাজিতে যাঁকে অতি মনোহর দেখায়, যিনি পীতাম্বর-পরিহিতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি দেবগণ সেবিতা, চরণসমৃদ্ধ সেই তত্ত্বস্বরূপিণী কল্যাণকারিণী করুণাবরুণালয়া (করুণাসাগররূপা) শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে আমি নিত্য বন্দনা করি॥ ১ ॥ যিনি মুক্তামালাশোভিত মুকুট ধারণ করায় অতীব মনোহর রূপে দৃশ্যমানা, যাঁর মুখশোভা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, যিনি ঝংকারসমৃদ্ধ নূপুর, কিঙ্কিণী এবং নানা মণিরত্ন ধারণ করে পদ্মের ন্যায় উদ্ভাসিতা, সকলের অভীষ্ট ফলপ্রদানকারিণী, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি দ্বারা সেবিতা, সেই গিরিরাজনন্দিনী করুণাবরুণালয়া শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে আমি নিত্য বন্দনা করি॥ ২ ॥ যিনি শ্রীবিদ্যা, ভগবান শঙ্করের বামভাগে বিরাজমানা, 'হ্রীং' বীজমন্ত্রে সুশোভিতা, শ্রীচক্রাঙ্কিত বিন্দুমধ্যে নিবাস করেন, দেবসভার অধিনেত্রী, সেই কার্তিকেয় এবং গণেশের মাতা

শ্রীমৎসুন্দরনায়িকাং ভয়হরাং জ্ঞানপ্রদাং নির্মলাং
শ্যামাভাং কমলাসনার্চিতপদাং নারায়ণস্যানুজাম্।
বীণাবেণুমৃদঙ্গবাদ্যরসিকাং নানাবিধামম্বিকাং। মীনাক্ষীং.॥ ৪ ॥
নানাযোগিমুনীন্দ্রহৃৎ সুবসতিং নানার্থসিদ্ধিপ্রদাং
নানাপুষ্পবিরাজিতাঙ্ঘ্রিযুগলাং নারায়ণেনার্চিতাম্।
নাদব্রহ্মময়ীং পরাৎ পরতরাং নানার্থতত্ত্বাত্মিকাং। মীনাক্ষীং.॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং মীনাক্ষীপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্।

২০—দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং

জগন্মোহিনী করুণাবরুণালয়া শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে আমি নিত্য নিরন্তর বন্দনা করি॥ ৩ ॥ যিনি ঐশ্বর্যময়ী সুন্দরীপ্রধানা, ভয়হারিণী, জ্ঞানপ্রদায়িনী, নির্মলা, শ্যামলা, কমলাসন শ্রীব্রহ্মা যাঁর চরণবন্দনা করেন এবং শ্রীনারায়ণের (কৃষ্ণচন্দ্রের) যিনি অনুজা ; বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ বাদ্যরসিকা, সেই বিচিত্র লীলাবিহারিণী করুণাবরুণালয়া শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে আমি নিত্য বন্দনা করি॥ ৪ ॥ যিনি বহু মুনি ও যোগীর হৃদয়ে নিবাস করেন এবং নানাপদার্থ প্রাপ্ত করিয়ে থাকেন, যাঁর চরণকমলদ্বয় বিবিধপুষ্পে সুশোভিতা, যিনি নারায়ণের পূজিতা, নাদব্রহ্মময়ী, শ্রেষ্ঠ হতেও অতিশ্রেষ্ঠা, নানা পদার্থের তত্ত্বস্বরূপা, সেই করুণাবরুণালয়া শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে আমি নিত্য বন্দনা করি॥ ৫ ॥ (শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্॥ ১ ॥
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ২ ॥
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ৩ ॥
জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ৪ ॥

বিলাপ—এসব আমি কিছুই জানিনা ; আমি শুধু জানি সর্বপ্রকার ক্লেশ অপহরণকারী তোমাকে অনুসরণ করে চলতে॥ ১ ॥ সকলের উদ্ধারকর্ত্রী হে করুণাময়ী মাতা ! তোমার পূজাবিধি না জানায়, অর্থের অভাবে, আলস্যে এবং পূজাবিধি ঠিকমতো না করতে পারায়, তোমার চরণ সেবায় যেসব ভুল ত্রুটি হয়েছে, তা ক্ষমা করো ; কারণ পুত্র কুপুত্র হলেও মাতা কখনও কুমাতা হন না॥ ২ ॥ মা। এই পৃথিবীতে তোমার অনেক সরল স্বভাবযুক্ত সন্তান আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অস্থির চিত্ত হয়ত শুধুই আমি, তবুও হে শিবে ! আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয় ; কারণ পুত্র কুপুত্র হলেও মাতা কখনও কুমাতা হন না॥ ৩ ॥ হে জগদম্বে ! হে মাতঃ ! আমি তোমার চরণ বন্দনা করিনি বা তোমার জন্য প্রচুর অর্থও সমর্পণ করিনি ; তা সত্ত্বেও তুমি যে আমার ওপর এই অনুপম দয়া ও স্নেহ রাখ তাতে প্রমাণিত হয় যে, কুপুত্র হলেও মাতা কখনও কুমাতা হন না॥ ৪ ॥ হে গণেশজননী ! আমি এই পঁচাশী

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং চেন্মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্॥ ৫ ॥
শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ॥ ৬ ॥
চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটী ফলমিদম্॥ ৭ ॥
ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ভববিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।

বছরের বেশী বয়স পর্যন্ত নানাপ্রকার বিধিনিয়ম দ্বারা অনেক দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করেছি, এখন হতাশ হয়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি, এখন যদি তোমার কৃপা না পাই তাহলে নিরাধার হয়ে কার শরণ গ্রহণ করব ? ॥ ৫ ॥ হে মাতা অপর্ণে ! তোমার মন্ত্র কানে শুনলেই চণ্ডালও যদি সুমিষ্ট বাণীর অধিকারী হয়ে সুমহান বক্তা হয়ে উঠতে পারে এবং মহাদরিদ্রব্যক্তিও যদি কোটিপতি হয়ে চিরকালের জন্য নির্ভয়ে বসবাস করতে সক্ষম হন, তাহলে সেই মন্ত্র জপ করলে সেই জপের ফলের পরিমাপ কে করতে পারে ? ॥ ৬ ॥ যিনি চিতা-ভস্ম গায়ে মেখেছেন, বিষ পান করেন, উলঙ্গ হয়ে থাকেন, জটাজূট সমন্বিত হয়ে গলে সর্পমালা ও হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পশুপতি ও ভূত-প্রেতাদির অধীশ্বর হয়ে আছেন, সেই শিব মহাদেব জগদীশ্বর নামে যে অভিহিত হন, তা হে ভবানি ! তোমাকে বিবাহ করারই ফল॥ ৭ ॥ হে চন্দ্রমুখী

অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ॥ ৮ ॥
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব॥ ৯ ॥
আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্তা জননীং স্মরন্তি॥ ১০ ॥
জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরম্পরাবৃতং ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্॥ ১১ ॥

মাতা ! আমার মোক্ষপ্রাপ্তির কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, জাগতিক বৈভবেরও কোন লালসা নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা সুখেরও কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, তোমার কাছে শুধু এটুকু প্রার্থনা করি যেন আমি সারাজীবন মৃড়ানী, রুদ্রাণী, শিব-শিব, ভবানী ইত্যাদি নাম জপ করেই কাটিয়ে দিই॥ ৮ ॥ হে শ্যামা ! আমি নানা উপচারে তোমার পূজা করতে পারিনি (শুধু তাই নয়) অনিষ্ট চিন্তায় রত থেকে আমি কী না করেছি ? (অর্থাৎ অনেক খারাপ কাজ করেছি) তা সত্ত্বেও যদি তুমি এই অনাথের ওপর যৎকিঞ্চিৎ দয়া কর, তা তোমার পক্ষে সঠিক কাজই হবে, কারণ তুমি যে আমার মা ! ॥ ৯ ॥ হে দুর্গে ! হে দয়াসাগর মহেশ্বরী ! আমি যখন বিপদে পড়ি তখন তোমাকেই স্মরণ করি, একে যেন আমার কৃতঘ্নতা বলে মনে কোর না, কেননা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সন্তান তো তার মাকেই স্মরণ করে থাকে॥ ১০ ॥ হে জগজ্জননী ! আমার ওপর যে তোমার পূর্ণ কৃপা থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে ? কেননা নানা অপরাধে অপরাধী পুত্রকেও মা কখনও উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করেন

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্

———•———

২১—ভবান্যষ্টকম্

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ১ ॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং। গতিস্ত্বং.॥ ২ ॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।

না॥ ১১ ॥ হে মহাদেবী ! আমার মত পাপী কেউ নেই আর তোমার মত পাপহারিণীও কেউ নেই, এই কথা জেনে যা করা উচিত বলে মনে কর, তাই করো॥ ১২ ॥ (শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

———•———

হে ভবানি ! পিতা, মাতা, ভাই, দাতা, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, স্বামী, স্ত্রী, বিদ্যা এবং পেশা—এগুলির কোনোটিই আমার নয়, হে দেবি ! তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার গতি॥ ১ ॥ আমি অপার ভবসাগরে পড়ে আছি, মহাভয়ে ভীত, কামনা, লালসায় জড়িত থেকে ঘৃণ্য এই জগৎ সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছি, হে ভবানি ! তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার গতি॥ ২ ॥ হে দেবি ! আমি দান করতেও জানি না বা ধ্যানের পথও আমার জানা নেই, তন্ত্র

ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগম্। গতিস্ত্বং. ॥ ৩ ॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং.॥ ৪ ॥
কুকর্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহম্। গতিস্ত্বং.॥ ৫ ॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যৎ সদাহং শরণ্যে। গতিস্ত্বং.॥ ৬ ॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি। গতিস্ত্বং.॥ ৭ ॥

এবং স্তোত্র-মন্ত্র সম্পর্কেও আমার কোন জ্ঞান নেই, পূজা-বিধি সম্বন্ধে ও ন্যাসযোগবিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ, এখন তুমিই আমার একমাত্র গতি, তুমিই আমার গতি॥ ৩ ॥ আমি পুণ্যও জানি না, তীর্থও জানিনা, মুক্তি কাকে বলে আর লয় কি তাও জানিনা। হে মাতঃ ! ভক্তি এবং ব্রতও আমার জানা নেই, হে ভবানি ! এখন তুমিই আমার একমাত্র গতি॥ ৪ ॥ আমি কুকর্মকারী, কুসঙ্গে বসবাসকারী, দুর্বুদ্ধি, দুষ্টের দাস, কুলোচিত সদাচারত্যাগী, দুরাচারপরায়ণ, কুদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সর্বদা কুবাক্য উচ্চারণে পটু, হে ভবানি ! আমার ন্যায় অধমের তুমিই একমাত্র গতি॥ ৫ ॥ আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র বা অন্য কোন দেবতাকে জানি না, হে শরণদানকারী ভবানি ! তুমিই আমার একমাত্র গতি॥ ৬ ॥ হে শরণ্যে ! তুমি বিবাদে, বিষাদে, প্রমাদে, বিদেশে, জলে, অনলে, পর্বতে-জঙ্গলে ও শত্রুমধ্যে সর্বদাই আমার রক্ষা করো, হে ভবানি ! একমাত্র তুমিই আমার গতি॥ ৭ ॥ হে ভবানি ! আমি

অনাথো দরিদ্রো জরোরোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং। গতিস্ত্বং॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং ভবান্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

২২—আনন্দলহরী

ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ
প্রজানামীশানস্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ॥ ১ ॥
ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ

সর্বদা অনাথ, দরিদ্র, জরাজীর্ণ, রোগগ্রস্ত, দুর্বল, দীন, মূক, বিপদগ্রস্ত ও নষ্ট-ভ্রষ্ট এখন তুমিই আমার একমাত্র গতি॥ ৮ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

হে ভবানি! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্মুখেও তোমার স্তুতি করে উঠতে পারেন না; ত্রিপুরারি মহাদেব পঞ্চমুখেও তোমার স্তব করতে সক্ষম হন না, কার্তিকেয় তার ছয়টি মুখ থাকা সত্ত্বেও স্তুতি করতে অসমর্থ, এই গোণা-গুণতি মুখের কথা ছাড়াও শেষ (অনন্ত) নাগ তার সহস্র মুখেও তোমার নামগুণগান শেষ করতে পারেন না, এঁদেরই যখন এই দশা তখন অন্য কেউ আর কিভাবে তোমার স্তুতি করতে সক্ষম? ॥১ ॥ ঘি, দুধ, দ্রাক্ষা, মধু

কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে॥ ২ ॥
মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী
ভজামি ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্॥ ৩ ॥
বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী
নদদ্বীণানাদশ্রবণবিলসৎ কুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গীরুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্বিজয়তে॥ ৪ ॥
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গীকৃতশিবা।
তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা
মামাপর্ণা পূর্ণা নিরবধিসুখৈরস্তু সুমুখী॥ ৫ ॥

ইত্যাদির মধুরতা কোনো শব্দের সাহায্যে যেমন বিশেষভাবে জানানো সম্ভব নয়, তা কেবল রসনাই (জিভই) জানতে সক্ষম। এইরূপ তোমার সৌন্দর্য শুধু মহাদেবের চক্ষুগম্য, তাকে আমি কেমন করে বর্ণনা করব ? হে দেবি ! সমস্ত বেদও তোমার গুণ বর্ণনা করতে পারে না॥ ২ ॥ তোমার মুখে তাম্বূল, নয়নে কাজলের রেখা, ললাটে কেশরের টিপ, কণ্ঠে মুক্তামালা সুশোভিত, কটিতে সুন্দর শাড়ী, উপরিভাগে রত্নখচিত মেখলা, এইরূপ বেশ-ভূষায় সজ্জিত গিরিরাজ হিমালয়ের গৌরবর্ণা কন্যাকে আমি সর্বদা ভজনা করি॥ ৩ ॥ যেখানে পারিজাত ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে, সেই স্তনযুগলসমীপে কুণ্ডল-সুশোভিত কর্ণে যিনি বীণার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করেন, যিনি সামনে ঝুঁকে আছেন, হস্তিনীর ন্যায় যাঁর মৃদু-মন্দ চলন, যাঁর নয়ন-যুগল কমলের ন্যায় সুন্দর ও চঞ্চল, সেই শম্ভুর সতী-সাধ্বী ভার্যা ভগবতী উমা সর্বত্র বিজয়লাভ করে থাকেন॥ ৪ ॥ যাঁর অঙ্গ নবোদিত সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান মণি এবং

হিমাদ্রেঃ সংভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতা চালকভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচফলনতা সূক্তিসরসা
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা॥ ৬ ॥
সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎপরিবৃতঃ
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্॥ ৭ ॥
বিধাত্রী ধর্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রিকমলে।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে

স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত, যাঁর নয়ন হরিণের ন্যায় বিশাল ও সুন্দর, যিনি শিবকে পতিরূপে বরণ করেছেন, যাঁর অঙ্গে বিদ্যুতের মতো পীতপ্রভা এবং পীতবর্ণের বস্ত্রের প্রভায় যা আরও সুন্দর দেখায়, চরণে নূপুর সুশোভিত, সেই আনন্দপূর্ণ ভগবতী অপর্ণা আমার ওপর প্রসন্ন হোন॥ ৫ ॥ সর্বরোগহরণকারী এক চলন্ত চিদানন্দময়ী লতা (উমা) শোভিতা যা হিমালয়ে উৎপন্ন হয়েছে, সুন্দর হস্তযুগল যাঁর পল্লব, কণ্ঠে মুক্তাহার যাঁর ফুল, কৃষ্ণ-কেশরাশি যেন ভ্রমরের ন্যায় তাঁকে ঢেকে রেখেছে, স্থাণু (শঙ্কর) তাঁর আবাসস্থল, স্তনরূপ ফলভারে তিনি আনত হয়ে আছেন এবং উত্তম বাণীরূপ রসে ভরে আছেন॥ ৬ ॥ সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিই এই গুণযুক্ত সপর্ণা (পাতাসমৃদ্ধ) লতাকে সাদরে যত্ন করে থাকে, কিন্তু আমার মতে এই জগতে সকলেরই একমাত্র অপর্ণার (পার্বতীর অর্থাৎ পাতাহীন লতার)ই যত্ন করা উচিত, যাতে আবৃত হয়ে পুরাতন স্থাণুই (শিবই) কৈবল্যরূপ (মোক্ষ) ফল দিয়ে থাকেন॥ ৭ ॥ একমাত্র তুমিই সর্বধর্ম সৃষ্টিকারিণী এবং সর্ব আগমের জন্মদানকারিণী। হে দেবি ! কুবেরও তোমার চরণ বন্দনা করে, তুমিই সকল

সতাং মুক্তেবীর্জং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী॥ ৮ ॥
প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে
ভৃশং শঙ্কে কৈর্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ॥ ৯ ॥
কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে।
ন চেদিষ্টং দদ্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ॥ ১০ ॥
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে
নিধায়ান্যন্নৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুমে।
তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং

বৈভবের মূল ! হে কামদেববিজয়িনী মা ! কামনার আদি কারণও তুমি। তুমি পরব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরের পাটরাণী (প্রধান মহিষী)। সুতরাং তুমিই সাধু-সন্তদের মোক্ষের বীজস্বরূপ॥ ৮ ॥ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, তাই যদিও আমি তোমার ওপর তত ভক্তি রাখতে পারি না, তাহলেও তুমি দেবী, আমার ওপর অতি অবশ্যই দয়াদৃষ্টি রেখো। চাতকপাখী ভাল না বাসলেও মেঘ তো তার ওপর মিষ্ট জল বর্ষণ করে ! আমার এই চিন্তা যে, কোন্ কোন্ বিধি পালন করলে আমি তোমার অনুগামী হতে পারি, তোমার দিকে অগ্রসর হতে পারি ॥ ৯ ॥ হে সাধুচরিত্রস্বরূপা মা ! তুমি শীঘ্র তোমার কৃপাকটাক্ষে আমাকে অবলোকন কর। আমি তোমার শরণরূপ দীক্ষা গ্রহণ করেছি, এখন আর আমাকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। কল্পলতা যদি (সময়-অসময়ে) অভীষ্ট পূরণ করতে সক্ষম না হয়, তবে অন্য সাধারণ লতার সঙ্গে তার কীসের পার্থক্য ? ॥ ১০ ॥ হে গণেশজননী মা উমা ! তোমার যুগল চরণে বিশ্বাস রেখে আমি কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিনি, তাতেও যদি তুমি আমার ওপর সদয় না হও, তাহলে আমি আর কার শরণ নেব ? ॥ ১১ ॥

নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্॥ ১১ ॥
অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হেমপদবীং
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্মম যদি
ত্বয়ি প্রেম্ণাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্॥ ১২ ॥
ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভে ন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্ত্বদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তৎ॥ ১৩ ॥
স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়ভিত্তিপ্রতিফল-
ত্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরকলাসৌধশিখরম্।
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি॥ ১৪ ॥

লোহাকে যেমন পরশপাথর দিয়ে স্পর্শ করলেই তা সোনা হয়ে ওঠে এবং নর্দমার জল গঙ্গায় পড়লেই তা পবিত্র হয়ে যায়, তেমনই বিভিন্ন পাপে মলিন হওয়া আমার হৃদয় যদি তোমার প্রেমে আসক্ত হয়, তবে তা কোন নির্মল হয়ে উঠবে না ? ॥ ১২ ॥ হে ঈশানি ! তুমি ব্যতীত অন্য কোন দেবতা হতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নেই। সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্রহ্মাদি দেবগণ জানাচ্ছেন যে, তুমিই মানুষকে তাদের আকাঙ্ক্ষার অধিক বস্তু দিতে সক্ষম। এখন আমার মন দিন রাত তোমাতেই মগ্ন থাকে, এবার তুমি যা ভাল মনে কর, তাই করো॥ ১৩ ॥ হে ত্রিভুবনমহারাজ শিবভার্যা শিবা ! যেখানে নানাপ্রকার রত্ন এবং স্ফটিকমণির দেওয়ালে তোমার আকার প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, যার অট্টালিকার শিখরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে চন্দ্রের কলা, বিষ্ণু-ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁকে ঘিরে দণ্ডায়মান থাকেন, সেই তোমার রমণীয় ভবন জয়যুক্ত হোক ॥ ১৪ ॥ হে গিরিরাজনন্দিনী ! কৈলাসে তোমার নিবাস, ব্রহ্মা

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা॥ ১৫ ॥
বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈবং স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা॥ ১৬ ॥
অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ।
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া
ভবত্যাঃ সংগত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে॥ ১৭ ॥
ত্বদীয়ং সৌন্দর্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া
ভিয়েবাসীদ্গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে।
তদেতস্যাস্তস্মাদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া

ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার স্তুতি করে থাকেন, সমগ্র ত্রিভুবন তোমার পরিজন, অষ্টসিদ্ধি তোমার সামনে জোড় হস্তে দণ্ডায়মান থাকে, মহেশ্বর তোমার প্রাণেশ্বর। তোমার সৌভাগ্যের যৎকিঞ্চিৎ তুলনা করাও সম্ভব নয়॥ ১৫ ॥ হে জননী ! বৃদ্ধ বৃষই মদনারি শিবের বাহন, বিষ হল তাঁর আহার, দিকসমূহ তাঁর বস্ত্র, শ্মশান তাঁর রঙ্গভূমি, সাপ তাঁর দেহের অলংকার, তাঁর এই সব সামগ্রী জগতে প্রসিদ্ধ ; এতৎসত্ত্বেও তাঁর যে ঐশ্বর্য, সেসব তোমার সৌভাগ্যেরই মহিমা॥ ১৬ ॥ হে কল্যাণি ! যাঁর বুদ্ধি স্বভাবতঃ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় কার্যে রত , যিনি অঙ্গে ভস্মধারণ করে শ্মশানে বসবাস করেন, (এরূপ নিষ্ঠুর স্বভাবসম্পন্ন) পশুপতি যিনি সমস্ত ভুবনকে দয়া করে কণ্ঠে হলাহল বিষ ধারণ করেছেন, এটি আমি আপনার সৎসঙ্গের ফল বলেই মনে করি॥ ১৭ ॥ হে শৈলনন্দিনি ! আপনার এই সর্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্য দেখে

প্রতিষ্ঠামাতন্বন্নিজশিরসিবাসেন গিরিশঃ॥ ১৮ ॥
বিশালশ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণঘুসৃণ-
প্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গসলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংশূন্নিজকরৈঃ
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাম্॥ ১৯ ॥
বসন্তে সানন্দে কুসুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে
স্ফুরন্নানাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে
স্মরেদ্ যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিতপীড়াপসরতি॥ ২০ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতা আনন্দলহরী সম্পূর্ণা।

২৩—শ্রীভগবতীস্তোত্রম্

জয় ভগবতি দেবি নমো বরদে, জয় পাপবিনাশিনি বহুফলদে।

গঙ্গাদেবী ভীত হয়ে জলময় শরীর ধারণ করেছেন, ফলে ভগবান শঙ্কর তাঁর দীন মলিন মুখ দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে নিজ মস্তকে ধারণ করে তাঁর মহিমা বৃদ্ধি করেছেন॥ ১৮ ॥ হে ভগবতি ! যাতে চন্দন রস, কস্তূরী এবং কেশরের ফুল মিলিত হয়, তোমার সেই অনুলেপন হয়ে থাকা জল এবং তোমার চরণধূলি, এইগুলি মিশ্রিত করেই ব্রহ্মা স্বর্গের কমলনয়না অপ্সরা সৃষ্টি করে থাকেন॥ ১৯ ॥ হে দেবি ! বসন্ত ঋতুতে পুষ্পিত লতা দ্বারা সজ্জিতা, নানাফুলে সুশোভিতা, মৃদুমন্দ বাতাসে সরোবরের জল আন্দোলিত হচ্ছে, এরূপ হংস দ্বারা অলংকৃতা সরোবরে, সখীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত তোমাকে যে মানুষ ধ্যান করে, তার সকল রোগব্যাধি দূর হয়ে যায়॥ ২০ ॥
(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

হে বরদাদায়িনী দেবি ! হে ভগবতি ! তোমার জয় হোক। হে পাপনাশিনী

জয় শুম্ভনিশুম্ভকপালধরে, প্রণমামি তু দেবি নরার্তিহরে॥ ১ ॥
জয় চন্দ্রদিবাকরনেত্রধরে, জয় পাবকভূষিতবক্ত্রবরে।
জয় ভৈরবদেহনিলীনপরে, জয় অন্ধকদৈত্যবিশোষকরে॥ ২ ॥
জয় মহিষবিমর্দিনি শূলকরে, জয় লোকসমস্তকপাপহরে।
জয় দেবি পিতামহবিষ্ণুনতে, জয় ভাস্করশক্রশিরোঽবনতে॥ ৩ ॥
জয় ষণ্মুখসায়ুধঈশনুতে, জয় সাগরগামিনি শম্ভুনুতে।
জয় দুঃখদরিদ্রবিনাশকরে, জয় পুত্রকলত্রবিবৃদ্ধিকরে॥ ৪ ॥
জয় দেবি সমস্তশরীরধরে, জয় নাকবিদর্শিনি দুঃখহরে।
জয় ব্যাধিবিনাশিনি মোক্ষকরে, জয় বাঞ্ছিতদায়িনি সিদ্ধিবরে॥ ৫ ॥

দেবি ! হে অনন্ত ফলপ্রদায়িনী দেবি তোমার জয় হোক ! হে শুম্ভ-নিশুম্ভ মুণ্ডধারণকারিণী দেবি ! তোমার জয় হোক ! হে মানবপীড়াহারিণী দেবি ! আমি তোমায় প্রণাম করি॥ ১ ॥ হে সূর্যচন্দ্ররূপ নয়নধারিণী, তোমার জয় হোক ! হে অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান মুখমণ্ডলশোভিতা দেবি ! তোমার জয় হোক ! হে ভৈরবদেহে লীনা এবং অন্ধকাসুরশোষণকারিণী দেবি ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ২ ॥ হে মহিষাসুরমর্দনকারিণী, শূলধারিণী, সকল মানবের পাপহারিণী ভগবতি ! তোমার জয় হোক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য ও ইন্দ্রের দ্বারা নমস্কৃত হে দেবি ! তোমার জয় হোক ॥ ৩ ॥ সশস্ত্র শঙ্কর ও কার্তিকেয়বন্দিতা হে দেবি । তোমার জয় হোক ! শিবপ্রশংসিত ও সাগরে মিলনোন্মুখ গঙ্গারূপিণী দেবি ! তোমার জয় হোক ! দুঃখ ও দারিদ্র্যনাশকারিণী এবং পুত্র-কলত্র বৃদ্ধিকারিণী হে দেবি ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ৪ ॥ হে দেবি ! তোমার জয় হোক। তুমি সমস্ত শরীর ধারণকারিণী, স্বর্গলোক দর্শনকারিণী এবং দুঃখহারিণী। হে ব্যাধিনাশিনী দেবি ! তোমার জয় হোক ! মোক্ষ তোমার করতলগত, হে মনোবাঞ্ছাপূরণকারিণী, অষ্টসিদ্ধিসম্পন্না দেবি ! তোমার জয় হোক॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে থেকে পবিত্রভাবে

এতদ্‌ব্যাসকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নিয়তঃ শুচিঃ।
গৃহে বা শুদ্ধভাবেন প্রীতা ভগবতী সদা॥ ৬ ॥

ইতি ব্যাসকৃতং শ্রীভগবতীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

২৪—মহালক্ষ্ম্যষ্টকম্

ইন্দ্র উবাচ

নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে।
শঙ্খচক্রগদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ১ ॥
নমস্তে গরুড়ারূঢ়ে কোলাসুরভয়ঙ্করি।
সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ২ ॥
সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্বদুষ্টভয়ঙ্করি।
সর্বদুঃখহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ৩ ॥
সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি।
মন্ত্রপূতে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ৪ ॥

নিয়ম মেনে এই ব্যাসদেবকৃত স্তোত্র পাঠ করে অথবা শুদ্ধ ভাব নিয়ে ঘরে বসেই পাঠ করে, ভগবতী সদা সর্বদা তার ওপর প্রসন্ন থাকেন॥ ৬ ॥

(শ্রীব্যাসদেব রচিত)

ইন্দ্র বলেন—শ্রীপীঠে অবস্থিত এবং দেবগণের পূজ্য হে মহামায়া। তোমাকে নমস্কার। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণকারিণী হে মহালক্ষ্মি ! তোমাকে প্রণাম॥ ১ ॥ গরুড়ে আসীন হয়ে কোলাসুরকে ভীত সন্ত্রস্তকারিণী এবং সকল পাপহরণকারিণী হে ভগবতি মহালক্ষ্মি ! তোমাকে প্রণাম॥ ২ ॥ সর্ববিষয়-অবহিতা, সকলের বরদায়িনী, সকল দুষ্টকে ভয়প্রদায়িনী এবং সকলের দুঃখহরণকারিণী, হে দেবি মহালক্ষ্মি ! তোমাকে নমস্কার॥ ৩ ॥ সিদ্ধি, বুদ্ধি, ভোগ ও মোক্ষ প্রদানকারিণী, হে মন্ত্রপূতা ভগবতি মহালক্ষ্মি ! তোমাকে সর্বদা

আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্যশক্তিমহেশ্বরি।
যোগজে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ৫ ॥
স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তিমহোদরে।
মহাপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ৬ ॥
পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি।
পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ৭ ॥
শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালঙ্কারভূষিতে।
জগৎস্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥ ৮ ॥
মহালক্ষ্ম্যষ্টকং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিমান্নরঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি সর্বদা॥ ৯ ॥
এককালে পঠেন্নিত্যং মহাপাপবিনাশনম্।
দ্বিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং ধনধান্যসমন্বিতঃ॥ ১০ ॥

প্রণাম॥ ৪ ॥ হে দেবি ! হে অনাদি অনন্ত আদিশক্তি ! হে মহেশ্বরি ! হে যোগমাধ্যমে প্রকটিতা ভগবতি মহালক্ষ্মি। তোমাকে নমস্কার॥ ৫ ॥ হে দেবি ! তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম এবং মহারৌদ্ররূপিণী, মহাশক্তি, মহোদরা এবং মহা-পাপসমূহের বিনাশকারিণী। হে দেবি মহালক্ষ্মি ! তোমাকে নমস্কার॥ ৬ ॥ হে কমলাসনে বিরাজমানা পরব্রহ্মস্বরূপিণী দেবি ! হে পরমেশ্বরি! হে জগদম্বে ! হে মহালক্ষ্মি ! তোমাকে আমার প্রণাম॥ ৭ ॥ হে দেবি ! তুমি শ্বেতবস্ত্রধারিণী ও নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্তা এবং অখিল লোকের জন্মদাত্রী। হে মহালক্ষ্মি ! তোমাকে প্রণাম॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই মহালক্ষ্ম্যষ্টক স্তোত্রপাঠ করেন, তিনি সকল সিদ্ধি এবং রাজবৈভব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন॥ ৯ ॥ যিনি প্রতিদিন একই সময়ে এটি পাঠ করেন, তাঁর মহাপাপও নাশ হয়। যিনি প্রতিদিন দুবার পাঠ করেন, তিনি ধন-

ত্রিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং মহাশত্রুবিনাশনম্।
মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং প্রসন্না বরদা শুভা॥ ১১ ॥

ইতীন্দ্রকৃতং মহালক্ষ্ম্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

২৫—শ্রীসরস্বতীস্তোত্রম্

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥ ১ ॥
আশাসু রাশীভবদঙ্গবল্লীভাসৈব দাসী কৃতদুগ্ধসিন্ধুম্।
মন্দস্মিতৈর্নিন্দিতশারদেন্দুং বন্দেঽরবিন্দাসনসুন্দরি ত্বাম্॥ ২ ॥
শারদা শারদাম্ভোজবদনা বদনাম্বুজে।
সর্বদা সর্বদাস্মাকং সন্নিধিং সন্নিধিং ক্রিয়াৎ॥ ৩ ॥

ধান্য সম্পন্ন হন॥ ১০ ॥ যিনি প্রতিদিন তিনবার পাঠ করেন, তাঁর মহাশত্রু নাশ হয় এবং তাঁর ওপর কল্যাণকারিণী, বরদায়িনী, মহালক্ষ্মী সর্বদা প্রসন্ন থাকেন॥ ১১ ॥ (ইন্দ্রকৃত মহালক্ষ্মীস্তোত্র)

—— • ——

যিনি কুন্দফুল, চন্দ্র এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণা, যিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করেন, যাঁর হস্ত বীণায় উত্তম সুশোভিত, যিনি শ্বেতকমলাসনে উপবেশন করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি দেবগণ যাঁর সর্বদা স্তুতি করেন এবং যিনি সর্বপ্রকার জড়তা হরণ করেন, সেই ভগবতী সরস্বতী আমাকে পালন করুন॥ ১ ॥ হে কমলাসনা সুন্দরী সরস্বতি ! তুমি সর্বদিকে পুঞ্জীভূত তোমার দেহের আভায় ক্ষীরসমুদ্রকে সেবক প্রতিপন্ন কর এবং মৃদুহাস্যে শরৎঋতুর চাঁদকেও পরাজিত কর, তোমাকে আমি প্রণাম করি॥ ২ ॥ শরতে প্রস্ফুটিত

সরস্বতীং চ তাং নৌমি বাগধিষ্ঠাতৃদেবতাম্।
দেবত্বং প্রতিপদ্যন্তে যদনুগ্রহতো জনাঃ॥ ৪ ॥
পাতু নো নিকষগ্রাবা মতিহেম্নঃ সরস্বতী।
প্রাজ্ঞেতরপরিচ্ছেদং বচসৈব করোতি যা॥ ৫ ॥
শুক্লাং ব্রহ্মবিচারসারপরমামাদ্যাং জগদ্ব্যাপিনীং
বীণাপুস্তকধারিণীমভয়দাং জাড্যান্ধকারাপহাম্।
হস্তে স্ফাটিকমালিকাং চ দধতীং পদ্মাসনে সংস্থিতাং
বন্দে তাং পরমেশ্বরীং ভগবতীং বুদ্ধিপ্রদাং শারদাম্॥ ৬ ॥
বীণাধরে বিপুলমঙ্গলদানশীলে
ভক্তার্তিনাশিনি বিরঞ্চিহরীশবন্দ্যে।
কীর্তিপ্রদেঽখিলমনোরথদে মহার্হে
বিদ্যাপ্রদায়িনি সরস্বতি নৌমি নিত্যম্॥ ৭ ॥
শ্বেতাব্জপূর্ণবিমলাসনসংস্থিতে হে

কমলের ন্যায় মুখসম্পন্না, সর্বদাত্রী অর্থাৎ সকলের মনোবাসনা পূর্ণকারিণী শারদা সকল ঐশ্বর্যসহকারে সর্বদা আমার মুখরূপ কমলে যেন নিবাস করেন॥ ৩ ॥ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করি, যাঁর কৃপায় মানুষেরা দেবতা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়॥ ৪ ॥ বুদ্ধিরূপী সোনা পরীক্ষার জন্য কষ্টিপাথররূপী দেবী সরস্বতী তাঁর বাক্যের সাহায্যেই বিদ্বান ও মূর্খের পরীক্ষা করেন ও আমাদের পালন করে থাকেন॥ ৫ ॥ যিনি শ্বেতবর্ণা, ব্রহ্মবিচারের পরম তত্ত্ব, যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, হস্তে বীণা ও পুস্তক ধারণ করে আছেন, অভয় দান করেন, মূর্খতারূপ অন্ধকার দূর করেন, হাতে স্ফটিক মালা ধারণ করেছেন, কমলাসনা, বুদ্ধিপ্রদায়িনী, সেই আদ্যা পরমেশ্বরী ভগবতী সরস্বতীর বন্দনা করি॥ ৬ ॥ হে বীণাধারণকারিণী, অপার মঙ্গলকারিণী, ভক্তের দুঃখহরণ-কারিণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কর্তৃক বন্দিতা, কীর্তি ও মনোরথ প্রদায়িনী, পূজ্যবরা ও বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতি ! তোমায় নিত্য প্রণাম করি॥ ৭ ॥ শ্বেত কমলপূর্ণ নির্মল আসনে বিরাজমানা হে দেবি ! শ্বেত

শ্বেতাম্বরাবৃতমনোহরমঞ্জুগাত্রে।
উদ্যন্মনোজ্ঞসিতপঙ্কজমঞ্জুলাস্যে
বিদ্যাপ্রদায়িনি সরস্বতি নৌমি নিত্যম্॥ ৮ ॥
মাতস্ত্বদীয়পদপঙ্কজভক্তিযুক্তা
যে ত্বাং ভজন্তি নিখিলানপরান্বিহায়।
তে নির্জরত্বমিহ যান্তি কলেবরেণ
ভূবহ্নিবায়ুগগনাম্বুবিনির্মিতেন ॥ ৯ ॥
মোহান্ধকারভরিতে হৃদয়ে মদীয়ে
মাতঃ সদৈব কুরু বাসমুদারভাবে।
স্বীয়াখিলাবয়বনির্মলসুপ্রভাভিঃ
শীঘ্রং বিনাশয় মনোগতমন্ধকারম্ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মা জগৎ সৃজতি পালয়তীন্দিরেশঃ
শম্ভুর্বিনাশয়তি দেবি তব প্রভাবৈঃ।
ন স্যাৎ কৃপা যদি তব প্রকটপ্রভাবে
ন স্যুঃ কথঞ্চিদপি তে নিজকার্যদক্ষাঃ॥ ১১ ॥

বস্ত্রাবৃতা সুন্দর দেহধারিণী, প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্মের ন্যায় মুখসম্পন্না এবং বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতি ! তোমায় নিত্য প্রণাম॥ ৮ ॥ হে মাতঃ ! যে ব্যক্তিগণ তোমার চরণকমলে ভক্তি রেখে অন্য সমস্ত দেবতাকে ছেড়ে তোমাকেই ভজনা করে, তাহারা পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জল—এই পঞ্চতত্ত্বে নির্মিত দেহে থাকাকালীনই দেবতা হয়ে ওঠে॥ ৯ ॥ হে উদার-বুদ্ধিসম্পন্না মা ! মোহরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন আমার হৃদয়ে সর্বদা বাস করো এবং তোমার সর্ব অঙ্গের নির্মলকান্তিদ্বারা আমার মনের অন্ধকার শীঘ্র নাশ করো॥ ১০ ॥ হে দেবি ! তোমার প্রভাবেই ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব বিনাশ করেন ; হে প্রকট প্রভাবশালিনী মাতঃ ! যদি এই তিনজনের ওপর তোমার কৃপা না থাকতো তাহলে এঁরা কিছুতেই তাঁদের

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি॥ ১২ ॥
সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥ ১৩ ॥
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥ ১৪ ॥
যদক্ষরং পদং ভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্বং ক্ষম্যতাং দেবি প্রসীদ পরমেশ্বরি॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীসরস্বতীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

২৬— দেব্যা আরাত্রিকম্

প্রবরাতীরনিবাসিনি নিগমপ্রতিপাদ্যে
পারাবারবিহারিণি নারায়ণি হৃদ্যে।
প্রপঞ্চসারে জগদাধারে শ্রীবিদ্যে

নির্দিষ্ট কর্ম করতে সক্ষম হতেন না॥ ১১ ॥ হে সরস্বতি ! লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা, ধৃতি—এই অষ্টমূর্তিরূপে তুমি আমায় রক্ষা করো॥ ১২ ॥ দেবী সরস্বতীকে নিত্য নমস্কার ; ভদ্রকালীকে নমস্কার এবং বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ ও বিদ্যার স্থানগুলিকেও প্রণাম॥ ১৩ ॥ হে মহাভাগ্যবতী জ্ঞানস্বরূপা কমলরূপ বিশালনয়না জ্ঞানদাত্রী দেবি সরস্বতি ! আমাকে বিদ্যা দাও, আমি তোমাকে প্রণাম করি॥ ১৪ ॥ হে দেবি ! এই স্তোত্রে যে অক্ষর, পদ এবং মাত্রায় ত্রুটি হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা করো এবং হে পরমেশ্বরি ! প্রসন্ন হও॥ ১৫ ॥

—— • ——

হে প্রবরানদীতীরবাসিনী, বেদের দ্বারা প্রতিপাদিতা, ক্ষীরসাগর

প্রপন্নপালননিরতে মুনিবৃন্দারাধ্যে॥ ১ ॥
জয় দেবি জয় দেবি জয় মোহনরূপে
মামিহ জননি সমুদ্ধর পতিতং ভবকূপে॥ ধ্রুবপদম্॥
দিব্যসুধাকরবদনে কুন্দোজ্জ্বলরদনে
পদনখনির্জিতমদনে মধুকৈটভকদনে।
বিকসিতপঙ্কজনয়নে পন্নগপতিশয়নে
খগপতিবহনে গহনে সঙ্কটবনদহনে॥ জয় দেবি.॥ ২ ॥
মঞ্জীরাঙ্কিতচরণে মণিমুক্তাভরণে
কঞ্চুকিবস্ত্রাবরণে বক্ত্রাম্বুজধরণে।
শক্রাময়ভয়হরণে ভূসুরসুখকরণে
করুণাং কুরু মে শরণে গজনক্রোদ্ধরণে॥ জয় দেবি.॥ ৩ ॥
ছিত্ত্বা রাহুগ্রীবাং পাসি ত্বং বিবুধান্
দদাসি মৃত্যুমনিষ্টং পীযূষং বিবুধান্।

বিহারিণী, নারায়ণপ্রিয়া, মনোহারিণী, জগৎ-সংসারের সার- এবং আধাররূপিণী, লক্ষ্মী ও বিদ্যাস্বরূপিণী, শরণাগতের রক্ষায় তৎপর, মুনিগণ আরাধিতা হে দেবি ! তোমার জয় হোক ! জয় হোক ! হে মনোহর রূপধারিণী ! তোমার জয় হোক ! হে মাতঃ ! এই সংসারকূপে পতিত আমাকে উদ্ধার করো॥ ১ ॥ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দিব্যমুখসম্পন্না, কুন্দপুষ্পের থেকেও স্বচ্ছ দন্তশোভিতা, নিজ পদনখের জ্যোতিতে মদনকে পরাভূতকারিণী, মধুকৈটভবিনাশিনী, প্রস্ফুটিত কমলতুল্য নেত্রসম্পন্না, শেষশায়িনী, গরুড়বাহিনী, দুরারাধ্যা, সঙ্কটবনভস্মকারিণী (হে দেবি ! তোমার জয় হোক ! জয় হোক !)॥ ২ ॥ চরণে নূপুর, অঙ্গে মণি-মুক্তার ; অলংকার, নানা বস্ত্রে সুসজ্জিতা, কমলমুখী, ইন্দ্রের বাধা-বিঘ্ননাশকারিণী, ব্রাহ্মণদের আনন্দদায়িনী, গজ এবং গ্রাহের উদ্ধারকারিণী হে দেবি ! আমি তোমার শরণাগত, আমায় কৃপা করো। (হে দেবি ! তোমার জয় হোক ! জয়

বিহরসি দানবঋদ্ধান্ সমরে সংসিদ্ধান্
মধ্বমুনীশ্বরবরদে পালয় সংসিদ্ধান্॥ জয় দেবি.॥ ৪ ॥

ইতি দেব্যা আরাত্রিকং সমাপ্তম্।

——•——

হোক।)॥ ৩ ॥ তুমি রাহুর গলা কেটে দেবতাদের রক্ষাকারিণী, অসুরদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মৃত্যু এবং দেবতাদের অমৃতদানকারিণী, যুদ্ধবীর এবং বীরদৈত্যদের দ্বারা রণ-ক্রীড়াকারিণী। হে মধ্বমুনীশ্বরকে বরপ্রদান-কারিণী ! ভক্তদের পালন করো। (হে দেবি ! তোমার জয় হোক ! জয় হোক !)॥ ৪ ॥

——•——

ওঁ

বিষ্ণুস্তোত্রাণি

২৭—শ্রীনারায়ণাষ্টকম্

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্তার্তিনির্বাপণা-
দৌদার্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেক এব জগতামেতেঽভবন্ সাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবঃ॥ ১ ॥

প্রহ্লাদাস্তি যদীশ্বরো বদ হরিঃ সর্বত্র মে দর্শয়
স্তম্ভে চৈবমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ।
বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্বাৎসল্যমাপাদয়-
ন্নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ॥ ২ ॥

শ্রীরামাত্র বিভীষণোঽয়মনঘো রক্ষোভয়াদাগতঃ
সুগ্রীবানয় পালয়ৈনমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্।
ইত্যুক্ত্বাভয়মস্য সর্ববিদিতং যো রাঘবো দত্তবানার্ত.॥ ৩ ॥

অতি বাৎসল্যময়, ভীত সন্ত্রস্তদের অভয় প্রদানকারী, দুঃখী ব্যক্তিদের দুঃখনাশকারী, অত্যন্ত উদার এবং পাপনাশক হওয়ার জন্য এবং অন্য নানাপ্রকার কল্যাণময় শ্রেয়পদ প্রাপ্তিতে হেতুরূপ, সমস্ত জগতের কাছে ভগবান লক্ষ্মীপতিই আরাধ্য ; কারণ প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রৌপদী, অহল্যা এবং ধ্রুব—এঁরা (ক্রমানুসারে) এই সব কার্যের সাক্ষী॥ ১ ॥ 'ওহে প্রহ্লাদ ! তুমি যদি বল যে ভগবান সর্বত্র আছেন, তাহলে এই স্তম্ভের মধ্যে আমাকে দেখাও'—দৈত্য হিরণ্যকশিপু এই কথা বলতেই ভগবান সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর নখের সাহায্যে হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে তাঁর বাৎসল্য প্রকটিত করলেন। এইরূপ দীনদয়াল ভগবান নারায়ণই আমার একমাত্র গতি॥ ২ ॥ 'হে শ্রীরাম ! এই নিষ্পাপ বিভীষণ রাক্ষস রাবণের ভয়ে

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্ধতকরং ব্রহ্মাদয়ো ভো সুরাঃ
পাল্যন্তামিতি দীনবাক্যকরিণং দেবেষ্বশক্তেষু যঃ।
মা ভৈষীরিতি যস্য নক্রহননে চক্রায়ুধঃ শ্রীধর॥ আর্ত.॥ ৪ ॥
ভো কৃষ্ণাচ্যুত ভো কৃপালয় হরে ভো পাণ্ডবানাং সখে
ক্বাসি ক্বাসি সুযোধনাদপহৃতাং ভো রক্ষ মামাতুরাম্।
ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্রসংভৃততনুং যোঽপালয়দ্দ্রৌপদীমার্ত.॥ ৫ ॥
যৎ পাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং
যন্নামামৃতপূরকং চ পিবতাং সংসারসন্তারকম্।
পাষাণোঽপি যদঙ্ঘ্রিপদ্মরজসা শাপান্মুনের্মোচিত। আর্ত.॥ ৬ ॥
পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাসনগতং চৌত্তানপাদির্ধ্রুবো

এখানে এসেছে'—এই শুনেই, 'সুগ্রীব ! এই পুলস্ত্য ঋষির পৌত্রকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো এবং তাকে রক্ষা করো'—এই বলে শ্রীরঘুনাথ তাঁকে যে অভয়প্রদান করেন, তা সকলেই বিদিত আছে ; সেই দীনদয়াল ভগবান নারায়ণই আমার একমাত্র গতি॥ ৩ ॥ গ্রাহ গজেন্দ্রের পা ধরতেই তার শুঁড় উঠিয়ে 'হে ব্রহ্মাদি দেবগণ ! আমাকে রক্ষা করো।'—এই আর্ত চীৎকারেও দেবগণ গজেন্দ্রকে রক্ষা করতে অসমর্থ হওয়ায়, 'ভয় পেও না' এই বলে শ্রীধর গ্রাহকে বধ করার জন্য সুদর্শন চক্র ধারণ করেন ; এই দীনদয়াল ভগবান নারায়ণই আমার একমাত্র গতি॥ ৪ ॥ 'হে কৃষ্ণ ! হে অচ্যুত ! হে কৃপাময় ! হে হরে ! হে পাণ্ডবসখে ! তুমি কোথায় ? কোথায় ? দুর্যোধন দ্বারা লুণ্ঠিত এই অনাথা রমণীকে রক্ষা করো ! রক্ষা করো !!' —এই প্রার্থনায় যিনি অক্ষয় বস্ত্রের সাহায্যে দ্রৌপদীর শরীর আবৃত করে, তাঁকে রক্ষা করেন, সেই দুঃখীদের উদ্ধার করতে তৎপর ভগবান নারায়ণ আমার গতি॥ ৫ ॥ যাঁর চরণকমলের নখধোওয়া জল গঙ্গারূপে ত্রিলোকের পাপসমূহ ধ্বংস করে, যাঁর নামামৃত পানকারী ভবসাগর পার হয় এবং যাঁর পাদপদ্মের ধূলায় পাষাণও মুনির অভিশাপ হতে মুক্ত হয়, সেই দীনদয়াল ভগবান নারায়ণই আমার একমাত্র গতি॥ ৬ ॥ নিজের ভাইকে পিতার সঙ্গে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট

দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুরধৃতো মাত্রাবমানং গতঃ।
যং গত্বা শরণং যদাপ তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনমার্ত.॥ ৭ ॥
আর্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্তমানাঃ।
সঙ্কীর্ত্য নারায়ণশব্দমাত্রং বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকূরেশস্বামিবিরচিতং শ্রীনারায়ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

২৮—শ্রীকমলাপত্যষ্টকম্

ভুজগতল্পগতং ঘনসুন্দরং গরুড়বাহনমম্বুজলোচনম্।
নলিনচক্রগদাকরমব্যয়ং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ১ ॥
অলিকুলাসিতকোমলকুন্তলং বিমলপীতদুকূলমনোহরম্।
জলধিজাঙ্কিতবামকলেবরং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ২ ॥

দেখে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব যখন তাতে বসতে চাইলেন, তখন পিতা তাঁকে ক্রোড়ে নিলেন না এবং বিমাতা তাঁকে অবহেলা করলেন, সেই সময় যাঁর শরণ নিয়ে তিনি তপস্যার সাহায্যে সুমেরুগিরির রাজসিংহাসন প্রাপ্ত করেছিলেন, সেই দীনদয়াল নারায়ণই আমার একমাত্র গতি॥ ৭ ॥ যারা পীড়িত, বিষাদগ্রস্ত, নিরাশ, ভীতসন্ত্রস্ত অথবা কোন ঘোর সঙ্কটে পতিত, 'নারায়ণ' শব্দ সংকীর্তনমাত্রই তারা দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে সুখী হয়ে যায়॥ ৮ ॥

(শ্রী কূরেশ স্বামী রচিত)

ওহে মানব ! যিনি অনন্তশয্যায় শায়িত, নীল মেঘের ন্যায় শ্যামল সুন্দর, গরুড় যাঁর বাহন, যাঁর নয়ন কমলসদৃশ, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অব্যয় শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ১ ॥ ভ্রমরের মত ঘনকৃষ্ণ যাঁর কেশ, যিনি সুন্দর পীতাম্বর বসন পরিধান করেছেন এবং যাঁর বাম অঙ্গে লক্ষ্মীদেবী সুশোভিতা, ওহে মানব ! সেই শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ২ ॥

কিমু জপৈশ্চ তপোভিরুতাধ্বরৈরপি কিমুত্তমতীর্থনিষেবণৈঃ।
কিমুত শাস্ত্রকদম্ববিলোকনৈর্ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ৩ ॥
মনুজদেহমিমং ভুবি দুর্লভং সমধিগম্য সুরৈরপি বাঞ্ছিতম্।
বিষয়লম্পটতামপহায় বৈ ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ৪ ॥
ন বনিতা ন সুতো ন সহোদরো ন হি পিতা জননী ন চ বান্ধবঃ।
ব্রজতি সাকমনেন জনেন বৈ ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ৫ ॥
সকলমেব চলং সচরাচরং জগদিদং সুতরাং ধনযৌবনম্।
সমবলোক্য বিবেকদৃশা দ্রুতং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ৬ ॥
বিবিধরোগযুতং ক্ষণভঙ্গুরং পরবশং নবমার্গমলাকুলম্।
পরিনিরীক্ষ্য শরীরমিদং স্বকং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ৭ ॥
মুনিবরৈরনিশং হৃদি ভাবিতং শিববিরিঞ্চিমহেন্দ্রনুতং সদা।
মরণজন্মজরাভয়মোচনং ভজত রে মনুজাঃ কমলাপতিম্॥ ৮ ॥

জপ-তপ-যজ্ঞ অথবা অতি উত্তম তীর্থভ্রমণে কী আছে ? অথবা অতি শাস্ত্রালোচনায় কী লাভ ? ওহে মানব ! শুধু শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ৩ ॥ ইহ জগতে এই মনুষ্য-দেহ অতি দুর্লভ, তা দেবগণেরও বাঞ্ছিত —এই কথা জেনে বিষয়লালসা পরিত্যাগ করে, হে মানব ! শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ৪ ॥ জীবের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র-ভাই-পিতা-মাতা অথবা বন্ধু পরিজন কেউই যায় না, সুতরাং হে মানব ! শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ৫ ॥ এই চরাচর জগৎ, ধন, যৌবন সবই অস্থায়ী, চঞ্চল— গভীরভাবে তা বিবেচনা করে, ওহে মানব ! শীঘ্রই শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ৬ ॥ এই শরীর নানাপ্রকার রোগাদির আশ্রয়, ক্ষণস্থায়ী, পরাধীন এবং মল-মূত্রাদি পরিপূর্ণ, নয়মার্গসম্পন্ন—এইরূপ চিন্তা করে ওহে মানব ! শ্রীকমলাপতিকে ভজনা করো॥ ৭ ॥ মুনি-ঋষিগণ সর্বদা হৃদয়ে যাঁর ধ্যান করে থাকেন, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁকে সর্বদা বন্দনা করেন এবং যিনি জরা, জন্ম ও মৃত্যুভয়কে দূর করেন, ওহে মানব ! সেই শ্রীকমলাপতিকে

হরিপদাষ্টকমেতদনুত্তমং পরমহংসজনেন সমীরিতম্।
পঠতি যস্তু সমাহিতচেতসা ব্রজতি বিষ্ণুপদং স নরো ধ্রুবম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং শ্রীকমলাপত্যষ্টকং সম্পূর্ণম্।

২৯—শ্রীদীনবন্ধ্বষ্টকম্

যস্মাদিদং জগদুদেতি চতুর্মুখাদ্যং
যস্মিন্নবস্থিতমশেষমশেষমূলে।
যত্রোপযাতি বিলয়ং চ সমস্তমন্তে
দৃগ্গোচরো ভবতু মেঽদ্য স দীনবন্ধুঃ॥ ১ ॥
চক্রং সহস্রকরচারু করারবিন্দে
গুর্বী গদা দরবরশ্চ বিভাতি যস্য।
পক্ষীন্দ্রপৃষ্ঠপরিরোপিতপাদপদ্মো। দৃগ্গোচরো.॥ ২ ॥
যেনোদ্ধৃতা বসুমতী সলিলে নিমগ্না

ভজনা করো॥ ৮ ॥ দাস পরমহংস কথিত এই অতি উত্তম ভগবান শ্রীহরি-অষ্টক যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে পাঠ করে, সে অতি অবশ্যই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরমধাম প্রাপ্ত হয়॥ ৯ ॥

(শ্রীমৎপরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত)

যে পরমাত্মা হতে এই ব্রহ্মাদিরূপ জগৎ প্রকটিত এবং সকল জগতের কারণভূত যে পরমেশ্বরে সমস্ত জগৎ স্থিত এবং অন্তকালে সমস্ত জগৎ যাতে লীন হয়ে যায়—সেই দীনবন্ধু ভগবান আজ আমাকে দর্শন দিন ১ ॥ যাঁর করকমলে সূর্যের ন্যায় প্রকাশমান চক্র-গদা এবং শ্রেষ্ঠ শঙ্খ শোভিত, যিনি পক্ষিরাজ গরুড়ের ওপর আপনার চরণকমল ন্যস্ত করেছেন, সেই দীনবন্ধু ভগবান আজ আমাকে দর্শন দিন॥ ২ ॥ যিনি জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার

নগ্না চ পাণ্ডববধূঃ স্থগিতা দুকূলৈঃ।
সংমোচিতো জলচরস্য মুখাদ্গজেন্দ্রো। দৃগ্গোচরো.॥ ৩ ॥
যস্যার্দ্রদৃষ্টিবশতস্তু সুরাঃ সমৃদ্ধিং
কোপেক্ষণেন দনুজা বিলয়ং ব্রজন্তি
ভীতাশ্চরন্তি চ যতোঽর্কযমানিলাদ্যা। দৃগ্গোচরো.॥ ৪ ॥
গায়ন্তি সামকুশলা যমজং মখেষু
ধ্যায়ন্তি ধীরমতয়ো যতয়ো বিবিক্তে।
পশ্যন্তি যোগিপুরুষাঃ পুরুষং শরীরে। দৃগ্গোচরো.॥ ৫ ॥
আকাররূপগুণযোগবিবর্জিতোঽপি
ভক্তানুকম্পননিমিত্তগৃহীতমূর্তিঃ।
যঃ সর্বগোঽপি কৃতশেষশরীরশয্যো। দৃগ্গোচরো.॥ ৬ ॥
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজমনিদ্রমুনীন্দ্রবৃন্দৈ-
রারাধ্যতে ভবদবানলদাহশান্ত্যৈ।

করেছেন, পাণ্ডববধূ দ্রৌপদীকে বস্ত্রদান করে তাঁর লজ্জা রক্ষা করেছেন, গ্রাহের মুখ থেকে গজরাজকে বাঁচিয়েছেন—সেই দীনবন্ধু ভগবান আজ আমার নয়নসম্মুখে দর্শন দিন॥ ৩ ॥ যাঁর স্নেহদৃষ্টিতে দেবগণ ঐশ্বর্য লাভ করেন এবং কোপদৃষ্টির ফলে দানবগণ বিনষ্ট হয়, সূর্য, যম, বায়ু যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হন, সেই দীনবন্ধু ভগবান আমার নয়ন-গোচর হোন॥ ৪ ॥ সামবেদ গায়নে নিপুণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞে যে অজ ভগবানের গুণাদি কীর্তন করেন, ধীরবুদ্ধি সম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ একান্তে যাঁর ধ্যান করেন এবং যোগিগণ নিজ শরীর মধ্যে পুরুষরূপে যাঁকে সাক্ষাৎ করে থাকেন, সেই দীনবন্ধু ভগবান আমাকে দর্শন প্রদান করুন॥ ৫ ॥ যে ভগবান আকার, রূপ এবং গুণাদি সম্পর্করহিত হয়েও ভক্তদের দয়া করার জন্য অবতার হয়ে আসেন, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান হয়েও শেষনাগের শরীরকে তাঁর শয্যা করেছেন, সেই দীনবন্ধু ভগবান আজ আমার নয়নগোচর হোন॥ ৬ ॥ আলস্যরহিত মুনিগণ সংসারের দুঃখরূপ জ্বালা শান্ত করার জন্য যে

সর্বাপরাধমবিচিন্ত্য মমাখিলাত্মা। দৃগ্গোচরো.॥ ৭ ॥
যন্নামকীর্তনপরঃ শ্বপচোঽপি নূনং
হিত্বাখিলং কলিমলং ভুবনং পুনাতি।
দগ্ধ্বা মমাঘমখিলং করুণেক্ষণেন। দৃগ্গোচরো.॥ ৮ ॥
দীনবন্ধ্বষ্টকং পুণ্যং ব্রহ্মানন্দেন ভাষিতম্।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং শ্রীদীনবন্ধ্বষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৩০—পরমেশ্বরস্তুতিসারস্তোত্রম্

ত্বমেকঃ শুদ্ধোঽসি ত্বয়ি নিগমবাহ্যা মলময়ং
প্রপঞ্চং পশ্যন্তি ভ্রমপরবশাঃ পাপনিরতাঃ।
বহিস্তেভ্যঃ কৃত্বা স্বপদশরণং মানয় বিভো
গজেন্দ্রে দৃষ্টং তে শরণদ বদান্যং স্বপদদম্॥ ১ ॥

ভগবানের চরণকমলের আরাধনা করে থাকেন, সেই সমস্ত জগতের আত্মভূত দীনবন্ধু আমার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করে আজ আমাকে দর্শন দান করুন॥ ৭ ॥ যে ভগবানের নামকীর্তনে তৎপর চণ্ডালও নিশ্চিতরূপে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে জগৎকে পবিত্র করে, সেই দীনবন্ধু ভগবান তাঁর করুণাদৃষ্টিতে আমার সমস্ত পাপ দগ্ধ করে আজ আমার নয়নগোচর হোন॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দকথিত এই দীনবন্ধু-অষ্টক নামক পবিত্র স্তোত্র নিত্য সংযতচিত্তে পাঠ করেন, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তাঁর ওপর প্রসন্ন থাকেন।

(শ্রীমৎপরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত)

হে শরণদাতা পরমাত্মা ! তুমি এক এবং শুদ্ধ, কিন্তু বেদবিরোধী বুদ্ধিসম্পন্ন ভ্রান্ত ও পাপপরায়ণ ব্যক্তিরা তোমার এই স্বরূপেও বিকাররূপ

ন সৃষ্টেস্তে হানির্যদি হি কৃপয়াতোঽবসি চ মাং
ত্বয়ানেকে গুপ্তা ব্যসনমিতি তেঽস্তি শ্রুতিপথে।
অতো মামুদ্ধর্তুং ঘটয় ময়ি দৃষ্টিং সুবিমলাং
ন রিক্তাং মে যাচ্ঞাং স্বজনরত কর্তুং ভব হরে॥ ২ ॥
কদাহং ভো স্বামিন্নিয়তমনসা ত্বাং হৃদি ভজ-
ন্নভদ্রে সংসারে হ্যনবরতদুঃখেঽতিবিরসঃ।
লভেয়ং তাং শান্তিং পরমমুনিভির্যা হ্যধিগতা
দয়াং কৃত্বা মে ত্বং বিতর পরশান্তিং ভবহর॥ ৩ ॥
বিধাতা চেদ্বিশ্বং সৃজতি সৃজতাং মে শুভকৃতিং
বিধুশ্চেৎ পাতা মাবতু জনিমৃতের্দুঃখজলধেঃ।
হরঃ সংহর্তা সংহরতু মম শোকং সজনকং
যথাহং মুক্তঃ স্যাং কিমপি তু তথা তে বিদধতাম্॥ ৪ ॥

প্রপঞ্চ (জগৎ-সংসার) অবলোকন করে। হে সর্বব্যাপক ভগবন্! আমাকে এদের থেকে পৃথক করে তোমার চরণে আশ্রয় দাও। (তোমার শরণে আশ্রয় দেওয়ায়) গজেন্দ্রের সময়ে তোমার ঔদার্য লক্ষ্য করা গেছে যে, তুমি তাকে কেমন করে রক্ষা করে তাকে তোমার ধাম প্রাপ্ত করিয়েছ ॥ ১ ॥ হে ভগবন্! তুমি যদি কৃপা করে আমায় রক্ষা করো তাহলে তোমার জগৎ মর্যাদার কোনো হানি হয় না। তুমি অনেককেই রক্ষা করেছ। আমি শুনেছি যে তুমি শরণাগতকে রক্ষা করতে ভালবাসো। অতএব আমাকে উদ্ধার করার জন্য তুমি আমার প্রতি তোমার নির্মল দৃষ্টি দাও। ভক্তদের রক্ষায় তৎপর হে ভগবন্! আমার প্রার্থনা ব্যর্থ কোরো না॥ ২ ॥ হে প্রভু! আমি কবে তোমাকে আমার হৃদয়ে সংযত মনে ভজনা করে অমঙ্গলময় এবং সদা-দুঃখযুক্ত এই জগৎ-সংসারে বিরত হয়ে শান্তি লাভ করব—যে শান্তি মহামুনি ও ঋষিগণ লাভ করেছেন! হে ভব-বন্ধন-মুক্তকারী ভগবন্! তুমি দয়া করে আমাকে সেই পরাশান্তি দাও ॥ ৩ ॥ হে ভগবন্! ব্রহ্মা যদি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে তিনি যেন আমার শুভ কর্মাদি সৃষ্টি করেন, ভগবান বিষ্ণু যদি জগৎ রক্ষা

অহং ব্রহ্মানন্দস্ত্বমপি চ তদাখ্যঃ সুবিদিত-
স্ততোঽহং ভিন্নো নো কথমপি ভবত্তঃ শ্রুতিদৃশা।
তথা চেদানীং ত্বং ত্বয়ি মম বিভেদস্য জননীং
স্বমায়াং সংবার্য প্রভব মম ভেদং নিরসিতুম্॥ ৫ ॥
কদাহং হে স্বামিঞ্জনিমৃতিময়ং দুঃখনিবিড়ং
ভবং হিত্বা সত্যেঽনবরতসুখে স্বাত্মবপুষি।
রমে তস্মিন্নিত্যং নিখিলমুনয়ো ব্রহ্মরসিকা
রমন্তে যস্মিংস্তে কৃতসকলকৃত্যা যতিবরাঃ॥ ৬ ॥
পঠন্ত্যেকে শাস্ত্রং নিগমমপরে তৎ পরতয়া
যজন্ত্যন্যে ত্বাং বৈ দদতি চ পদার্থাংস্তব হিতান্।
অহং তু স্বামিংস্তে শরণমগমং সংসৃতিভয়াদ্-
যথা তে প্রীতিঃ স্যাদ্ধিতকর তথা ত্বং কুরু বিভো॥ ৭ ॥

করেন, তাহলে জন্ম-মরণের দুঃখরূপ সাগর থেকে যেন আমাকে রক্ষা করেন আর ভগবান শিব যদি জগতের সংহার সাধন করেন, তাহলে তিনি যেন আমার শোকাদি ও তার কারণভূত অশুভ কর্মাদির সংহার করেন। যাতে আমার মুক্তিলাভ হয়, তার উপায় যেন তাঁরা করেন॥ ৪ ॥ হে ভগবন্! আমার নাম ব্রহ্মানন্দ আর তুমিও এই নামেই প্রসিদ্ধ। তাই শ্রুতিদৃষ্ট্যা[১] (কথিত) আমি তোমার থেকে কোনো ভাবেই পৃথক নই। এই অবস্থায় তুমি এখন তোমার ও আমার মধ্যের পার্থক্য প্রকটকারিণী তোমার মায়া দূর করে আমার পার্থক্য দূর করো॥ ৫ ॥ হে প্রভু! আমি কবে এই জন্ম-মৃত্যুময় ঘোর জগৎ-সংসার পরিত্যাগ করে নিরন্তর সত্য আত্মস্বরূপে রমণ করব, যাতে ব্রহ্মাস্বাদের রসিক ও কৃতকৃত্য যোগীশ্বর মুনিঋষিগণ রমণ করেন॥ ৬ ॥ হে ভগবন্! তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য কেউ শাস্ত্রাদি পাঠ করে, কেউ তৎপর হয়ে বেদপাঠ করে, আবার অন্য কেউ যাগ-যজ্ঞাদির সাহায্যে তোমার

অহং জ্যোতির্নিত্যো গগনমিব তৃপ্তঃ সুখময়ঃ
শ্রুতৌ সিদ্ধোঽদ্বৈতঃ কথমপি ন ভিন্নোঽস্মি বিধুতঃ।
ইতি জ্ঞাতে তত্ত্বে ভবতি চ পরঃ সংসৃতিলয়া-
দতস্তত্ত্বজ্ঞানং ময়ি সুঘটয়েস্ত্বং হি কৃপয়া॥ ৮ ॥
অনাদৌ সংসারে জনিমৃতিময়ে দুঃখিতমনা
মুমুক্ষুঃ সন্ কশ্চিদ্ভজতি হি গুরুং জ্ঞানপরমম্।
ততো জ্ঞাত্বা যং বৈ তুদতি ন পুনঃ ক্লেশনিবহৈ-
র্ভজেঽহং তং দেবং ভবতি চ পরো যস্য ভজনাৎ॥ ৯ ॥
বিবেকো বৈরাগ্যো ন চ শমদমাদ্যাঃ ষডপরে
মুমুক্ষা মে নাস্তি প্রভবতি কথং জ্ঞানমমলম্।
অতঃ সংসারাব্ধেস্তরণসরণিং মামুপদিশন্
স্ববুদ্ধিং শ্রৌতীং মে বিতর ভগবংস্ত্বং হি কৃপয়া॥ ১০ ॥

আরাধনা করে থাকে এবং তোমার প্রিয় বস্তুসমূহ তোমাকে অর্পণ করে থাকে ; কিন্তু হে প্রভু ! আমি তো সংসারের ভয়ে তোমার শরণ নিয়েছি। হে হিতকারক সর্বব্যাপী পরমাত্মন্ ! আমার ওপর যাতে তুমি প্রসন্ন হও, তাই করো॥ ৭ ॥ হে ভগবন্! আমি প্রকাশরূপ, নিত্য, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, পূর্ণকাম, আনন্দময় ও শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতরূপ ; কোনো ভাবেই ব্রহ্ম থেকে পৃথক নই—এরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত বিবেক-দৃষ্টিতে জগৎ লয় হয়ে যাওয়ায় জ্ঞানী ব্রহ্মরূপ হয়ে যান ; তাই তুমি কৃপা করে আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দাও॥ ৮ ॥ এই অনাদি সংসারে জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়ে ভীত আন্তরিকভাবে দুঃখিত ব্যক্তিগণ মুক্তি পাবার আশায় পরম জ্ঞানী গুরুকে সেবা করেন। ফলে তাঁরা ভগবানের স্বরূপ অবগত হয়ে আর এই সাংসারকি ক্লেশে পীড়িত হন না। আমি সেই ভগবানেরই ভজনা করি, যে ভজনাদ্বারা ভক্ত পরব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে॥ ৯ ॥ আমার বিবেক নেই, বৈরাগ্য নেই, শম-দম ইত্যাদি জ্ঞানের ছটি সাধনের কোনোটিই নেই ; মুক্ত হবার দৃঢ় ইচ্ছাও নেই ; তাহলে কী করে আমি নির্মল জ্ঞান লাভ করব ? হে ভগবন্! অতএব তুমি অনুগ্রহ করে

কদাহং ভো স্বামিন্নিগমমতিবেদ্যং শিবময়ং
চিদানন্দং নিত্যং শ্রুতিহৃতপরিচ্ছেদনিবহম্।
ত্বমর্থাভিন্ন ত্বামভিরম ইহাত্মন্যবিরতং
মনীষামেবং মে সফলয় বদান্য স্বকৃপয়া॥ ১১ ॥
যদর্থং সর্বং বৈ প্রিয়মসুধনাদি প্রভবতি
স্বয়ং নান্যার্থো হি প্রিয় ইতি চ বেদে প্রবিদিতম্।
স আত্মা সর্বেষাং জনিমৃতিমতাং বেদগদিত-
স্ততোঽহং তং বেদ্যং সততমমলং যামি শরণম্॥ ১২ ॥
ময়া ত্যক্তং সর্বং কথমপি ভবেৎ স্বাত্মনি মতি-
স্ত্বদীয়া মায়া মাং প্রতি তু বিপরীতং কৃতবতী।
ততোঽহং কিং কুর্যাং ন হি মম মতিঃ ক্বাপি চরতি
দয়াং কৃত্বা নাথ স্বপদশরণং দেহি শিবদম্॥ ১৩ ॥

আমাকে সংসারসাগর হতে উদ্ধারকারী বৈদিক বুদ্ধি (ব্রহ্মবিদ্যা) প্রদান করো॥ ১০ ॥ হে স্বামিন্ ! শ্রুতি যার ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ (ইয়ত্তা) বেঁধে দিয়েছে ; যা বৈদিক বুদ্ধিতে বোধগম্য, নিত্য চিদানন্দময় এবং কল্যাণস্বরূপ এবং যা 'ত্বং' পদের অর্থভূত জীবাত্মা থেকে অভিন্ন—কবে আমি হৃদয়ে তোমার সেই স্বরূপের নিত্য ধ্যান করব ? হে উদার পরমেশ্বর ! তুমি কৃপা করে আমার এই বাসনা সফল করো॥ ১১ ॥ হে ভগবন্ ! যাঁর প্রিয়তায় এই প্রাণ, ধন ইত্যাদি সমস্ত বস্তু প্রিয় মনে হয়, যাঁর প্রিয়তা কোন কিছুরই আশ্রিত নয় অর্থাৎ আত্মা স্বতঃই প্রিয়—বেদে তা সুপ্রমাণিত। তিনিই জন্ম-মরণশীল সকল প্রাণীর আত্মা এবং বেদে তাঁরই বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব আমি জানার যোগ্য সেই নির্মল আত্মদেবের সর্বদা শরণ গ্রহণ করি॥ ১২ ॥ হে প্রভু ! আমার মতি সর্বদা তোমাতেই নিবিষ্ট রাখার জন্য আমি সবকিছু পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু তোমার মায়াই আমাকে বিপরীতগামী করে দেয়, আমি কি করব ? আমার বুদ্ধির অসহায় অবস্থা ! এবার দয়া করে তুমিই

নগা দৈত্যাঃ কীশা ভবজলধিপারং হি গমিতা-
স্ত্বয়া চান্যে স্বামিন্ কিমিতি সময়েঽস্মিঞ্ছয়িতবান্।
ন হেলাং ত্বং কুর্যাস্ত্বয়ি নিহিতসর্বে ময়ি বিভো
ন হি ত্বাহং হিত্বা কমপি শরণং চান্যমগমম্॥ ১৪ ॥
অনন্তাদ্যা বিজ্ঞা ন গুণজলধেস্তেঽন্তমগম-
ন্নতঃ পারং যাযাত্তব গুণগণানাং কথময়ম্।
গৃণন্ যাবদ্ধি ত্বাং জনিমৃতিহরং যাতি পরমাং
গতিং যোগিপ্রাপ্যামিতি মনসি বুদ্ধ্বাহমনবম্॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমন্মৌক্তিকরামোদাসীনশিষ্যব্রহ্মানন্দবিরচিতং
পরমেশ্বরস্তুতিসারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৩১—শ্রীভগবচ্ছরণস্তোত্রম্

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে।
মায়ানির্মিতবিশ্বায় মহেশায় নমো নমঃ॥ ১ ॥

তোমার কল্যাণপ্রদ চরণের আশ্রয় আমাকে দাও ॥ ১৩ ॥ হে প্রভু ! তুমি পর্বত-বৃক্ষাদি স্থাবর, দৈত্য, বানর ও অন্যান্য সকলকেও সংসারসাগর থেকে পার করেছ। এখন কি তুমি নিদ্রাভিভূত ? হে অন্তর্যামিন্ ! সমস্ত জগৎ সংসার তোমার বিরাট স্বরূপের অন্তর্গতি, সুতরাং তুমি আমাকে অবহেলা কোরো না, তুমি ব্যতীত আমি তো আর কারও শরণগ্রহণ করিনি ! ॥ ১৪ ॥ বিশেষভাবে জ্ঞানী শেষ (অনন্ত), শারদা—এঁরাও যদি তোমার গুণরূপ সমুদ্রের সীমা না পেয়ে থাকে, তাহলে আমার মত সাধারণ ব্যক্তি কীকরে তোমার গুণের সীমা পাবে ? জন্ম-মৃত্যুরূপক্লেশহারী হে পরমেশ্বর ! তোমার যথাসাধ্য গুণগান করে মানুষ যোগী জনের প্রাপ্তব্য পরমগতি লাভ করে—এই চিন্তায় আমিও মনে মনে তোমার স্তুতিগান করেছি॥ ১৫ ॥

—— • ——

ভক্তদের উপর দয়াকারী ও মায়াদ্বারা জগৎ রচনাকারী সচ্চিদানন্দরূপ

রোগা হরন্তি সততং প্রবলাঃ শরীরং
কামাদয়োঽপ্যনুদিনং প্রদহন্তি চিত্তম্।
মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্ দিনানি
তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবন্ধো॥ ২ ॥
দেহো বিনশ্যতি সদা পরিণামশীল-
শ্চিত্তং চ খিদ্যতি সদা বিষয়ানুরাগি।
বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নান্তস্তস্মাৎ.॥ ৩ ॥
আয়ুর্বিনশ্যতি যথামঘটস্থতোয়ং
বিদ্যুৎ প্রভেব চপলা বত যৌবনশ্রীঃ।
বৃদ্ধা প্রধাবতি যথা মৃগরাজপত্নী। তস্মাৎ.॥ ৪ ॥
আয়াদ্‌ব্যয়ো মম ভবত্যধিকোঽবিনীতে
কামাদয়ো হি বলিনো নিবলাঃ শমাদ্যাঃ।
মৃত্যুর্যদা তুদতি মাং বত কিং বদেয়ং। তস্মাৎ.॥ ৫ ॥

মহেশ্বরকে বারংবার নমস্কার॥ ১ ॥ হে ভগবন্! এই জগতে নানাপ্রকার রোগ সর্বদা শরীরকে ক্ষীণ করে, কামনা-বাসনা প্রতিদিন হৃদয়কে দগ্ধ করে আর মৃত্যুও নৃত্যচ্ছলে প্রতিদিন পদে পদে এগিয়ে আসছে। তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র ত্রাণকর্তা॥ ২ ॥ সর্বদা পরিবর্তনশীল এই দেহ বিনষ্ট হতে যাচ্ছে এবং বিষয়াসক্ত চিত্ত সর্বদা বিষণ্ণ থাকে। আমার বুদ্ধিও সর্বদা বিষয়ে বিরচণ করে, অন্তরাত্মাতে নয়। তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ৩ ॥ দুঃখের ব্যাপার হল এই যে মৃত্তিকানির্মিত কাঁচা কলসের জলের মতো আয়ু নাশ হয়ে যাচ্ছে, যৌবন-শোভা বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আর বৃদ্ধাবস্থা ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় (খাবার জন্য) দৌড়ে আসছে, তাই হে দীনবন্ধো ! আমি আপনারই শরণাগত॥ ৪ ॥ হে ভগবন্ ! আমার আয়ের থেকে ব্যয়ই অধিক। আমি বড়োই অসংযমী, তাই কাম-বাসনাদি আমার ওপর বলীয়ান (কামের প্রভাবই বেশী) এবং শম

তপ্তং তপো ন হি কদাপি ময়েহ তন্বা
বাণ্যা তথা ন হি কদাপি তপশ্চ তপ্তম্।
মিথ্যাভিভাষণপরেণ ন মানসং হি। তস্মাৎ.॥ ৬ ॥
স্তব্ধং মনো মম সদা ন হি যাতি সৌম্যং
চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্যতি বিশ্বরূপম্।
বাচা তথৈব ন বদেন্মম সৌম্যবাণীং। তস্মাৎ.॥ ৭ ॥
সত্ত্বং ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং
বিদ্ধে তথা কথমহো শুভকর্মবার্তা।
সাক্ষাৎ পরম্পরতয়া সুখসাধনং তত্তস্মাৎ.॥ ৮ ॥
পূজা কৃতা ন হি কদাপি ময়া ত্বদীয়া

ইত্যাদি সদ্‌গুণ নির্বল (আমার ওপর এদের কোন প্রভাব নেই)। আমার দুঃশ্চিন্তা এই যে মৃত্যু যখন আমাকে পীড়িত করবে, তখন আমি কি বলব ? তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ৫ ॥ হে ভগবন্ ! আমি ইহজীবনে কখনও শারীরিক তপস্যা করিনি, সর্বদা মিথ্যাভাষী হওয়ায় কখনও বাচিক তপস্যা করিনি, আর মানসিক তপস্যার তো কোন কথাই নেই। তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ৬ ॥ হে ভগবন্ ! আমার মন সর্বদা স্তব্ধ-জড়বৎ জ্ঞানশূন্য থাকে, তাই সৌম্য (বিশুদ্ধ এবং বিনম্র) হয় না আর আমার নয়নও আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম হয় না[১], আমার রসনাও কোমল বাক্য বলে না। তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ৭ ॥ রজোগুণ এবং তমোগুণপূর্ণ আমার হৃদয়ে সত্ত্বগুণ স্ফুরিত হয় না। তাই এই অবস্থায় শুভকর্ম করা তো দূরের কথা, মনে সেসবের কল্পনাও জাগে না। সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাগতভাবে সেইসকল শুভকর্মই হল সুখের উপায় (কিন্তু তা আমাতে নেই)। তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ৮ ॥ হে ভগবন্ ! আমি

---

[১] *অর্থাৎ 'জগৎ'রূপে ভগবানই বিরাজমান, এই চোখে তা বিশ্বাস হতে চায় না।*

মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেদ্রসজ্ঞা।
চিত্তং ন মে স্মরতি তে চরণৌ হ্যবাপ্য। তস্মাৎ.॥ ৯ ॥
যজ্ঞো ন মেঽস্তি হুতিদানদয়াদিযুক্তো
জ্ঞানস্য সাধনগণো ন বিবেকমুখ্যঃ।
জ্ঞানং ক্ব সাধনগণেন বিনা ক্ব মোক্ষস্তস্মাৎ.॥ ১০ ॥
সৎসঙ্গতির্হি বিদিতা তব ভক্তিহেতুঃ
সাপ্যদ্য নাস্তি বত পণ্ডিতমানিনো মে।
তামন্তরেণ ন হি সা ক্ব চ বোধবার্তা। তস্মাৎ.॥ ১১ ॥
দৃষ্টির্ন ভূতবিষয়া সমতাভিধানা
বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষয়ী করোতি।
শান্তিঃ কুতো মম ভবেৎ সমতা ন চেৎ স্যাত্তস্মাৎ.॥ ১২ ॥
মৈত্রী সমেষু ন চ মেঽস্তি কদাপি নাথ

কখনও আপনার পূজা করিনি, আমার রসনা কখনও আপনার মন্ত্রোচ্চারণ করেনি, আমার হৃদয় কখনও আপনার চরণ লাভ করে স্মরণ করেনি ; তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ৯ ॥ হে ভগবন্ ! আমি কখনও আহুতি, দান ও দয়াযুক্ত যাগ-যজ্ঞাদি করিনি অথবা জ্ঞানের সাধনসমূহদ্বারা বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিনি। সাধন না করলে জ্ঞানলাভ হবে কীভাবে ? জ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ হবে কেমন করে ? তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১০ ॥ হে ভগবন্ ! এই কথা জগৎপ্রসিদ্ধ যে সৎসঙ্গই আপনার ভক্তিলাভের কারণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আমি নিজেকে পণ্ডিত মনে করায় আমার সৎসঙ্গলাভও হয়নি। সৎসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভ হয় না, আর জ্ঞানের তো কথাই নেই। তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১১ ॥ হে ভগবন্ ! আমি সর্বপ্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন নই বরং প্রাণীদের প্রতি বিষমভাব পোষণ করি। আমি যদি সমদৃষ্টিসম্পন্ন না হই, তাহলে আমি কীকরে শান্তিলাভ করব ? তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১২ ॥ হে প্রভু ! সমসাময়িক বন্ধুদের সঙ্গে আমার

দীনে তথা ন করুণা মুদিতা চ পুণ্যে।
পাপেঽনুপেক্ষণবতো মম মুৎ কথং স্যাত্তস্মাৎ.॥ ১৩ ॥
নেত্রাদিকং মম বহির্বিষয়েষু সক্তং
নান্তর্মুখং ভবতি তানবিহায় তস্য।
ক্বান্তর্মুখত্বমপহায় সুখস্য বার্তা। তস্মাৎ.॥ ১৪ ॥
ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবতাপশান্ত্যৈ
নাসীদসৌ হৃতহৃদো মম মায়য়া তে।
সা চাধুনা কিমু বিধাস্যতি নেতি জানে। তস্মাৎ.॥ ১৫ ॥
প্রাপ্তা ধনং গৃহকুটুম্বগজাশ্বদারা
রাজ্যং যদৈহিকমথেন্দ্রপুরশ্চ নাথ।
সর্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কস্মৈ। তস্মাৎ.॥ ১৬ ॥
প্রাণান্নিরুধ্য বিধিনা ন কৃতো হি যোগো

মিত্রতা নেই এবং কোন দীনদরিদ্রের প্রতিও কখনও দয়া প্রদর্শন করিনি। পুণ্যের জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি, পাপেও কখনও উপেক্ষা করিনি, তাহলে আমি কীকরে প্রসন্নতা লাভ করব ? তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১৩ ॥ হে ভগবন্ ! আমার নেত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাহ্য-বিষয়েই আসক্ত, সেগুলি অন্তর্মুখী নয়। বিষয়াদি ত্যাগ না করলে তাদের অন্তর্মুখতা হবে কী প্রকারে ? আর ইন্দ্রিয়াদি অন্তর্মুখী না হলে সুখের বার্তা পাওয়া যায় না। তাই হে দীনবন্ধো ! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১৪ ॥ হে ভগবন্ ! সাংসারিক দুঃখ থেকে রেহাই পেতে আমি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিত্যাগ করেছি, কিন্তু আপনার মায়াতে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাই দুঃখের নিবৃত্তি হয়নি। এখন বুঝতে পারছি না যে আপনার মায়া আমাকে আরও কি করবে ? তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১৫ ॥ হে প্রভু ! ধন-জন-গৃহ-পরিবার-হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি ইহ-জগতের অথবা ইন্দ্রের রাজত্ব—সবই নশ্বর বস্তু, এগুলি কোনো শুভ-ফল প্রদান করে না ; তাই হে দীনবন্ধো ! এখন আপনিই আমার একমাত্র

যোগং বিনাস্তি মনসঃ স্থিরতা কুতো মে।
তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শান্তিবার্তা। তস্মাৎ.॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং যথা মম ভবেৎ কৃপয়া গুরূণাং
সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্।
সেবাপি সাধনতয়াবিদিতাস্তি চিত্তে। তস্মাৎ.॥ ১৮ ॥
তীর্থাদিসেবনমহো বিধিনা হি নাথ
নাকারি যেন মনসো মম শোধনং স্যাৎ।
শুদ্ধিং বিনা ন মনসোঽবগমাপবর্গৌ। তস্মাৎ.॥ ১৯ ॥
বেদান্তশীলনমপি প্রমিতিং করোতি
ব্রহ্মাত্মনঃ প্রমিতিসাধনসংযুতস্য
নৈবাস্তি সাধনলবো ময়ি নাথ তস্যাস্তস্মাৎ.॥ ২০ ॥
গোবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশ মেশ
শম্ভো জনার্দন গিরীশ মুকুন্দ সাম্ব।

গতি॥ ১৬ ॥ হে ভগবন্! আমি প্রাণায়ামের সাহায্যে যোগ-ধ্যান করিনি ; যোগ ব্যতীত আমার মন কীকরে শান্ত হবে এবং চিত্ত শান্ত না হলে স্থিরতাও আসবে না, তাই হে দীনবন্ধু! এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১৭ ॥ হে ভগবন্! আমি গুরুজনদের কখনও এমন সেবা করিনি, যার ফলে তাঁদের কৃপার সাহায্যে আমার ঠিকমতো জ্ঞানলাভ হয়, গুরুজনের সেবাদ্বারাও যে জ্ঞানের সাধনা করা যায়, তা আমি কখনও মনে ধারণাও করিনি। তাই হে দীনবন্ধু! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১৮ ॥ হে প্রভু! দুঃখের ব্যাপার হলো যে আমি কখনও বিধিসম্মতভাবে তীর্থভ্রমণ করিনি, যাতে আমার মন শুদ্ধ হয়। মন শুদ্ধ না হলে জ্ঞান বা মোক্ষ কিছুই হয় না ; তাই হে দীনবন্ধু! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ১৯ ॥ হে প্রভু! আত্মাই ব্রহ্ম—এই প্রকৃত জ্ঞানের সাধনে ব্যাপৃত পুরুষই বেদান্ত-বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের ঠিকমতো জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু আমার মধ্যে সেই সত্যজ্ঞানের সাধন বিন্দুমাত্রও নেই, তাই হে দীনবন্ধু! আপনিই আমার একমাত্র গতি॥ ২০ ॥ হে গোবিন্দ! হে শঙ্কর! হে

নান্যা গতির্মম কথঞ্চন বাং বিহায়
তস্মাৎ প্রভো মম গতিঃ কৃপয়া বিধেয়া॥ ২১ ॥

এবং স্তবং ভগবদাশ্রয়ণাভিধানং
যে মানবাঃ প্রতিদিনং প্রণতাঃ পঠন্তি।
তে মানবাঃ ভবরতিং পরিভূয় শান্তিং
গচ্ছন্তি কিং চ পরমাত্মনি ভক্তিমদ্ধা॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মানন্দবিরচিতং ভগবচ্ছরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৩২—মঙ্গলগীতম্

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ।
কলিতললিতবনমাল জয় জয় দেব হরে॥ ১ ॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন এ।
মুনিজনমানসহংস জয় জয় দেব হরে॥ ২ ॥

হরে ! হে গিরিজাপতে ! হে লক্ষ্মীপতে ! হে শম্ভো ! হে জনার্দন ! হে পার্বতী মাতা-সহ গিরীশ ! হে মুকুন্দ ! আমার কাছে আপনারা দুজন (ইষ্টদেব) ব্যতীত আর কেউ সাহায্য করার নেই, তাই হে প্রভু ! কৃপা করে আমার সদ্‌গতি করুন॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি প্রতিদিন বিনীতভাবে এই ভগবচ্ছরণনামক স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সাংসারিক আসক্তি পরিত্যাগ করে পরমশান্তি এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ ভক্তি লাভ করেন॥ ২২ ॥

(শ্রীব্রহ্মানন্দ রচিত)

দেবী লক্ষ্মীর কুচকুম্ভ আশ্রয়কারী, কুণ্ডলধারী এবং অতি মনোহর বনমালাধারী হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক ॥ ১ ॥ সূর্যমণ্ডল সুশোভিতকারী, ভবভয়নাশকারী, মুনিদের মনরূপ সরোবরের হংস হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ২ ॥

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন এ।
যদুকুলনলিনদিনেশ জয় জয় দেব হরে॥ ৩ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন এ।
সুরকুলকেলিনিদান জয় জয় দেব হরে॥ ৪ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন এ।
ত্রিভুবনভবননিধান জয় জয় দেব হরে॥ ৫ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ এ।
সমরশমিতদশকণ্ঠ জয় জয় দেব হরে॥ ৬ ॥
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর এ।
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর জয় জয় দেব হরে॥ ৭ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় এ।
কুরু কুশলং প্রণতেষু জয় জয় দেব হরে॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরুদিতমিদং কুরুতে মুদম্।

কালিয়নাগদমনকারী, ভক্তকুলকে আনন্দপ্রদানকারী এবং যদুকুলকমল-দিবাকর হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ৩ ॥ মধু, মুর এবং নরকাসুরের সংহারকর্তা, গরুড়বাহন, দেবগণের ক্রীড়ার আশ্রয়স্থল হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক ॥ ৪ ॥ কমলদলের ন্যায় সুন্দর নয়নশোভিত, ভববন্ধন ছেদনকারী ও ত্রিভুবনের আশ্রয়স্থল হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ৫ ॥ সীতা-সহ শোভিত, দূষণ দৈত্য ও রাবণ বিনাশকারী হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক ॥ ৬ ॥ নবজলধরের ন্যায় শ্যামসুন্দর, মন্দরাচলধারণকারী এবং লক্ষ্মীদেবীর মুখচন্দ্রের চকোররূপ হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ৭ ॥ আমি তোমার চরণের শরণ গ্রহণ করি, তুমি দয়া করে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করো এবং এই শরণাগতের কল্যাণ করো। হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক ॥ ৮ ॥ কবি শ্রীজয়দেব রচিত এই মঙ্গলময় মধুর গীত

মঙ্গলমঞ্জুলগীতং জয় জয় দেব হরে॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীজয়দেববিরচিতং মঙ্গলগীতং সম্পূর্ণম্।

——•——

৩৩—শ্রীদশাবতারস্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্॥
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১ ॥
ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে॥
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ২ ॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩ ॥

ভক্তদের আনন্দপ্রদান করে। হে দেব ! হে হরে ! তোমার জয় হোক, জয় হোক॥ ৯ ॥

(শ্রীজয়দেব রচিত)

——•——

হে মীনাবতারধারী কেশব ! হে জগদীশ্বর ! হে হরে ! প্রলয়কালে বর্ধমান সমুদ্রের জলে অক্লেশে নৌকা চালনার লীলা করে তুমি বেদকে রক্ষা করেছ, তোমার জয় হোক॥ ১ ॥ হে কেশব ! অতিশয় কঠোর ও বিশাল পৃথিবীকে তুমি অবিচলভাবে পৃষ্ঠে ধারণ করে রেখেছো ; সেইভাবে তোমার পৃষ্ঠে দাগ পড়ে গেছে। সেই কূর্মরূপধারী হে জগৎপতি ! তোমার জয় হোক॥ ২ ॥ চন্দ্রের কলঙ্করেখার মতো এই পৃথিবীও যাঁর দাঁতের চাপে চিহ্নিত হয়ে স্থিত থেকে শোভিত হচ্ছে—সেই বরাহরূপধারী জগৎপতি হরি

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্॥
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪ ॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন।
পদনখনীরজনিতজনপাবন॥
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫ ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্॥
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬ ॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্ পতিকমনীয়ম্।
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্॥
কেশব ধৃতরঘুপতিবেষ জয় জগদীশ হরে॥ ৭ ॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্।
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্॥
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮ ॥

কেশব! তোমার জয় হোক॥ ৩ ॥ হিরণ্যকশিপুরূপ ভৃঙ্গের তুচ্ছ দেহ ছিন্নকারী বিচিত্র নখ যাঁর করকমলে শোভা পাচ্ছে, সেই নৃসিংহরূপধারী জগৎপতি হরি কেশবের জয় হোক॥ ৪ ॥ হে আশ্চর্যসুন্দর বামনরূপধারী কেশব! তুমি পদ বিস্তারিত করে রাজা বলিকে ছলনা করেছ এবং নিজ চরণের নখজলদ্বারা মানুষকে পবিত্র করেছ, সেই তুমি জগৎপতি, তোমার জয় হোক॥ ৫ ॥ হে কেশব! তুমি জগতের পাপ এবং তাপ নাশ করো এবং ক্ষত্রিয়ের রক্তে তা ধৌত করো! সেই পরশুরামরূপধারী জগৎপতির জয় হোক॥ ৬ ॥ যিনি যুদ্ধে সর্বদিকের লোকপালদের প্রসন্ন করেন, রাবণের মস্তকচ্যুত করেন, সেই শ্রীরামাবতারধারী জগৎপতি ভগবান কেশবের জয় হোক॥ ৭ ॥ যিনি গৌরবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, হলের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত যমুনাকে নিজ দেহে একীভূত

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্॥
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯ ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্॥
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্॥
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীজয়দেববিরচিতং শ্রীদশাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

———•———

৩৪—ধ্রুবকৃতভগবৎ স্তুতিঃ

ধ্রুব উবাচ

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং

করায় মেঘসদৃশ নীলাম্বররূপ ধারণ করেছেন—সেই বলরামরূপী জগৎপতি ভগবান কেশবের জয় হোক ॥ ৮ ॥ সদয় হৃদয়ে পশুহত্যার নিন্দাকারী ও যজ্ঞবিধান সম্পর্কিত শ্রুতির সমালোচনাকারী বুদ্ধরূপধারী জগৎপতি ভগবান কেশবের জয় হোক॥ ৯ ॥ যিনি ম্লেচ্ছদের নাশ করার জন্য ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্করভাবে তরবারি চালনা করেন, সেই কল্কিরূপধারী জগৎপতি ভগবান কেশবের জয় হোক॥ ১০ ॥ (হে ভক্তবৃন্দ !) কবি জয়দেব কথিত এই মনোহর, আনন্দদায়ক, কল্যাণময়, তত্ত্বরূপ স্তুতি শ্রবণ করো, হে দশাবতারধারী ! জগৎপতি, হরি কেশব ! তোমার জয় হোক॥ ১১ ॥

(শ্রীজয়দেব রচিত)

———•———

শ্রীধ্রুব বললেন—যে সর্বশক্তিমান শ্রীহরি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁর

সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ১ ॥
একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্ বিভাসি॥ ২ ॥
ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েদমচষ্ট বিশ্বং
সুপ্তপ্রবুদ্ধ ইব নাথ ভবৎপ্রপন্নঃ।
তস্যাপবর্গ্যশরণং তব পাদমূলং
বিস্মর্যতে কৃতবিদা কথমার্তবন্ধো॥ ৩ ॥
নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চন্তি কল্পকতরুং কুণপোপভোগ্য-

শক্তিতে আমার সুপ্ত বাণীকে সজীব করেন এবং হাত-পা-কান-ত্বক ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিতে চৈতন্যপ্রদান করেন, আপনিই সেই অন্তর্যামী ভগবান, আপনাকে প্রণাম জানাই॥ ১ ॥ হে ভগবন্! আপনি একাই আপনার অনন্ত গুণময়ী মায়াশক্তির সাহায্যে এই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করে ইন্দ্রিয়াদি অসৎ গুণাদিতে জীবরূপে অনুপ্রবেশ করে অনেকরূপে বিরাজ করেন, যেমন বিভিন্ন কাষ্ঠখণ্ডে প্রকটিত অগ্নি তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে॥ ২ ॥ হে প্রভু! শ্রীব্রহ্মাও আপনার শরণ নিয়ে আপনার প্রদত্ত জ্ঞানের প্রভাবে এই জগৎকে নিদ্রোত্থিত পুরুষের মতো দেখেছেন। হে দীনবন্ধু! মুক্ত পুরুষদেরও আশ্রয় নেবার উপযুক্ত আপনার শ্রীচরণ কোন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই ভুলতে পারে না॥ ৩ ॥ সংসর্গ-জনিত যে সুখ নরকতুল্য যোনিতেও পাওয়া যায়, সেই শবের ন্যায় দেহ থেকে উপভোগ্য সেই বিষয়াদির সুখ যে ব্যক্তি

মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নিরয়েঽপি নৃণাম্॥ ৪ ॥
যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিং ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ৫ ॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ৬ ॥
তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥ ৭ ॥

আকাঙ্ক্ষা করে এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসার থেকে মোক্ষপ্রদানকারী কল্পবৃক্ষরূপ আপনাকে ব্যতীত অন্য কারোকে যে ব্যক্তি উপাসনা করে, তার বুদ্ধি অতি অবশ্যই আপনার মায়াদ্বারা ভ্রষ্ট হয়েছে॥ ৪ ॥ আপনার চরণকমল ধ্যান করলে অথবা আপনার ভক্তদের কথামৃত শুনলে প্রাণীরা যে আনন্দলাভ করে, তা আপনার স্বরূপভূত ব্রহ্মেও পাওয়া যায় না ; তাহলে কালরূপী তরবারির দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং স্বর্গের বিমান থেকে পতিত সেই পুরুষদের ওই সুখপ্রাপ্তির তো কোন প্রশ্নই নেই॥ ৫ ॥ সুতরাং হে অনন্ত ! আপনাতে নিরন্তর ভক্তিভাব পোষণ করেন যেসব মহাপুরুষ, তাঁদের সঙ্গেই যেন আমার মেলামেশা হয়, যাতে আমি আপনার গুণগান ও কথামৃত পান করে মত্ত হয়ে এই নানা দুঃখপূর্ণ সংসার-সাগর অতি সহজেই পার হতে পারি॥ ৬ ॥ হে কমলনাভ ! আপনার চরণকমলের সুগন্ধে যার চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে, সেই মহাপুরুষের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠতা করে, হে ঈশ ! তারা তাদের প্রিয় শরীর এবং শরীর সম্পর্কিত পুত্র-মিত্র-গৃহ-স্ত্রী প্রভৃতিকে স্মরণও করে না॥ ৭ ॥

তির্যঙ্‌নগদ্বিজসরীসৃপদেবদৈত্য-
মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ॥ ৮ ॥
কল্পান্ত এতদখিলং জঠরেণ গৃহ্ণন্
শেতে পুমান্ স্বদৃগনন্তসখস্তদঙ্কে।
যন্নাভিসিন্ধুরুহকাঞ্চনলোকপদ্ম-
গর্ভে দ্যুমান্ ভগবতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ॥ ৯ ॥
ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্ বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥ ১০ ॥
যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি

হে অজ ! আমি বর্তমান পশু ইত্যাদি তির্যগ্ যোনি, পর্বত, পক্ষী, সর্প, দেবতা, দৈত্য এবং মনুষ্য প্রভৃতিতে পূর্ণ ও মহৎ-তত্ত্বাদি নানাকারণাদি সম্পাদিত আপনার এই সদসৎস্বরূপ স্থূল শরীরকেই শুধু জানি। এর অতীত আপনার যে পরম স্বরূপ, যেখানে বাণী প্রবেশ করেনা, তা আমি জানি না॥ ৮ ॥ হে প্রভু ! কল্পের শেষে যে স্বয়ং প্রকাশ পরমপুরুষ ভগবান এই সম্পূর্ণ জগৎকে নিজ জঠরে লীন করে শেষনাগের সাহায্যে তার অঙ্গে শয়ন করেন এবং যাঁর নাভিসিন্ধু থেকে প্রকটিত সর্বলোকের উৎপত্তিস্থান স্বর্ণময় কমলথেকে পরম তেজশালী ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, সেই পরম-পুরুষ আপনাকে আমি প্রণাম করি॥ ৯ ॥ হে প্রভু ! আপনি জীবাত্মা থেকে আলাদা অর্থাৎ পুরুষোত্তম। কারণ আপনি নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ, চেতন, আত্মা, নির্বিকার, আদিপুরুষ, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন, ত্রিলোকের স্বামী এবং নিজ দৃষ্টিতে বুদ্ধির নানা অবস্থা অখণ্ডরূপে অবলোকনকারী। জগতের স্থিতির জন্য আপনিই যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুরূপে অবস্থিত॥ ১০ ॥ যাঁর হাতে বিদ্যা-অবিদ্যা ইত্যাদি বিরুদ্ধ

বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ।
তদ্ ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ ১১ ॥
সত্যাঽঽশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ।
অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে
ধ্রুবকৃত-ভগবৎস্তুতিঃ সম্পূর্ণা।

—— • ——

৩৫—শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রম্

শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতন চক্রপাণে
ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্তে।

গতিসম্পন্ন নানা শক্তি ক্রমশঃ অহর্নিশ প্রকটিত হচ্ছে, সেই বিশ্বের উৎপত্তিকারক এক, অনন্ত, আদ্য, আনন্দমাত্র এবং নির্বিকার ব্রহ্মের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১১ ॥ হে ভগবন্! 'আপনি পরম পুরুষার্থস্বরূপ'—এইরূপ মনে করে যে নিষ্কামভাবে নিত্য আপনার ভজনা করে, সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তের কাছে রাজ্যাদি ভোগের থেকে পুরুষার্থস্বরূপ আপনার চরণকমল লাভ করাই হলো ভজনাদির যথার্থ ফল। যদিও এই কথাই ঠিক তাহলেও গাভী যেমন সদ্যোজাত বৎসকে দুগ্ধপান করায় এবং ব্যাঘ্রাদির গ্রাস থেকে রক্ষাও করে, সেইরূপ ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য আপনি আমাদের মত সকাম ভক্তদের কামনা পূর্ণ করে সংসার-সাগর থেকেও রক্ষা করেন॥ ১২ ॥

(ভাগবতে কথিত ধ্রুব-স্তুতি)

—— • ——

হে অতি শোভায়মান ক্ষীরসমুদ্রে নিবাসকারী, হস্তে চক্রধারণকারী,

যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১ ॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-
সঙ্ঘট্টিতাঙ্‌ঘ্রিকমলামলকান্তিকান্ত।
লক্ষ্মীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস। লক্ষ্মী.॥ ২ ॥
সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে
মারোগ্রভীকরমৃগপ্রবরার্দিতস্য।
আর্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য। লক্ষ্মী.॥ ৩ ॥
সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং
সম্প্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য। লক্ষ্মী.॥ ৪ ॥
সংসারসাগরবিশালকরালকাল-
নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।

শেষনাগের মণিদ্বারা দেদীপ্যমান মনোহর মূর্তিসম্পন্ন ! হে যোগীশ ! হে সনাতন ! হে শরণাগতবৎসল ! হে সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ ! হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ ! আমাকে তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ১ ॥ তোমার অমল চরণকমল ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ এবং সূর্যের কিরীটিতে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে। হে লক্ষ্মীদেবীর কুচকমলের রাজহংস শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ ! আমাকে তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ২ ॥ হে মুরারি ! সংসাররূপ গভীর বনে বিচরণকারী কামদেবরূপ অতি উগ্র ও ভয়ানক সিংহ দ্বারা আক্রান্ত এবং ঈর্ষারূপ তাপে সন্তপ্ত এই আর্তকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ৩ ॥ সংসাররূপ অত্যন্ত ভয়ানক এবং অগাধ কূপের মধ্যে পতিত হয়ে যে বহুপ্রকার দুঃখরূপ সর্পে ভীতসন্ত্রস্ত ও দীন হয়েছে, সেই অতিকৃপণ ও বিপদ্গ্রস্ত আমাকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহদেব ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ৪ ॥ সংসারসাগরে অতি করাল ও মহাকালরূপ নক্র এবং

ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্মিনিপীড়িতস্য। লক্ষ্মী.॥ ৫ ॥

সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম-

শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।

আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো। লক্ষ্মী.॥ ৬ ॥

সংসারসর্পঘনবক্ত্রভয়োগ্রতীব্র-

দংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্তেঃ।

নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে। লক্ষ্মী.॥ ৭ ॥

সংসারদাবদহনাতুরভীকরোরু-

জ্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহস্য।

ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য। লক্ষ্মী.॥ ৮ ॥

সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস

সর্বেন্দ্রিয়ার্তবড়িশার্থঝষোপমস্য।

মকরের গ্রাসে যার শরীর নিগৃহীত হচ্ছে এবং বিষয়াসক্তি ও রসনারূপ তরঙ্গমালায় যে অত্যন্ত পীড়িত, সেই আমাকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও॥ ৫ ॥ হে দয়াল ! পাপ যার বীজ, অনন্ত কর্ম যার অসংখ্য শাখা, ইন্দ্রিয়াদি পত্রস্বরূপ, কামদেব পুষ্প আর দুঃখই যার ফল, সেই সংসারূপ বৃক্ষে আরোহণ করে আমি পতিত হচ্ছি, এইরূপ আমাকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ। তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ৬ ॥ এই সংসার সর্পের বিকট মুখের ভীতিপ্রদ উগ্র দন্তের করাল বিষে দগ্ধ হয়ে বিনষ্টিভূত আমাকে হে গরুড়বাহন, ক্ষীরসাগরে শয্যা গ্রহণকারী, শৌরি শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ, তুমি তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ৭ ॥ সংসাররূপ দাবানলের দাহে আতুর এবং তার ভয়ঙ্কর ও বিশাল দাহে যার প্রতি লোম লোম দগ্ধ হচ্ছে, যে আপনার চরণ-কমলরূপ সরোবরের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেই আমাকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ৮ ॥ হে জগন্নিবাস ! সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ ফাঁসে বড়িশ (মাছধরার কাঁটা) বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায়

প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য। লক্ষ্মী.॥ ৯ ॥
সংসারভীকরকরীন্দ্রকরাভিঘাত-
নিষ্পিষ্টমর্মবপুষঃ সকলার্তিনাশ।
প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য। লক্ষ্মী.॥ ১০ ॥
অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য
চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য। লক্ষ্মী.॥ ১১ ॥
লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো
বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দন বাসুদেব
দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্॥ ১২ ॥
যন্মায়য়োর্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহ-
মগ্নার্থমত্র নিবহোরুকরাবলম্বম্।

সংসারপাশে আবদ্ধ হয়ে যার তালু এবং মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেই আমাকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ৯ ॥ হে সকলার্তিনাশন! সংসাররূপ ভয়ানক গজরাজের শুঁড়ের আঘাতে যার মর্মস্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং যে প্রাণপ্রয়াণের ন্যায় সংসারে জন্ম-মৃত্যু ভয়ে ব্যাকুল, সেই আমাকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ১০ ॥ হে প্রভু! ইন্দ্রিয় নামক প্রভাবশালী তস্কর যার বিবেকরূপ পরমধন হরণ করে মোহরূপ অন্ধকূপের গর্তে ফেলে দিয়েছে, সেই আমার ন্যায় অন্ধকে হে লক্ষ্মীনৃসিংহ! তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ১১ ॥ হে লক্ষ্মীপতে! হে কমলনাভ! হে দেবেশ্বর! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমলনয়ন! হে ব্রহ্মণ্য! হে কেশব! হে জনার্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! আমার ন্যায় দীনকে তোমার করকমলে আশ্রয় দাও ॥ ১২ ॥ যার স্বরূপ মায়াদ্বারা প্রকটিত, সেই সংসারপ্রবাহে নিমগ্ন পুরুষদের জন্য ইহলোকে দৃঢ়

লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন
স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৩৬—প্রহ্লাদকৃতনৃসিংহস্তোত্রম্

প্রহ্লাদ উবাচ

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ
সত্ত্বৈকতানমতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ।
নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রুঃ
কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ॥ ১ ॥

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥ ২ ॥

বাহুর অবলম্বনের ন্যায় অতি সুখপ্রদ স্তোত্র এই পৃথিবীতে লক্ষ্মীনৃসিংহের চরণকমলের উদ্দেশ্যে মধুকররূপ শ্রীশঙ্করাচার্য রচনা করেছেন॥ ১৩ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

—— • ——

প্রহ্লাদ বললেন—যাঁদের বুদ্ধি শুধুমাত্র সত্ত্বগুণেই অবস্থিত, সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি এবং সিদ্ধগণও অনর্গল স্তুতিবাক্য দ্বারা, অনন্ত গুণাদির জন্য এখনও যাঁকে আরাধনা করতে সক্ষম হননি, সেই ভগবান হরির আমার ন্যায় উগ্র দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণকারী দৈত্যের ওপর কীভাবে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব ? ॥ ১ ॥ আমার মনে হয় ধন, কৌলিন্য, রূপ, তপস্যা, বিদ্যা, ওজঃ, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও যোগ—এ সকল গুণের কোনোটিই

বিপ্রাদ্দ্বিষড্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৩ ॥
নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ৪ ॥
তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন॥ ৫ ॥

পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনার সাধন হতে পারে না ; আর ভক্তির জন্য সেই ভগবান্ গজেন্দ্রের ওপরও প্রসন্ন হয়েছিলেন॥ ২ ॥ যে ব্রাহ্মণ উপরিউক্ত দ্বাদশ গুণসম্পন্ন, কিন্তু ভগবান কমলনাভের চরণকমলের প্রতি বিমুখ, তার থেকে আমি তো সেই চণ্ডালকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করব যিনি মন, বাক্য, কর্ম, ধন ও প্রাণ শ্রীহরিতেই নিয়োজিত করেছেন ; তিনি নিজের কুলকেও পবিত্র করেন কিন্তু অতিশয় সম্মানযুক্ত ব্রাহ্মণ তা পারেন না॥ ৩ ॥ (এর দ্বারা এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের পূজা করার প্রয়োজনীয়তা নেই) ভগবান নিজেই পূর্ণস্বরূপ, তুচ্ছ ব্যক্তিদের দ্বারা তিনি মান-সম্মানের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। শুধুমাত্র করুণাপরবশ হয়েই তিনি তাঁর ভক্তদের পরিচর্যা স্বীকার করে নেন, (এতেও সেই উপাসকদেরই লাভ হয়ে থাকে) কারণ যেভাবে নিজ মুখশোভা (দর্পণে যা দেখা যায়) প্রতিবিম্বকেই সুশোভিত করে, সেইভাবে ভক্ত ভগবানকে যেমন সম্মান প্রদর্শন করে, সে (ভগবৎ - প্রতিবিম্বস্বরূপ) তাই প্রাপ্ত হয়॥ ৪ ॥ সুতরাং যদিও আমি নীচ, তা সত্ত্বেও

সর্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো
ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্বিজন্তঃ।
ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য
বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ॥ ৬ ॥
তদ্‌যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য
মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা।
লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে
রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি॥ ৭ ॥
নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্য-
জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ।
আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেসরশঙ্কুকর্ণা-
ন্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ ॥ ৮ ॥

আমি নিঃশঙ্কচিত্তে নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী সর্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করছি, যাঁর ফলে অবিদ্যাবশতঃ সংসারচক্রে আবদ্ধ মানুষ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়॥ ৫ ॥ হে ঈশ! এই ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ সত্ত্বস্বরূপ আপনার নির্দেশের অনুবর্তন করে থাকেন ; আমি দৈত্যদের মতো আপনাকে দ্বেষ করি না এবং হে ভগবন্! আপনি আপনার মনোহর অবতারদ্বারা যেসব লীলা করে থাকেন, তা সবই জগতের কল্যাণ, উদ্ভব এবং আত্মানন্দের জন্যই হয়ে থাকে॥ ৬ ॥ সুতরাং আপনি এবার আপনার ক্রোধ শান্ত করুন ; কেননা অসুরের সংহার হয়েছে। হে দেব! সাপ এবং বিছার মত দংশনকারী প্রাণীকে মেরে ফেললে সাধুপুরুষগণও আনন্দ লাভ করেন। অতএব এই অসুরের সংহারে আনন্দিত সর্বলোক আপনার ক্রোধ শান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। হে নৃসিংহ! ভয়মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ আপনার রূপ স্মরণ করে থাকে॥ ৭ ॥ হে অজিত! যাঁর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুখ ও জিভ, সূর্যের মতো দীপ্তিমান চোখ, উগ্র ভ্রূকুটি ও দাঁত, গলায় নাড়ী-ভুঁড়ি জড়ানো, রক্তাক্ত চেহারা এবং সোজা লম্বা কান, যাঁর সিংহগর্জনে দিগ্‌গজও ভীত সন্ত্রস্ত হয়,

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাদ্গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু॥ ৯ ॥
যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসযোগজন্ম-
শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ।
দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং
ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্॥ ১০ ॥
সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥ ১১ ॥
বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ

যিনি নখাগ্রে শত্রুকে বিদীর্ণ করেন, আপনার ওই উগ্র ভয়ঙ্কর রূপও আমাকে ভীত করে না॥ ৮ ॥ হে দীনবৎসল ! আমি তো অত্যন্ত উগ্র এবং দুঃসহ সংসারচক্রের দুঃখে ভীত হচ্ছি, যেখানে কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে হিংস্র জীবেদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। হে শ্রেষ্ঠতম ! আপনি কবে প্রসন্ন হয়ে আমাকে আপনার মোক্ষপ্রদ ও শরণদায়ক চরণে ডেকে নেবেন ? ॥ ৯ ॥ হে ভূমন্ ! আমি সকল যোনিতেই প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয়ের সংযোগে উদ্ভূত শোকানলে সন্তপ্ত হয়ে থাকি ; সেই দুঃখের যা ঔষধ (ইষ্টপ্রাপ্তি) তা-ও দুঃখই, তাই আমি দেহাদি অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিকরে চিরকাল ঘুরে মরছি, সুতরাং আপনি আমাকে আপনার দাস্যভাবের উপদেশ প্রদান করুন॥ ১০ ॥ হে নৃসিংহ ! আপনি সকলের প্রিয়, সুহৃদ এবং শ্রেষ্ঠ দেবতা ; আপনার দাস্যভাব প্রাপ্ত হয়ে আপনার চরণকমলে নিবাসকারী জ্ঞানীদের সঙ্গে বসবাস করে গুণাদি মুক্ত হয়ে ব্রহ্মা কথিত আপনার লীলাকথা কীর্তন করে অতি সহজেই সংসারসাগর পার হয়ে যাব ॥ ১১ ॥ হে নৃসিংহ ! ইহলোকে সন্তপ্ত

নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎ প্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্॥ ১২ ॥
যস্মিন্‌যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্-
যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্ স্বভাবঃ
সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্॥ ১৩ ॥
মায়া মনঃ সৃজতি কর্মময়ং বলীয়ঃ
কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ।
ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং
সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেত্ত্বদন্যঃ॥ ১৪ ॥
স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না
কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।

ব্যক্তিদের দুঃখনিবৃত্তির যে উপায় মনে করা হয়, তা আপনাকে উপেক্ষা করলে এক ক্ষণের জন্যই হয় (কিছুই স্থায়ী হয় না)। বালকের কাছে তার বাবা-মা, রোগীর কাছে ঔষধ এবং সমুদ্রে ডুবন্ত মানুষের কাছে নৌকা সর্বদাই সহায়ক নাও হতে পারে (অর্থাৎ এগুলি থাকলেও বিপরীত ফল হতে দেখা যায়)॥ ১২ ॥ হে ভগবন্ ! (ব্রহ্মাদি) প্রাচীন অথবা (তাঁর প্রেরিত মাতা-পিতা প্রভৃতি) অর্বাচীন কর্তার দ্বারা যার যার ভাগ্য অনুযায়ী যা কিছু উৎপন্ন-বিনাশ, ভালো-মন্দ সম্পাদিত হয়, সেসবই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন আপনারই রূপ॥ ১৩ ॥ হে প্রভু ! পুরুষের অনুমতিক্রমে, কালের দ্বারা গুণাদিতে ক্ষোভ হলে মায়া মনঃপ্রধান লিঙ্গদেহ সৃষ্টি করে যা অত্যন্ত বলবান, কর্মময়, বৈদিক কর্মকলাপে আসক্ত এবং অবিদ্যাদ্বারা প্রভাবিত (মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা—এই) ষোড়শ বিকারযুক্ত ; অতএব হে অজ প্রভো ! আপনার থেকে ভিন্ন এমন কে আছে যে এই (মনরূপ) সংসারচক্র পার হতে সক্ষম॥ ১৪ ॥ হে প্রভু ! আপনি আপনার চৈতন্যশক্তির দ্বারা সমস্ত

চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে
নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্॥ ১৫ ॥
দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-
মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যাঞ্জনোঽয়ম্।
যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জিতেন লুলিতাঃ স তু তে নিরস্তঃ॥ ১৬ ॥
তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥ ১৭ ॥
কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ
ক্বেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ।
নির্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্

গুণের ওপর নিত্য বিজয়লাভ করে কালরূপে সমস্ত সাধ্য এবং সাধনকে নিজের বশে রাখেন, হে ঈশ্বর ! আমি মায়াদ্বারা এই ষোড়শ বিকারযুক্ত সংসারচক্রে পড়ে (ইক্ষুদণ্ডের মত) পিষ্ট হচ্ছি। হে প্রভু ! কৃপা করে আপনার এই শরণাগতকে আপনার কাছে টেনে নিন॥ ১৫ ॥ হে বিভু ! বিষয়ী লোকেরা যা আকাঙ্ক্ষা করে, সেই স্বর্গলোকে প্রাপ্তব্য সমস্ত লোকপালদের আয়ু, ঐশ্বর্য ও বিভূতি আমি খুব ভাল করে দেখেছি। এইসব তো আমার পিতার ক্রোধযুক্ত হাস্যের ভ্রূকুটিবিলাসে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর এখন আপনি তাকেও মেরে দিয়েছেন॥ ১৬ ॥ সুতরাং জীবকুলের ভোগের পরিণাম জেনে আমি ব্রহ্মারও আয়ু, বৈভব এবং ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত ভোগাদি আকাঙ্ক্ষা করি না ; কারণ এই সবই পরম পরাক্রমী কালরূপ পরমেশ্বর দ্বারা গ্রস্ত। অতএব আপনি আমাকে আপনার দাসেদের নিকট নিয়ে চলুন॥ ১৭ ॥ আহা ! কোথায় শুধু শ্রবণেই সুখদায়ক মৃগতৃষ্ণারূপ বিষয়ভোগ আর কোথায়

কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্দুরাপৈঃ॥ ১৮ ॥

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মি-

জ্ঞাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।

ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া

যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥ ১৯ ॥

নৈষা পরাবরমতির্ভবতো ননু স্যা-

জ্জন্তোর্যথাঽঽত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।

সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ

সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্॥ ২০ ॥

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে

কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ।

কৃত্বাঽঽত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ

সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্॥ ২১ ॥

সমস্ত রোগাদির উৎপত্তিস্থান এই দেহ ! মানুষ এসবের অসারতা এবং ক্ষণভঙ্গুরতার কথা জেনেও, বহু আয়াসসাধ্য (ভোগরূপ) এই মধুদ্বারা তাদের ভোগেচ্ছারূপ অগ্নি শান্ত করার চেষ্টা করে। এতে বৈরাগ্য হয় না॥ ১৮ ॥ হে ঈশ ! কোথায় এই তমঃপ্রধান অসুরকুলে রজোগুণ হতে উদ্ভূত আমি, আর কোথায় আপনার কৃপা ! আপনার প্রসাদস্বরূপ (এবং সকল সন্তাপহারী) করকমল যা কখনও আপনি ব্রহ্মা, মহাদেব কিংবা লক্ষ্মীর মস্তকেও রাখেননি, তাই আমার মস্তকে রেখেছেন॥ ১৯ ॥ অন্য সাধারণ মানুষের মত (ব্রহ্মা এবং আমার মত প্রাণীতে) আপনার দৃষ্টি কখনও উচ্চ-নীচ (ভেদযুক্ত) হতে পারে না ; কারণ আপনি সমস্ত জগতের আত্মা এবং সুহৃদ। (তা সত্ত্বেও আপনার কৃপাতে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার কারণ হলো) কল্পবৃক্ষের মত আপনার কৃপাও সেবাদ্বারা লাভ হয়—সেবা অনুসারেই আপনি কৃপা করে থাকেন—উচ্চ-নীচ ভেবে নয়॥ ২০ ॥ হে ভগবন্ ! সংসাররূপ সর্পময় গর্তে আমিও অন্যান্য বিষয় বাসনালোলুপ ব্যক্তিদের ন্যায়

মৎপ্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ
মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্‌।
খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু-
স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি॥ ২২ ॥
একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যত্ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ॥ ২৩ ॥
ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো
মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্‌যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণং চ
তদ্বৈ তদেব বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ॥ ২৪ ॥

পতন্মুখ ছিলাম। সেই সময় দেবর্ষি নারদ আমাকে নিজের মনে করে অনুগৃহীত করেছিলেন। (তাঁরই কৃপায় আমি আজ আপনার দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি) অতএব আমি কীকরে আপনার ভক্তদের সেবা থেকে নিবৃত্ত হব ? ॥ ২১ ॥ হে অনন্ত ! আমার বাবা অন্যায়পূর্বক হাতে খড়্গ তুলে বলেছিলেন 'আমি ছাড়া যদি আর কোন ঈশ্বর থাকেন, তিনি যেন তোকে রক্ষা করেন—আমি তোর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করব' সেই সময় আপনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন এবং পিতাকে বধ করেছিলেন—আমি মনে করি, তা আপনি আপনার ভক্ত নারদের বাক্য সত্য করার জন্যই করেছেন॥ ২২ ॥ হে প্রভু ! এই সমস্ত জগৎই আপনি, কারণ (সত্যস্বরূপ হওয়ায়) এর আদি এবং অন্তে (কারণ ও অবধিরূপে) আপনিই থাকেন এবং মধ্যেও (অধিষ্ঠানরূপে) আপনিই অবস্থিত। আপনি নিজ মায়াদ্বারা গুণাদির পরিণামস্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করে, এতে অনুপ্রবেশ করে সেই গুণাদির (সৃষ্টি-প্রলয় ইত্যাদি) কারণে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন॥ ২৩ ॥ হে ঈশ ! এই সৎ (কার্য) অসৎ

ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্বিলয়াম্বুমধ্যে
শেষেঽত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্র-
স্তুর্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে॥ ২৫ ॥

তস্যৈব তে বপুরিদং নিজকালশক্ত্যা
সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্মণ আত্মগূঢ়ম্।
অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্বিরমৎসমাধে-
র্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটবন্মহাব্জম্॥ ২৬ ॥

তৎসম্ভবঃ কবিরতোঽন্যদপশ্যমান-
স্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং স্ববহির্বিচিন্ত্য।
নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো

(কারণ)রূপ সমস্ত জগৎ আপনিই, কিন্তু আপনি (এর আদি এবং অন্তে বিরাজ করায়) এর থেকে ভিন্ন। সুতরাং 'এটি আমার —এটি অপরের' এরূপ অর্থহীন বুদ্ধিই হল মায়া ; কারণ যার যা হতে উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও প্রকাশ হয়, সে তেমনই হয়ে থাকে ; অতএব যেমন (কার্যরূপ) বৃক্ষ এবং (কারণরূপ) বীজ দুই-ই গন্ধতন্মাত্রারূপ, তেমনই এই সমস্ত জগৎও আপনিই॥ ২৪ ॥ হে প্রভু ! এই নিখিল বিশ্বকে আপনি আপনার মধ্যে সম্বরণ করে আত্মসুখে নির্লিপ্ত হয়ে প্রলয়কালীন জলে শয্যা গ্রহণ করেছেন। সেই সময় যোগের সাহায্যে বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ করে আত্মস্বরূপের প্রকাশের নিদ্রা জয় করে আপনি তুরীয়ভাবে অবস্থান করেন—আপনি তমোযুক্তও হন না এবং বিষয়ও ভোগ করেন না॥ ২৫ ॥ নিজ কালশক্তির দ্বারা প্রকৃতির গুণকে সক্রিয়কারী যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—সেই আপনারই স্বরূপ। প্রথমে এটি আপনাতেই নিহিত ছিল ; প্রলয়কালীন জলে শেষ (অনন্ত) শয্যা ত্যাগ করে আপনি যোগনিদ্রারূপ সমাধি থেকে যখন উত্থিত হলেন, তখন আপনার নাভি থেকে বটের বীজ হতে উৎপন্ন মহাবৃক্ষের ন্যায় অতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকমল উৎপন্ন হয়॥ ২৬ ॥ তার থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মা যখন সেই

জাতেঽঙ্কুরে কথমু হোপলভেত বীজম্॥ ২৭ ॥
স ত্বাত্ময়োনিরতিবিস্মিত আশ্থিতোঽব্জং
কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ।
ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং
ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ॥ ২৮ ॥
এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু-
নাসাস্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্।
মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসন্নিবেশং
দৃষ্ট্বা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ॥ ২৯ ॥
তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং চ বিভ্রদ্
বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ।
হত্বাঽঽনয়চ্ছ্রুতিগণাংস্তু রজস্তমশ্চ
সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি॥ ৩০ ॥

কমল ব্যতীত আর কিছু দেখতে পেলেন না, তখন বীজরূপে নিজের ব্যাপ্তি থেকে স্বয়ংকে ভিন্ন মনে করে শত বৎসর ধরে জলের ভেতর তার উদ্‌গম স্থান অনুসন্ধান করতে থাকেন, কিন্তু তিনি কিছুই খুঁজে পেলেন না। কেননা একথা ঠিক যে, অঙ্কুর উৎপন্ন হলে (তাতে পরিব্যাপ্ত) বীজকে কোন ব্যক্তিই পৃথকরূপে দেখতে পায় না॥ ২৭ ॥ তখন আত্মযোনি শ্রীব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সেই কমলের ওপর উপবিষ্ট হলেন। হে ঈশ ! পরে বহুকাল তীব্র তপস্যা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে, পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত গন্ধতন্মাত্রাময় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভূত, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপে নিজের দেহে ওতপ্রোতভাবে থাকা আপনার দর্শন লাভ হয়॥ ২৮ ॥ এই প্রকার সহস্র বদন, পদ, মস্তক, হস্ত, উরু, নাসিকা, কর্ণ, নয়ন, ভূষণাদি ও আয়ুধে সজ্জিত চতুর্দশ লোকরূপ অবয়ববিভূষিত আপনার মায়াময় বিরাট রূপ দর্শন করে ব্রহ্মা পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন॥ ২৯ ॥ তারপর আপনি হয়গ্রীবরূপ ধারণ পূর্বক অত্যন্ত প্রবল এবং

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ৩১ ॥
নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥ ৩২ ॥
জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ৩৩ ॥

বেদদ্রোহী রজোগুণ-তমোগুণসম্পন্ন মধু-কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে বধ করে সত্ত্বগুণরূপ সমস্ত বেদ ব্রহ্মাকে সমর্পণ করেন। সুতরাং সত্ত্বগুণকেই আপনার প্রিয়তমরূপ বলা হয়॥ ৩০ ॥ হে পরমপুরুষ ! এইভাবে আপনি মানুষ, তির্যক, ঋষি, দেবতা এবং মৎস্য ইত্যাদি অবতাররূপ ধারণ করে সমগ্র বিশ্বকে পালন করেন ও জগতের বিদ্রোহীদের সংহার করেন। প্রত্যেক যুগেই আপনি অবতাররূপ গ্রহণ করে, সেই যুগ-ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে (অবতার না হয়ে) আপনি গুপ্তভাবে থাকেন, তাই আপনি 'ত্রিযুগ' নামেও প্রসিদ্ধ॥ ৩১ ॥ হে বৈকুণ্ঠপতি ! আমার মন অতি অসৎ, দোষ-কলুষিত, কামাতুর এবং হর্ষ-বিষাদ-ভয় ও ত্রিবিধ এষণায় ব্যাকুল, আপনার লীলা-চরিত্রে তার কোনো প্রীতিই নেই। এরূপ কলুষিত চিত্ত নিয়ে আমার মতো দীন কীকরে আপনার স্বরূপ চিন্তা করবে ? ॥ ৩২ ॥ হে অচ্যুত ! যেমন সপত্নীগণ তাদের স্বামীকে যে যার নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করে, তেমনই আমার রসনা একদিকে, উপস্থ দ্বিতীয় দিকে, ত্বক্-উদর-কর্ণ তৃতীয় দিকে, ঘ্রাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অন্য আর একদিকে এবং কর্মেন্দ্রিয় ভিন্ন দিকে

এবং স্বকর্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-
মন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্।
পশ্যঞ্জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং
হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥ ৩৪ ॥
কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস
উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ।
মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্তবন্ধো
কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ॥ ৩৫ ॥
নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢান্॥ ৩৬ ॥

আকর্ষিত করে॥ ৩৩ ॥ নিজ নিজ কর্মানুসারে এই সংসার রূপ বৈতরণীতে পতিত এবং একে অপরের দ্বারা জন্ম-মৃত্যু এবং ভক্ষ্যরূপে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত তথা প্রিয়-অপ্রিয় মানুষের প্রতি সখ্যতা বা শত্রুতাকারী মূঢ় ব্যক্তিদের উদ্ধারকারী হে ভগবন্! আপনি এবার এদের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন॥ ৩৪ ॥ হে অখিলগুরু ! আপনি সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পালনকর্তা। হে ভগবন্! এদের সকলকে উদ্ধার করা আপনার পক্ষে এমন আর কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার ! হে দীনবন্ধু ! মূঢ়দের ওপরেই তো মহাপুরুষগণের কৃপা থাকা উচিত ; আপনার প্রিয় ভক্তদের সেবাকারী আমাদের মতো মানুষদের তার (কৃপার) কী প্রয়োজন ? (আমরা তো সেই ভক্তদেরসেবা করেই ভব-সাগর পার হতে পারব)॥ ৩৫ ॥ হে প্রভু ! যার পার হওয়া অন্যদের পক্ষে কষ্টসাধ্য, সেই সংসাররূপ বৈতরণী পার হতে আমার কোনো ভয় নেই ; কারণ আমার চিত্ত আপনার প্রেমরূপ পরমামৃত পান করে মগ্ন থাকে, আমার চিন্তা তো সেই সব মূর্খদের নিয়ে যারা সেই অমৃতে বিমুখ হয়ে ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কুটুম্বপরিজনের ভার বহন করে থাকে॥ ৩৬ ॥

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ৩৭ ॥
যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ।
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ ৩৮ ॥
মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥ ৩৯ ॥

হে দেব! মুনি-ঋষিগণ প্রায়শঃই নিজ নিজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একান্তে থেকে মৌনব্রত পালন করেন, অন্যের হিতের জন্য এঁরা তত ব্যস্ত নন। কিন্তু যারা সংসারে ঘুরে মরছে, সেই সকল অভাগা দীনজনদের ছেড়ে দিয়ে শুধু নিজের মুক্তি লাভে আমি ইচ্ছুক নই। আপনি ছাড়া এই উদ্‌ভ্রান্তদের উদ্ধারকারী দ্বিতীয় কাউকে দেখা যায় না॥ ৩৭ ॥ হে প্রভু! গৃহস্থের কাছে মৈথুনে যে সুখ তা চুলকানির সঙ্গে তুলনীয়। চুলকানির সময় হাত দিয়ে চুলকালে (প্রথমে ভালো লাগলেও পরে) যেমন তার অস্বস্তি বেড়ে যায়, এই ভোগও তেমনই তুচ্ছ। বহু দুঃখ ভোগ করলেও এই হতভাগ্যরা এতে তৃপ্ত হয় না। ধৈর্যশীল ব্যক্তিই চুলকানির মত কামের বেগ সহন করতে সক্ষম হন॥ ৩৮ ॥ হে পরমপুরুষ! মৌনব্রত, শাস্ত্রশ্রবণ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, স্বধর্মপালন, শাস্ত্র আলোচনা, একান্তসেবন, জপ ও সমাধি—মোক্ষের জন্য এই যে দশটি সাধন, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই একে জীবিকা উপার্জনের উপায় রূপে গ্রহণ করে; তাছাড়া দাম্ভিক ব্যক্তিদের পক্ষেও কখনও জীবিকার মাধ্যম হয় আবার (দম্ভ দূর হলে) কখনো (দম্ভ প্রকাশ পেলে) তাও হয় না॥ ৩৯ ॥

রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচিন্বতে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ॥ ৪০ ॥

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্॥ ৪১ ॥

নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে
সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-
মেবং বিমৃশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥ ৪২ ॥

বেদে বীজ ও অঙ্কুরকে কার্য ও কারণের সমান বলে জানিয়েছেন যে এই দুটি আপনারই রূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি রূপরহিত ; কিন্তু এগুলি ব্যতীত আপনাকে জানার আর কোনও পথও নেই। যোগীগণ কাষ্ঠে নিহিত অগ্নির ন্যায় ভক্তিযোগের সাহায্যে এই (কার্য ও কারণ) দুটিতে আপনাকেই প্রত্যক্ষ করেন ; কারণ আপনি ছাড়া এদের কোনো পৃথক অস্তিত্ব থাকে না॥ ৪০ ॥ হে ভূমন্ ! বায়ু-অগ্নি-পৃথিবী-আকাশ-জল-পঞ্চতন্মাত্রা-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-চিত্ত-অহংকার তথা স্থূল-সূক্ষ্ম-সমগ্র জগৎ—সবই একমাত্র আপনিই। অধিক কি ! যেসব পদার্থ মন বা বাক্যের বিষয় তার মধ্যে কোনোটিই আপনার থেকে পৃথক নয়॥ ৪১ ॥ কিন্তু হে মহান্ কীর্তিকারী ! এই সত্ত্বাদিগুণ, গুণাদির পরিণাম মহত্তত্ত্বাদি এবং দেবতা ও মন-বুদ্ধিসহ মানবকুল প্রভৃতি কেউই আপনাকে জানে না ; কারণ এ সবই আদি-অন্তযুক্ত । আপনি 'এইপ্রকার'—তা জেনেও পণ্ডিতগণ শব্দদ্বারা তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন॥ ৪২ ॥ হে পূজ্যতম ! প্রণাম, স্তুতি, সর্বকর্মার্পণ, উপাসনা, চরণ-ধ্যান ও কথাশ্রবণ—এই ছয় প্রকারে আপনাকে বিধিমতো পূজা না করে

তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ
কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং
ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥ ৪৩ ॥

নারদ উবাচ

এতাবদ্বর্ণিতগুণো ভক্ত্যা ভক্তেন নির্গুণঃ।
প্রহ্লাদং প্রণতং প্রীতো যতমন্যুরভাষত॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥ ৪৫ ॥
মামপ্রীণত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি॥ ৪৬ ॥
প্রীণন্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্বভাবেন সাধবঃ।
শ্রেয়স্কামা মহাভাগাঃ সর্বাসামাশিষাং পতিম্॥ ৪৭ ॥

পরমহংসগণের প্রাপ্ত আপনার প্রতি যে অচলা ভক্তি, সাধারণ মানুষ তা কি করে পেতে পারে ? (অতএব আপনার প্রতি যাতে ভক্তি হয়—আমাকে সেই দাস্যভাব প্রদান করুন)॥ ৪৩ ॥ শ্রীনারদ বললেন—হে রাজন্ ! ভক্ত প্রহ্লাদ এইভাবে ভক্তিপূর্বক গুণাদি বর্ণনা করায় সেই নির্গুণ ভগবানের ক্রোধ শান্ত হল এবং তিনি বিনয়ী প্রহ্লাদকে প্রসন্নবদনে বললেন॥ ৪৪ ॥ হে প্রহ্লাদ ! তোমার মঙ্গল হোক। হে অসুরশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন। তুমি তোমার ইচ্ছামতো বর প্রার্থনা কর, আমি মানুষের সকল কামনা পূর্ণ করি॥ ৪৫ ॥ হে আয়ুষ্মন্ ! যে ব্যক্তি আমাকে প্রসন্ন করতে পারে না, তার পক্ষে আমার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যখন সে আমার দর্শন পায় তখন তার আর কোনো কিছুর জন্য দুঃখ থাকে না॥ ৪৬ ॥ আমি সকল শুভ-ইচ্ছা পূর্ণ করি, তাই জিতেন্দ্রিয় এবং নিজ কল্যাণকামী মহাভাগ সাধুগণ

এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ ভগবতি নৈচ্ছৎ তানসুরোত্তমঃ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তমস্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে প্রহ্লাদকৃত-নৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সর্বতোভাবে আমাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করেন॥ ৪৭ ॥ এইভাবে সমগ্র জগৎকে প্রলোভিত করার মতো বরপ্রদানের লোভ দেখালেও অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বর প্রার্থনা করেন নি, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের অনন্য ভক্ত॥ ৪৮ ॥

ওঁ

রামস্তোত্রাণি

৩৭—শ্রীরামরক্ষাস্তোত্রম্

ওঁ অস্য শ্রীরামরক্ষাস্তোত্রমন্ত্রস্য বুধকৌশিক ঋষিঃ শ্রীসীতারামচন্দ্রো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সীতা শক্তিঃ শ্রীমান্ হনুমান্ কীলকং শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থে রামরক্ষাস্তোত্রজপে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানম্

ধ্যায়েদাজানুবাহুং ধৃতশরধনুষং বদ্ধপদ্মাসনস্থং
পীতং বাসো বসানং নবকমলদলস্পর্ধিনেত্রং প্রসন্নম্।
বামাঙ্কারূঢ়সীতামুখকমলমিলল্লোচনং নীরদাভং
নানালঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামণ্ডলং রামচন্দ্রম্॥

স্তোত্রম্

চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
একৈকমক্ষরং পুংসাং মহাপাতকনাশনম্॥ ১ ॥

এই রামরক্ষাস্তোত্র মন্ত্রের ঋষি বুধকৌশিক, সীতা এবং রামচন্দ্র দেবতা, অনুষ্টুপ ছন্দ, শ্রীমান হনুমান কীলক এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রসন্নতার জন্য রামরক্ষাস্তোত্রের জপে বিনিয়োগ করা হয়।

ধ্যান—যিনি তীর-ধনুক ধারণ করে আছেন, বদ্ধপদ্মাসনে বিরাজমান, পীতাম্বর পরিহিত, যাঁর প্রসন্ন নয়ন নূতন কমলদলকে লজ্জা দেয় এবং বামে বিরাজমান শ্রীসীতার মুখকমলে মিলিত—সেই আজানুবাহু, মেঘশ্যাম, নানা অলংকারে বিভূষিত ও বিশাল জটাজূটসমন্বিত শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান কর।

শ্রীরঘুনাথের চরিত্র শতকোটিবিস্তৃত এবং তার প্রত্যেকটি অক্ষরও

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্।
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥ ২ ॥
সাসিতূণধনুর্বাণপাণিং নক্তংচরান্তকম্।
স্বলীলয়া জগৎত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্॥ ৩ ॥
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্বকামদাম্।
শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ॥ ৪ ॥
কৌসল্যেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী।
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ॥ ৫ ॥
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ।
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্মুকঃ॥ ৬ ॥
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ।
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ॥ ৭ ॥
সুগ্রীবেশঃ কটী পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ।

মানুষের মহাপাপ নাশ করে॥ ১ ॥ যিনি নীলকমলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কমলনয়ন, জটাসমূহের মুকুটে শোভিত, খড়্গ-তূণীর-ধনুক-বাণধারী, রাক্ষসদের সংহারকারী এবং জগৎরক্ষার জন্য যিনি নিজ লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই অজ এবং সর্বব্যাপী শ্রীরামকে জানকী ও লক্ষ্মণসহ স্মরণ করে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্বকামপ্রদা এবং পাপবিনাশিনী এই রামরক্ষাস্তোত্র যেন পাঠ করেন। আমার মস্তককে রাম এবং ললাটকে দশরথাত্মজ রক্ষা করুন॥ ২-৪ ॥ কৌশল্যা-নন্দন নেত্রদ্বয় রক্ষা করুন, বিশ্বামিত্রপ্রিয় সুরক্ষিত রাখুন দুই কানকে, যজ্ঞরক্ষক ঘ্রাণকে এবং সৌমিত্রিবৎসল মুখকে রক্ষা করুন॥ ৫ ॥ আমার রসনাকে বিদ্যানিধি, কণ্ঠকে ভরতবন্দিত, স্কন্ধদ্বয়কে দিব্যায়ুধ এবং বাহুদ্বয়কে ভগ্নেশকার্মুক (মহাদেবের ধনুভঙ্গকারী) রক্ষা করুন॥ ৬ ॥ হাতকে সীতাপতি, হৃদয়কে জামদগ্ন্যজিৎ (পরশুরামের পরাজিতকারী), মধ্যভাগকে খরধ্বংসী (খর নাম রাক্ষসনাশকারী) এবং নাভিকে জাম্ববদাশ্রয় (জাম্ববানের আশ্রয়স্বরূপ) রক্ষা করুন॥ ৭ ॥ কোমরকে

ঊরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ॥ ৮ ॥
জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ॥ ৯ ॥
এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ॥ ১০ ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ॥ ১১ ॥
রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিং চ বিন্দতি॥ ১২ ॥
জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্।
যঃ কণ্ঠে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ॥ ১৩ ॥
বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং স্মরেৎ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্॥ ১৪ ॥

সুগ্রীবেশ (সুগ্রীবের স্বামী), দুই সক্‌থিকে (হাঁটুর উপরিভাগকে) হনুমৎপ্রভু এবং উরুদ্বয়কে রাক্ষসকুলবিনাশক রঘুশ্রেষ্ঠ রক্ষা করুন॥ ৮ ॥ জানুদ্বয়কে সেতুকৃৎ, জঙ্ঘাদ্বয়কে দশমুখান্তক (রাবণকে হত্যাকারী), চরণদ্বয়কে বিভীষণশ্রীদ (বিভীষণকে ঐশ্বর্যপ্রদানকারী) এবং সম্পূর্ণ শরীরকে শ্রীরাম রক্ষা করুন॥ ৯ ॥ যে পুণ্যবান ব্যক্তি রামবলসমৃদ্ধ এই রক্ষামন্ত্র পাঠ করেন, তিনি দীর্ঘায়ু, সুখী, পুত্রবান, বিজয়ী এবং বিনয়সম্পন্ন হন ॥ ১০ ॥ যেসব জীব পাতাল, পৃথিবী অথবা আকাশে বিচরণ করে এবং যারা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, তারা রামনামে সুরক্ষিত পুরুষকে দেখতেও সক্ষম হয় না॥ ১১ ॥ 'রাম', 'রামভদ্র', 'রামচন্দ্র' এই নামগুলি স্মরণ করলে মানুষ পাপে লিপ্ত হয় না এবং ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি জগৎ বিজয়কারী একমাত্র মন্ত্র রামনামে সুরক্ষিত এই স্তোত্র কণ্ঠে ধারণ করেন (অর্থাৎ কণ্ঠস্থ করে নেন), সম্পূর্ণ সিদ্ধি তাঁর হস্তগত হয়॥ ১৩ ॥ যে ব্যক্তি 'বজ্রপঞ্জর' নামক এই রামকবচ স্মরণ করেন, তাঁর নির্দেশ কখনও উল্লঙ্ঘন করা যায় না

আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরঃ।
তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ॥ ১৫ ॥
আরামঃ কল্পবৃক্ষাণাং বিরামঃ সকলাপদাম্।
অভিরামস্ত্রিলোকানাং রামঃ শ্রীমান্স নঃ প্রভুঃ॥ ১৬ ॥
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥ ১৭ ॥
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥ ১৮ ॥
শরণ্যৌ সর্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্বধনুষ্মতাম্।
রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘূত্তমৌ॥ ১৯ ॥
আত্তসজ্জধনুষাবিষুস্পৃশাবক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ।
রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃপথি সদৈব গচ্ছতাম্॥ ২০ ॥
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা।
গচ্ছন্মনোরথান্নশ্চ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ॥ ২১ ॥

এবং সেই ব্যক্তির সর্বত্র জয় ও মঙ্গল প্রাপ্তি হয়॥ ১৪ ॥ শ্রীশঙ্কর রাত্রিকালে স্বপ্নে যেভাবে এই রামরক্ষাস্তোত্র লেখার আদেশ দিয়েছিলেন শ্রীবুধকৌশিক প্রাতঃকালে জেগে উঠে সেইভাবেই লিখে গেছেন॥ ১৫ ॥ যিনি কল্পবৃক্ষের উদ্যানরূপ, সমস্ত বিপত্তির অন্তকারী, যিনি ত্রিলোকে পরমসুন্দরপুরুষ, সেই শ্রীমান রামই আমার প্রভু ॥ ১৬ ॥ যাঁরা তরুণ, রূপবান, সুকুমার, মহাবলী, কমলনয়ন, চীরবস্ত্র এবং কৃষ্ণমৃগচর্মধারী, ফলাহারী, সংযমী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সকল জীবের শরণাশ্রয়, সকল ধনুর্ধারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং রাক্ষসকুলনাশক—সেই রঘুশ্রেষ্ঠ দশরথকুমার রাম এবং লক্ষ্মণ দুই ভাই আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৭-১৯ ॥ যাঁরা সন্ধানকারী ধনুক ধারণ করে আছেন, যাঁরা বাণ স্পর্শ করে আছেন এবং অক্ষয় বাণ যুক্ত তূণীরসম্পন্ন, সেই রাম এবং লক্ষ্মণ আমাকে রক্ষা করতে সর্বদা আমার অগ্রগামী হোন॥ ২০ ॥ সর্বদা উদ্যত, কবচধারী, খড়্গধারী, ধনুর্বাণধারী এবং

রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী।
কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌসল্যেয়ো রঘূত্তমঃ॥ ২২ ॥
বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণপুরুষোত্তমঃ।
জানকীবল্লভঃ শ্রীমানপ্রমেয়পরাক্রমঃ॥ ২৩ ॥
ইত্যেতানি জপন্নিত্যং মদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
অশ্বমেধাধিকং পুণ্যং সম্প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥ ২৪ ॥
রামং দূর্বাদলশ্যামং পদ্মাক্ষং পীতবাসসম্।
স্তুবন্তি নামভির্দিব্যৈর্ন তে সংসারিণো নরাঃ॥ ২৫ ॥
রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণার্ণবং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥ ২৬ ॥
রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।

যুবাবস্থাসম্পন্ন ভগবান রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অগ্রগামী হয়ে আমার মনোরথ পূর্ণ করুন॥ ২১ ॥ (ভগবান বলেন যে) রাম, দাশরথি, শূর, লক্ষ্মণানুচর, বলী, কাকুৎস্থ, পুরুষ, পূর্ণ, কৌসল্যেয়, রঘূত্তম, বেদান্তবেদ্য, যজ্ঞেশ, পুরুষোত্তম, জানকীবল্লভ, শ্রীমান এবং অপ্রমেয়পরাক্রম—এই সব নামগুলি প্রতিদিন জপ করলে আমার ভক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অধিক ফল লাভ করে, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই॥ ২২-২৪ ॥ যাঁরা দুর্বাদলশ্যাম, কমলনয়ন, পীতাম্বরধারী, ভগবান রামের এই দিব্য নামগুলি স্তব করেন, তাঁরা সংসারচক্রে আবদ্ধ হন না॥ ২৫ ॥ লক্ষ্মণের অগ্রজ, রঘুকুলের শ্রেষ্ঠ, সীতাপতি, অত্যন্ত সুন্দর ককুৎস্থকুলনন্দন, করুণাসাগর, গুণনিধান, ব্রাহ্মণভক্ত, পরমধার্মিক, রাজরাজেশ্বর, সত্যনিষ্ঠ, দশরথপুত্র, শ্যাম ও সৌম্যমূর্তি, সর্বলোকের মধ্যে যিনি সুন্দর, রঘুকুলতিলক, রাঘব, রাবণারি ভগবান রামের আমি বন্দনা করি॥ ২৬ ॥ রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র,

রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥ ২৭ ॥
শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রণকর্কশ রাম রাম শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম॥ ২৮
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ মনসা স্মরামি শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ বচসা গৃণামি।
শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শিরসা নমামি শ্রীরামচন্দ্রচরণৌ শরণং প্রপদ্যে॥ ২৯
মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ স্বামী রামো মৎসখা রামচন্দ্রঃ।
সর্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালুর্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥ ৩০ ॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণো যস্য বামে চ জনকাত্মজা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং বন্দে রঘুনন্দনম্॥ ৩১ ॥
লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং রাজীবনেত্রং রঘুবংশনাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং তং শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে॥ ৩২ ॥
মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।

বিধাতৃস্বরূপ, রঘুনাথ প্রভু সীতাপতিকে আমি নমস্কার করি॥ ২৭ ॥ হে রঘুনন্দন শ্রীরাম! হে ভরতাগ্রজ ভগবান রাম! হে রণধীর প্রভু রাম! আপনি আমার আশ্রয় হোন॥ ২৮ ॥ আমি অন্তর থেকে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্মরণ করি, শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল কীর্তন করি, তাঁর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম করি এবং তাঁর চরণে শরণ গ্রহণ করি॥ ২৯ ॥ রাম আমার মাতা, রাম আমার পিতা, রাম আমার প্রভু এবং রামই আমার সখা। দয়াময় রামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব ; তাঁকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না—কাউকে নয়॥ ৩০ ॥ যাঁর দক্ষিণদিকে শ্রীলক্ষ্মণ, বামভাগে জানকীমাতা এবং সম্মুখে শ্রীহনুমান বিরাজ করেন, সেই শ্রীরঘুনাথের আমি বন্দনা করি॥ ৩১ ॥ যিনি সর্বলোকের মধ্যে সুন্দর, রণক্রীড়াতে বীর, কমলনয়ন, রঘবংশনায়ক, করুণামূর্তি এবং করুণার ভাণ্ডার, আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি॥ ৩২ ॥ যাঁর মনের

বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে॥ ৩৩ ॥
কূজন্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥ ৩৪ ॥
আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥ ৩৫ ॥
ভর্জনং ভববীজানামর্জনং সুখসম্পদাম্।
তর্জনং যমদূতানাং রামরামেতি গর্জনম্॥ ৩৬ ॥
রামো রাজমণিঃ সদা বিজয়তে রামং রমেশং ভজে
রামেণাভিহতা নিশাচরচমূ রামায় তস্মৈ নমঃ।
রামান্নাস্তি পরায়ণং পরতরং রামস্য দাসোঽস্ম্যহং
রামে চিত্তলয়ঃ সদা ভবতু মে ভো রাম মামুদ্ধর॥ ৩৭ ॥

সমান গতি এবং বায়ুর ন্যায় বেগ, যিনি পরম জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই পবননন্দন বানরাগ্রগণ্য শ্রীরামদূতের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ৩৩ ॥ কবিতাময়ী শাখায় উপবেশন করে মধুর অক্ষরে 'রাম-রাম' এই মধুর নাম যিনি কূজন করেন, সেই বাল্মীকিরূপ কোকিলের আমি বন্দনা করি॥ ৩৪ ॥ বাধা-বিপত্তিনাশকারী, সর্বপ্রকার ধন-সম্পত্তি প্রদানকারী, লোকাভিরাম ভগবান রামকে আমি বারংবার প্রণাম করি॥ ৩৫ ॥ 'রাম-রাম' এই শব্দ উচ্চারণ করা হলে সমস্ত সংসারবীজকে নষ্ট করা হয়, সমস্ত সুখ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও যমদূতেদের ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়॥ ৩৬ ॥ রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম সর্বদা বিজয়প্রাপ্ত হন। আমি লক্ষ্মীপতি ভগবান রামের ভজনা করি। যে শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ রাক্ষসসেনা ধ্বংস করেছিলেন, আমি তাঁকে প্রণাম করি। রামের থেকে বড়ো আর কোনো আশ্রয় নেই। আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রের দাস। আমার চিত্ত যেন সর্বদা রামেতেই মগ্ন থাকে, হে রাম ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন॥ ৩৭ ॥

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবুধকৌশিকমুনিবিরচিতং শ্রীরামরক্ষাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৩৮—শ্রীব্রহ্মদেবকৃতা শ্রীরামস্তুতিঃ

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং ত্বামধ্যাত্মজ্ঞানিভিরন্তর্হৃদি ভাব্যম্।
হেয়াহেয়দ্বন্দ্ববিহীনং পরমেকং সত্তামাত্রং সর্বহৃদিস্থং দৃশিরূপম্॥ ১
প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি রুদ্ধ্বা ছিত্ত্বা সর্বং সংশয়বন্ধং বিষয়ৌঘান্।
পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতয়স্তং বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিভাসম্॥ ২
মায়াতীতং মাধবমাদ্যং জগদাদিং মানাতীতং মোহবিনাশং মুনিবন্দ্যম্।
যোগিধ্যেয়ং যোগবিধানং পরিপূর্ণং বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্॥ ৩

(শ্রীমহাদেব মাতা পার্বতীকে বলেছেন)—হে সুমুখি ! রামনাম বিষ্ণুসহস্র-নামের সঙ্গে তুলনীয়। আমি সর্বদা 'রাম, রাম, রাম' এইভাবে মনোরম রামনামেই রমণ করে থাকি॥ ৩৮ ॥

(শ্রীবুধকৌশিকমুনি রচিত)

শ্রীব্রহ্মা বললেন—যিনি সমস্ত প্রাণীর স্থিতির কারণ, আত্মজ্ঞানীদের দ্বারা হৃদয়ে ধ্যান করার যোগ্য, ত্যাজ্য এবং গ্রাহ্যরূপ দ্বন্দ্বরহিত, সকলের অতীত, অদ্বিতীয়, সত্তামাত্র, সকলের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সাক্ষীস্বরূপ—সেই ভগবান বিষ্ণুদেবকে আমি প্রণাম করি॥ ১ ॥ মোহশূন্য সন্ন্যাসীরা একনিষ্ঠ বুদ্ধিদ্বারা প্রাণ ও অপানকে হৃদয়ে রুদ্ধ করে এবং নিজেদের সমস্ত সংশয়বন্ধন এবং বিষয়-বাসনাগুলিকে ছিন্ন করে যে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন, সেই রত্নকিরীটধারী, সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ভগবান রামকে আমি প্রণাম করি॥ ২ ॥ যিনি মায়ার অতীত, লক্ষ্মীপতি, সকলের আদি কারণ, জগতের

ভাবাভাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুখ্যৈ-র্যোগাসক্তৈরর্চিতপাদাম্বুজযুগ্মম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনন্তং প্রণবাখ্যং বন্দে রামং বীরমশেষাসুরদাবম্॥ ৪
ত্বং মে নাথো নাথিতকার্যাখিলকারী মানাতীতো মাধবরূপোঽখিলধারী।
ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী যোগাভ্যাসৈর্ভাবিতচেতঃসহচারী॥ ৫
ত্বামাদ্যন্তং লোকততীনাং পরমীশং লোকানাং নো লৌকিকমানৈরধিগম্যম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাভাবসমেতৈর্ভজনীয়ং বন্দে রামং সুন্দরমিন্দীবরনীলম্॥ ৬
কো বা জ্ঞাতুং ত্বামতিমানং গতমানং মায়াসক্তো মাধব শক্তো মুনিমান্যম্।
বৃন্দারণ্যে বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুখকন্দম্॥ ৭

উৎপত্তিস্থান, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত, মোহনাশকারী, মুনি-ঋষিদের বন্দনীয়, যোগিগণের ধ্যানের যোগ্য, যোগমার্গের প্রবর্তক, সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দপ্রদানকারী, সেই পরমসুন্দর রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৩ ॥ যিনি ভাব ও অভাবরূপ উভয় প্রকার প্রতীতিরহিত এবং যাঁর যুগলচরণকমল যোগপরায়ণ শঙ্করাদি পূজা করে থাকেন এবং যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও অনন্ত, সমস্ত দানবের কাছে দাবানলস্বরূপ—সেই ওঙ্কারনামক বীরবর রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৪ ॥ হে রাম ! আপনি আমার প্রভু এবং সকল প্রার্থিত কার্য পূর্ণকারী, আপনি দেশ ও কালের পরিমাপ বর্জিত, নারায়ণস্বরূপ, অখিল বিশ্ব ধারণ করে আছেন, ভক্তির দ্বারা প্রাপণীয়, আপনার স্বরূপ ধ্যান করলে ভয় দূর হয় তথা আপনি যোগাভ্যাসের দ্বারা শুদ্ধ চিত্তে বিহার করেন॥ ৫ ॥ এই লোকপরম্পরার আপনি আদি ও অন্ত (অর্থাৎ উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান), সমগ্র লোকের মহেশ্বর, কোনো লৌকিক প্রমাণাদির সাহায্যেও আপনাকে জানা যায় না। ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ ভজনদ্বারা আপনাকে জানতে পারেন, সেই নীলকমলের ন্যায় শ্যামসুন্দর শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি॥ ৬ ॥ হে লক্ষ্মীপতি ! আপনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত এবং সর্বতোভাবে মানববর্জিত । মায়াসক্ত কোন প্রাণীই আপনাকে জানতে সক্ষম নয়। আপনি উপমারহিত এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক পূজিত এবং (কৃষ্ণাবতার কালে) বৃন্দাবনে অখিল দেবগণের বন্দনাকারী,

নানাশাস্ত্রৈর্বেদকদম্বৈঃ প্রতিপাদ্যং নিত্যানন্দং নির্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্।
মৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপন্নং বন্দে রামং মরকতবর্ণং মথুরেশম্॥ ৮
শ্রদ্ধাযুক্তো যঃ পঠতীমং স্তবমাদ্যং ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মর্ত্যঃ।
রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং ধ্যাত্বা ধ্যাতা পাতকজালৈর্বিগতঃ স্যাৎ॥ ৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশসর্গে শ্রীব্রহ্মদেবকৃতা
শ্রীরামস্তুতিঃ সম্পূর্ণা।

৩৯—জটায়ুকৃতশ্রীরামস্তোত্রম্

জটায়ুরুবাচ

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং সকলজগৎ স্থিতিসংযমাদিহেতুম্।
উপরমপরমং পরাত্মভূতং সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রম্॥ ১ ॥

রামরূপে শিবাদি দেবগণ দ্বারা পূজিত ; এই আনন্দঘন ভগবান রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৭ ॥ যিনি নানা শাস্ত্র ও বেদসমূহে প্রতিপাদিত, নিত্য আনন্দস্বরূপ, নির্বিকল্প, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনাদি, যিনি আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানুষের রূপ ধারণ করেছেন, সেই মরকতমণির ন্যায় নীলবর্ণ মথুরানাথ[১] ভগবান রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৮ ॥ এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কামনা পূর্ণকারী শ্যামমূর্তি রামের ধ্যান করত ব্রহ্মা কথিত এই ব্রহ্মজ্ঞানবিধায়ক আদ্যস্তোত্র শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, সেই ধ্যানশীল ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাপরাশি থেকে মুক্ত হন॥ ৯ ॥

(শ্রীব্রহ্মাকৃত রামস্তুতি)

জটায়ু বললেন—যিনি অগণিত গুণশালী, অপ্রমেয়, জগতের আদি কারণ এবং জগতের স্থিতি, লয় ইত্যাদির হেতু, সেই পরম শান্তস্বরূপ

---

[১]এখানে ভগবান রামকে মথুরানাথ বলে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে অভিন্ন বোঝানো হয়েছে।

নিরবধিসুখমিন্দিরাকটাক্ষং ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্।
নরবরমনিশং নতোঽস্মি রামং বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্॥ ২ ॥
ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্।
শরণদমনিশং সুরাগমূলে কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে॥ ৩ ॥
ভববিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং ভবমুখদৈবদৈবতং দয়ালুম্।
দনুজপতিসহস্রকোটিনাশং রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপদ্যে॥ ৪ ॥
অবিরতভবভাবনাতিদূরং ভববিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্।
ভবজলধিসুতারণাঙ্ঘ্রিপোতং শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে॥ ৫ ॥
গিরিশগিরিসুতামনোনিবাসং গিরিবরধারিণমীহিতাভিরামম্।
সুরবরদনুজেন্দ্রসেবিতাঙ্ঘ্রিং সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে॥ ৬ ॥
পরধনপরদারবর্জিতানাং পরগুণভূতিষু তুষ্টমানসানাম্।

পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের আমি নিরন্তর বন্দনা করি॥ ১ ॥ যিনি অসীম আনন্দময় এবং শ্রীকমলাদেবীর কটাক্ষের আশ্রয় এবং যিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবগণের দুঃখনিবারণকারী, সেই ধনুর্বাণধারী বরদায়ক নরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে আমি অহর্নিশ প্রণাম করি॥ ২ ॥ যিনি ত্রিলোকে সর্বাপেক্ষা রূপবান, সকলের স্তবনীয়, শত-সহস্র সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, বাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী, সেই শরণপ্রদ এবং ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে বসবাসকারী শ্রীরঘুনাথকে আমি অহর্নিশ প্রণাম করি॥ ৩ ॥ যাঁর নাম সংসাররূপ অরণ্যের নিকট দাবানলের ন্যায়, যিনি মহাদেবাদি দেবগণের পূজ্য দেবতা, যিনি শত কোটি দানবকে দলন করে থাকেন, যমুনার ন্যায় শ্যামবর্ণ, সেই দয়াময় শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করি॥ ৪ ॥ যিনি সংসারে আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে বহু দূর এবং সংসার-বিরাগ মুনি-ঋষিদের সর্বদা দৃষ্টির গোচরে থাকেন আর যাঁর চরণরূপ নৌকা সংসার সাগর পার করে, আমি সেই শ্রীরঘুনাথের শরণ গ্রহণ করি॥ ৫ ॥ যিনি শ্রীমহাদেব এবং পার্বতীর মন মন্দিরে বিরাজ করেন, যাঁর লীলা অতি মনোহারিণী, দেব ও অসুরপতিগণ যাঁর চরণকমলের সেবা করেন, সেই গিরিবরধারী দেবগণের বরদাতা রঘুনায়কের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ৬ ॥

পরহিতনিরতাত্মনাং সুসেব্যং রঘুবরমম্বুজলোচনং প্রপদ্যে॥ ৭ ॥
স্মিতরুচিরবিকাসিতাননাব্জমতিসুলভং সুররাজনীলনীলম্।
সিতজলরুহচারুনেত্রশোভং রঘুপতিমীশগুরোর্গুরুং প্রপদ্যে॥ ৮ ॥
হরিকমলজশম্ভুরূপভেদাত্ত্বমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুবৃত্তঃ।
রবিরিব জলপূরিতোদপাত্রেম্বমরপতিস্তুতিপাত্রমীশমীডে ॥ ৯ ॥
রতিপতিশতকোটিসুন্দরাঙ্গং শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্।
যতিপতিহৃদয়ে সদা বিভাতং রঘুপতিমার্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে॥ ১০ ॥
ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য প্রসন্নোঽভূদ্রঘূত্তমঃ।
উবাচ গচ্ছ ভদ্রং তে মম বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ১১ ॥
শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেদ্বা নিয়তঃ পঠেৎ।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ॥ ১২ ॥

যিনি পরধন এবং পরস্ত্রী থেকে সর্বদা দূরে থাকেন, অপরের গুণ ও বিভূতি দেখে প্রসন্ন হন, নিত্যপরোপকারপরায়ণ, মহাত্মাগণ দ্বারা সুসেবিত—সেই কমলনয়ন শ্রীরঘুনাথের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ৭ ॥ যাঁর মুখকমল মধুর হাস্যে বিকশিত, যিনি ভক্তদের কাছে অত্যন্ত সুলভ, যাঁর দেহকান্তি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় সুন্দর নীলবর্ণ, যাঁর মনোহর নেত্র শ্বেত কমলের ন্যায় শোভাসম্পন্ন, শ্রীগুরু মহাদেবের পরম গুরু শ্রীরঘুনাথের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ৮ ॥ হে প্রভো ! জলপূর্ণ পাত্রে যেমন একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিন গুণাদির বৃত্তির জন্য আপনিই বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বররূপে উদ্‌ভাসিত। হে ঈশ ! আপনি দেবরাজ ইন্দ্রেরও স্তুতির পাত্র, আমি আপনার স্তুতি করি॥ ৯ ॥ আপনার দিব্য দেহ শত কোটি কামদেবের থেকেও সুন্দর, শতশত মায়ায় আবদ্ধ লোকেদের থেকে আপনি বহু দূরে আর যতীশ্বরদের হৃদয়ে আপনি সদা বিরাজমান। সেই আর্তিহর প্রভু রঘুনাথের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১০ ॥ জটায়ু এইভাবে স্তুতি করায় শ্রীরঘুনাথ তাঁর ওপর প্রসন্ন হয়ে বললেন—'জটায়ু ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি আমার পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করো' ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি আমার এই

ইতি রাঘবভাষিতং তদা শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো দ্বিজঃ।
রঘুনন্দনসাম্যমাস্থিতঃ প্রযযৌ ব্রহ্মসুপূজিতং পদম্॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডেঽষ্টমে সর্গে
জটায়ুকৃতশ্রীরামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৪০—ইন্দ্রকৃতশ্রীরামস্তোত্রম্

ইন্দ্র উবাচ

ভজেঽহং সদা রামমিন্দীবরাভং ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্।
ভবানী হৃদা ভাবিতানন্দরূপং ভবাভাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্॥ ১
সুরানীকদুঃখৌঘনাশৈকহেতুং নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্।
পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্॥ ২

স্তোত্র একাগ্রচিত্তে শুনবে, লিখবে অথবা পাঠ করবে, সে আমার সারূপ্য-পদ লাভ করে এবং মৃত্যুকালে আমি তার স্মরণে থাকি॥ ১২ ॥ পক্ষিরাজ জটায়ু শ্রীরঘুনাথের এই কথা অত্যন্ত হর্ষের সঙ্গে শোনেন এবং তাঁর মতো রূপ ধারণ করে ব্রহ্মাদি লোকপালপূজিত পরমধামে গমন করেন॥ ১৩ ॥

(জটায়ুকৃত শ্রীরামস্তুতি)

—— • ——

ইন্দ্র বললেন—যিনি নীলকমলের ন্যায় আভাযুক্ত, সংসাররূপ বনের কাছে যাঁর নাম দাবানলের ন্যায়, শ্রীপার্বতীমাতা যাঁর আনন্দস্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান করেন, যিনি (জন্ম-মৃত্যুরূপ) সংসার থেকে মুক্তিপ্রদান করেন এবং শঙ্করাদি দেবতাদের আশ্রয়, সেই ভগবান রামের আমি ভজনা করি॥ ১ ॥ যিনি দেবমণ্ডলের দুঃখসমূহ নাশ করার একমাত্র কারণ, যিনি মনুষ্যরূপধারী, আকারহীন এবং স্তুতি করার যোগ্য, পৃথিবীর ভার হ্রাসকারী, সেই পরমানন্দরূপ পরমেশ্বর পূজনীয় ভগবান রামকে আমি ভজনা করি॥ ২ ॥

প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং প্রপন্নার্তিনিঃশেষনাশাভিধানম্।
তপোযোগযোগীশভাবাভিভাব্যং কপীশাদিমিত্রং ভজে রামমিত্রম্॥ ৩
সদা ভোগভাজাং সুদূরে বিভান্তং সদা যোগভাজামদূরে বিভান্তম্।
চিদানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং বিদেহাত্মজানন্দরূপং প্রপদ্যে॥ ৪
মহাযোগমায়াবিশেষানুযুক্তো বিভাসীশ লীলানরাকারবৃত্তিঃ।
ত্বদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ সদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে॥ ৫
অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো ন বেদাখিলেশাভিমানাভিমানঃ।
ইদানীং ভবৎপাদপদ্মপ্রসাদাৎ ত্রিলোকাধিপত্যাভিমানো বিনষ্টঃ॥ ৬
স্ফুরদ্রত্নকেয়ূরহারাভিরামং ধরাভারভূতাসুরানীকদাবম্।
শরচ্চন্দ্রবক্ত্রং লসৎপদ্মনেত্রং দুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্॥ ৭

যিনি শরণাগতকে সর্বপ্রকার আনন্দ দান করেন এবং তাদের আশ্রয়, যাঁর নাম শরণাগত ভক্তদের সমস্ত দুঃখ নাশ করে, বড়ো বড়ো যোগী ঋষিগণ যাঁর তপ ও যোগ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন এবং যিনি সুগ্রীবাদির মিত্র, সেই মিত্ররূপ ভগবান রামের আমি ভজনা করি॥ ৩ ॥ যিনি ভোগপরায়ণ ব্যক্তিদের থেকে সর্বদা দূরে থাকেন এবং যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সমীপে বিরাজ করেন, জানকীমাতার আনন্দস্বরূপ—সেই চিদানন্দঘন শ্রীরঘুনাথকে আমি সর্বদা ভজনা করি॥ ৪ ॥ হে ভগবন্! আপনি আপনার যোগমায়ার গুণাদিযুক্ত হয়ে লীলার দ্বারা মনুষ্যরূপে প্রতীত হচ্ছেন। যিনি আপনার এই আনন্দময় লীলা-কথায় তৃপ্তি লাভ করেন, তিনিই জগতে নিত্যানন্দরূপে বিরাজ করেন॥ ৫ ॥ হে প্রভু! আমি সম্মান ও সোমপানের কারণে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলাম, নিজেকে সকলের শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কারবশতঃ আমি আমার থেকে বেশী কাউকে ভাবতাম না। এখন আপনার শ্রীচরণের কৃপায় আমার সেই ত্রিলোকের অধিপতির অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে॥ ৬ ॥ যিনি উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারে ভূষিত, পৃথিবীর ভাররূপ রাক্ষসসৈন্যদের কাছে দাবানলের ন্যায় ভয়ঙ্কর, যাঁর শরৎ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ এবং অত্যন্ত মনোহর নেত্রদ্বয়, যাঁর আদি ও অন্ত কোনোকিছুই জানা যায় না, সেই শ্রীরঘুনাথকে আমি ভজনা করি॥ ৭ ॥ যাঁর

সুরাধীশনীলাভ্রনীলাঙ্গকান্তিং বিরাধাদিরক্ষোবধাল্লোকশান্তিম্।
কিরীটাদিশোভং পুরারাতিলাভং ভজে রামচন্দ্রং রঘূণামধীশম্॥ ৮
লসচ্চন্দ্রকোটিপ্রকাশাদিপীঠে সমাসীনমঙ্গে সমাধায় সীতাম্।
স্ফুরদ্ধেমবর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসাং ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তার্তিতন্দ্রম্॥ ৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশসর্গে
ইন্দ্রকৃতশ্রীরামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৪১—শ্রীরামাষ্টকম্

কৃতার্তদেববন্দনং দিনেশবংশনন্দনম্।
সুশোভিভালচন্দনং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ১ ॥
মুনীন্দ্রযজ্ঞকারকং শিলাবিপত্তিহারকম্।
মহাধনুর্বিদারকং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ২ ॥

দেহের শ্যামকান্তি ইন্দ্রনীলমণি ও নবজলধর মেঘের ন্যায়, যিনি বিরাধ ইত্যাদি নানা রাক্ষস বধ করে সমস্ত জগতে শান্তি স্থাপনা করেছেন, সেই কিরীটি ইত্যাদিতে সুশোভিত এবং শ্রীমহাদেবের পরমধন রঘুকুলেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি॥ ৮ ॥ যিনি স্বর্ণের ন্যায় তেজোময় এবং বিদ্যুতের মতো কান্তিসম্পন্না সীতাদেবীকে ক্রোড়ে নিয়ে কোটি চন্দ্রের মতো দেদীপ্যমান সিংহাসনে বিরাজমান, সেই দুঃখ ও আলস্যবর্জিত ভগবান রামকে আমি ভজনা করি॥ ৯ ॥

(ইন্দ্রকৃত রামস্তুতি)

আর্ত দেবগণ যাঁর বন্দনা করেছেন, যিনি সূর্যবংশের আনন্দবর্ধনকারী এবং যাঁর ললাটে চন্দন সুশোভিত, সেই পরমেশ্বর শ্রীরামকে আমি প্রণাম করি॥ ১ ॥ যিনি মুনিরাজ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সুসম্পন্নকারী, পাষাণময়ী

স্বতাতবাক্যকারিণং তপোবনে বিহারিণম্।
করে সুচাপধারিণং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ৩ ॥
কুরঙ্গমুক্তসায়কং জটায়ুমোক্ষদায়কম্।
প্রবিদ্ধকীশনায়কং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ৪ ॥
প্লবঙ্গসঙ্গসম্মতিং নিবদ্ধনিম্নগাপতিম্।
দশাস্যবংশসঙ্ক্ষতিং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ৫ ॥
বিদীনদেবহর্ষণং কপীপ্সিতার্থবর্ষণম্।
স্ববন্ধুশোককর্ষণং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ৬ ॥
গতারিরাজ্যরক্ষণং প্রজাজনার্তিভক্ষণম্।
কৃতাস্তমোহলক্ষণং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ৭ ॥
হৃতাখিলাচলাভরং স্বধামনীতনাগরম্।
জগত্তমোদিবাকরং নমামি রামমীশ্বরম্॥ ৮ ॥

অহল্যার কষ্ট নিবারণকারী এবং শ্রীশংকরের মহান ধনুর্ভঙ্গকারী, সেই পরমেশ্বর শ্রীরামকে আমি প্রণাম করি॥ ২ ॥ যিনি পিতার বাক্যরক্ষাকারী, হস্তে তীরধনুকসহ তপোবনে বিচরণকারী, সেই পরমেশ্বর রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৩ ॥ যিনি মায়ামৃগতে শরসংযোজন করেছিলেন, জটায়ুকে মোক্ষপ্রদান করেছিলেন এবং কপিরাজ বালীকে বধ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৪ ॥ যিনি বানরদের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলেন, সমুদ্রে সেতু বন্ধন করেছিলেন, রাবণের বংশ ধ্বংস করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৫ ॥ যিনি অত্যন্ত দীন দেবতাদের প্রসন্ন করে থাকেন, বানরদের কামনা পূরণ করেন এবং মিত্রদের শোক শান্ত করেন, আমি সেই পরমেশ্বর রামকে প্রণাম করি॥ ৬ ॥ যিনি শত্রুহীন নিষ্কণ্টক রাজ্যের পালক, প্রজাগণের ভীতির আশ্রয়, মোহ নিবৃত্তিকারী, সেই পরমেশ্বর রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৭ ॥ যিনি সারা জগতের ভার হরণ করেছেন, যিনি সকল নগরবাসীদের নিজধামে আশ্রয় প্রদান করেন এবং জগৎরূপ অন্ধকারের কাছে সূর্যস্বরূপ, সেই পরমেশ্বর

ইদং সমাহিতাত্মনা নরো রঘূত্তমাষ্টকম্।
পঠন্নিরন্তরং ভয়ং ভবোদ্ভবং ন বিন্দতে॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং শ্রীরামাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৪২—শ্রীসীতারামাষ্টকম্

ব্রহ্মমহেন্দ্রসুরেন্দ্রমরুদ্গণরুদ্রমুনীন্দ্রগণৈরতিরম্যং
ক্ষীরসরিৎপতিতীরমুপেত্য নুতং হি সতামবিতারমুদারম্।
ভূমিভরপ্রশমার্থমথ প্রথিতপ্রকটীকৃতচিদ্ঘনমূর্তিং
ত্বাং ভজতো রঘুনন্দন দেহি দয়াঘন মে স্বপদাম্বুজদাস্যম্॥ ১ ॥
পদ্মদলায়তলোচন হে রঘুবংশবিভূষণ দেব দয়ালো
নির্মলনীরদনীলতনোঽখিললোকহৃদম্বুজভাসক ভানো।
কোমলগাত্র পবিত্রপদাব্জরজঃকণপাবিতগৌতমকান্ত। ত্বাং.॥ ২ ॥

রামকে আমি প্রণাম করি॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি এই রামাষ্টক একাগ্রচিত্তে নিত্য পাঠ করেন, তিনি সংসারজনিত ভীতি প্রাপ্ত হন না॥ ৯ ॥

(পরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত)

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, রুদ্র এবং মুনিগণ যখন অতি রমণীয় ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে সন্ত-প্রতিপালক অতি উদার আপনার বন্দনা করেছিলেন, তখন পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য আপনি আপনার চিদ্ঘন মূর্তি প্রকটিত করেছিলেন, হে দয়াময় রঘুনন্দন ! আমি আপনার চরণকমল ভজনা করি, আমাকে আপনার দাসত্ব দিন॥ ১ ॥ হে কমলদললোচন ! হে রঘুবংশাবতংস ! হে দেব ! হে দয়াল ! হে নির্মল শ্যামঘনসদৃশ শরীরসম্পন্ন ! হে নিখিললোকহৃৎপদ্ম-প্রভাকর ! হে অতি সুকুমার শরীরসম্পন্ন ! আপনি অতি পুণ্যময় চরণধূলিতে গৌতমপত্নী অহল্যাকে পবিত্র করেছেন, হে দয়াময়

পূর্ণ পরাৎপর পালয় মামতিদীনমনাথমনন্তসুখাব্ধে
প্রাবৃড়দভ্রতড়িৎসুমনোহরপীতবরাম্বর রাম নমস্তে।
কামবিভঞ্জন কান্ততরানন কাঞ্চনভূষণ রত্নকিরীট। ত্বাং.॥ ৩ ॥
দিব্যশরচ্ছশিকান্তিহরোজ্জ্বলমৌক্তিকমালবিশালসুমৌলে
কোটিরবিপ্রভ চারুচরিত্রপবিত্র বিচিত্রধনুঃশরপাণে।
চণ্ডমহাভুজদণ্ডবিখণ্ডিতরাক্ষসরাজমহাগজদণ্ডং। ত্বাং.॥ ৪ ॥
দোষবিহিংস্রভুজঙ্গসহস্রসুরোষমহানলকীলকলাপে
জন্মজরামরণোর্মিময়ে মদমন্মথনক্রবিচক্রভবাব্ধৌ।
দুঃখনিধৌ চ চিরং পতিতং কৃপয়াদ্য সমুদ্ধর রাম ততো মাং। ত্বাং.॥ ৫

রঘুনন্দন! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসতা দিন॥ ২ ॥ হে পূর্ণ! হে পরাৎপর! হে অনন্তসুখসাগর! আমি অতি দীন এবং অনাথ, আমাকে রক্ষা করুন। বর্ষাকালের চপল চঞ্চলার ন্যায় মনোহর পীতাম্বরধারী শ্রীরাম! আপনাকে নমস্কার। হে কন্দর্প-দর্প-দলন, হে সুন্দর-বদন, সুবর্ণ-ভূষণ এবং রত্নকিরীটধারী, দয়াময়, রঘুনন্দন! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসত্ব দিন॥ ৩ ॥ দিব্যশরৎ-চন্দ্রের কান্তি-মলিনকারী স্বচ্ছ মুক্তাহার নিজ সুবিশাল কণ্ঠে ধারণকারী, কোটি সূর্যের ন্যায় আভাসম্পন্ন, সদাচারে পবিত্র, করকমলে অনুপম ধনু-ধারণকারী এবং নিজ প্রচণ্ড ভুজদণ্ডের দ্বারা রাবণরূপ মহাগজ বিনাশকারী হে দয়াময় শ্রীরঘুনন্দন! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসতা দিন॥ ৪ ॥ যার মধ্যে দোষরূপী সহস্র হিংস্র সর্প বিদ্যমান, ক্রোধরূপ বড়বানলের (দাবাগ্নি) শিখা ওঠে, জন্ম-জরা-মরণরূপ তরঙ্গাবলীযুক্ত এবং অহংকার ও কামনারূপ কুমীর ও ভ্রমরসম্পন্ন, সেই দুঃখময় ভবসাগরে পড়ে থাকা আমাকে, হে রাম! কৃপা করুন, হে দয়াময় রঘুনন্দন! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসত্ব দিন॥ ৫ ॥

সংসৃতিঘোরমদোৎকটকুঞ্জরতৃট্ক্ষুদনীরদপিণ্ডিততুণ্ডং
দণ্ডকরোন্মথিতং চ রজস্তম উন্মদমোহপদোজ্ঝিতমার্তম্।
দীনমনন্যগতিং কৃপণং শরণাগতমাশু বিমোচয় মূঢ়ং। ত্বা.॥ ৬ ॥
জন্মশতার্জিতপাপসমন্বিতহৃৎকমলে পতিতে পশুকল্পে
হে রঘুবীর মহারণধীর দয়াং কুরু ময্যতিমন্দমনীষে।
ত্বং জননী ভগিনী চ পিতা মম তাবদসি ত্ববিতাপি কৃপলো। ত্বাং॥ ৭ ॥
ত্বাং তু দয়ালুমকিঞ্চনবৎসলমুৎপলহারমপারমুদারং
রাম বিহায় কমন্যমনাময়মীশ জনং শরণং ননু যায়াম্।
ত্বৎপদপদ্মমতঃ শ্রিতমেব মুদা খলু দেব সদাব সসীত। ত্বাং॥ ৮ ॥

জগৎসংসাররূপী এক উন্মত্ত হাতী আছে, তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা হল তার তীক্ষ্ণ দাঁত। তার যমরূপ শুঁড়ের আঘাতে আহত এবং রজ, তম, উন্মাদ এবং মোহরূপ চতুষ্পদে পিষ্ট অতি আর্ত, দীন, অনন্যশরণ আমার ন্যায় মূঢ়কে অতি শীঘ্র উদ্ধার করুন এবং হে দয়াময় রঘুনন্দন ! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসত্ব দিন॥ ৬ ॥ যার হৃদয়কমল শতজন্মের সঞ্চিত পাপে পূর্ণ, যে পশুর ন্যায় পতিত, সেই অতি মন্দমতি আমাকে হে মহারণধীর রঘুবীর ! কৃপা করুন। আপনিই আমার মাতা, পিতা এবং ভগিনী এবং হে কৃপাল ! আপনিই আমার রক্ষক, হে দয়াময় রঘুনন্দন ! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসতা দিন॥ ৭ ॥ হে আমার প্রভু শ্রীরাম ! গলায় কমলপুষ্পের মালাধারণকারী আপনার ন্যায় অতি উদার দীনবৎসল এবং দয়াময় প্রভুকে ত্যাগ করে আমি কি করে অন্য কারো শরণ নেব ? তাই আমি আপনার চরণকমলের আশ্রয় নিয়েছি। হে সীতাপতি রাম ! আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন এবং হে দয়াময় ভগবান রঘুনন্দন ! আপনার ভজনাকারী আমাকে আপনার চরণকমলের দাসতা দিন॥ ৮ ॥

যঃ করুণামৃতসিন্ধুরনাথজনোত্তমবন্ধুরজোত্তমকারী
ভক্তভয়োর্মিভবাব্ধিতরিঃ সরযূতটিনীতটচারুবিহারী।
তস্য রঘুপ্রবরস্য নিরন্তরমষ্টকমেতদনিষ্টহরং বৈ
যস্তু পঠেদমরঃ স নরো লভতেঽচ্যুতরামপদাম্বুজদাস্যম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমন্মধুসূদনাশ্রমশিষ্যাচ্যুতযতিবিরচিতং শ্রীসীতারামাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৪৩—শ্রীরামচন্দ্রস্তুতিঃ

নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালু শীল কোমলং
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদং।
নিকাম শ্যাম সুন্দরং ভবাম্বুনাথ মন্দরং
প্রফুল্ল কঞ্জ লোচনং মদাদি দোষ মোচনং॥ ১ ॥

যিনি করুণারূপ অমৃতের সমুদ্র, অনাথদের উত্তম মিত্র, অজ এবং উত্তমকর্মা, ভক্তদের ভয়রূপ তরঙ্গাবলিপূর্ণ সংসারসাগর থেকে পার করার নৌকাস্বরূপ, সরযূ নদীর তীরে অনুপম লীলাকারী, সেই রঘুশ্রেষ্ঠকে সর্বদা সকল অনিষ্ট দূরকারী এই অষ্টক স্তোত্র দ্বারা যে ব্যক্তি স্তুতি করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন এবং অবিনাশী ভগবান রামের চরণকমলের দাস্য লাভ করেন॥ ৯ ॥

(শ্রীমদ্‌মধুসূদনশিষ্য অচ্যুতযতি রচিত)

—— • ——

হে ভক্তদের হিতাকাঙ্ক্ষী, কৃপাশীল এবং অতি কোমল স্বভাবসম্পন্ন ! আপনাকে আমি প্রণাম করি। যিনি নিষ্কাম ব্যক্তিদের নিজ ধাম প্রদান করেন, আপনার সেই চরণকমলের আমি বন্দনা করি। যিনি অত্যন্ত সুন্দর শ্যামদেহকান্তিসম্পন্ন, সংসার-সমুদ্র মন্থনের নিমিত্ত মন্দার পর্বতের ন্যায়, বিকশিত কমলপুষ্পের ন্যায় যাঁর নয়ন এবং সর্বদোষ হরণকারী॥ ১ ॥

প্রলম্ব বাহু বিক্রমং প্রভোঽপ্রমেয় বৈভবং
নিষঙ্গ চাপ সায়কং ধরং ত্রিলোক নায়কং।
দিনেশ বংশ মণ্ডনং মহেশ চাপ খণ্ডনং
মুনীন্দ্রং সন্ত রঞ্জনং সুরারি বৃন্দ ভঞ্জনং॥ ২ ॥
মনোজ বৈরি বন্দিতং অজাদি দেব সেবিতং
বিশুদ্ধ বোধ বিগ্রহং সমস্ত দূষণাপহং।
নমামি ইন্দিরা পতিং সুখাকরং সতাং গতিং
ভজে সশক্তি সানুজং শচী পতি প্রিয়ানুজং॥ ৩ ॥
ত্বদংঘ্রি মূল যে নরাঃ ভজন্তি হীন মৎসরাঃ
পতন্তি নো ভবার্ণবে বিতর্ক বীচি সঙ্কুলে।
বিবিক্ত বাসিনঃ সদা ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং প্রযান্তি তে গতিং স্বকং॥ ৪ ॥
তমেকমদ্ভুতং প্রভুং নিরীহমীশ্বরং বিভুং
জগদ্গুরুং চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলং।
ভজামি ভাব বল্লভং কুযোগিনাং সুদুর্লভং

যাঁর প্রলম্বিত বলিষ্ঠ বাহু, যাঁর বৈভবের কোন পরিমাপ নেই, যিনি ধনুর্বাণ ধারণ করেছেন, ত্রিলোকের নাথ, সূর্যকুলের ভূষণ, হরধনু ভঙ্গকারী, মুনি-ঋষি ও মহাত্মাগণের আনন্দবর্ধনকারী, দৈত্যদলনকারী, কামারি শ্রীশঙ্কর বন্দিত। ব্রহ্মাদি দেবগণ সেবিত, বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ, সমস্ত দোষ হরণকারী, শ্রীলক্ষ্মীপতি, সুখের খনি, সাধু-সন্তের একমাত্র গতি এবং শচীপতি ইন্দ্রের প্রিয় অনুজ (উপেন্দ্র) ; হে প্রভো ! এইরূপে আপনাকে আমি প্রণাম করি এবং সীতাদেবী ও ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে আপনার ভজনা করি॥ ২-৩ ॥ যারা দম্ভ-ঈর্ষা পরিত্যাগ করে আপনার চরণবন্দনা করে, তারা আর এই দুঃখদায়ী তরঙ্গাবলিপূর্ণ সংসার-সাগরে ফিরে আসে না এবং যেসব একান্তসেবী মহাত্মাগণ নিজেদের ইন্দ্রিয় সংযম করে প্রসন্নচিত্তে ভব-বন্ধন বিমোচনের নিমিত্ত আপনাকে ভজনা করে, তাঁরা অভীষ্ট ফল লাভ করে থাকেন॥ ৪ ॥

স্বভক্ত কল্প পাদপং সমং সুসেব্যমন্বহং॥ ৫ ॥
অনূপ রূপ ভূপতিং নতোঽহমুর্বিজা পতিং
প্রসীদ মে নমামি তে পদাব্জ ভক্তি দেহি মে।
পঠন্তি যে স্তবং ইদং নরাদরেণ তে পদং
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়ং ত্বদীয় ভক্তি সংযুতাঃ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্গোস্বামিতুলসীদাসকৃতা শ্রীরামচন্দ্রস্তুতিঃ সম্পূর্ণা।

৪৪—শ্রীরামমঙ্গলাশাসনম্

মঙ্গলং কৌশলেন্দ্রায় মহনীয়গুণাব্ধয়ে।
চক্রবর্তিতনূজায় সার্বভৌমায় মঙ্গলম্॥ ১ ॥
বেদবেদান্তবেদ্যায় মেঘশ্যামলমূর্তয়ে।
পুংসাং মোহনরূপায় পুণ্যশ্লোকায় মঙ্গলম্॥ ২ ॥

যিনি অতিশয় প্রশান্ত, ঈশ্বর এবং সর্বব্যাপক, জগতের গুরু, নিত্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় থেকে বিশিষ্ট এবং অদ্বৈত, যিনি কেবল ভাবের পিয়াসী, কুযোগীদের দুর্লভ, নিজ ভক্তদের কাছে কল্পবৃক্ষের ন্যায় এবং সমস্ত (পক্ষপাতরহিত) এবং সর্বদা সুখপূর্বক সেবন করার উপযুক্ত, এইরূপ সেই (আপনাকে) অদ্ভুত প্রভুকে আমি ভজনা করি॥ ৫ ॥ অনুপম রূপবান রাজরাজেশ্বর জানকীনাথকে আমি প্রণাম করি। আমি বারংবার আপনার বন্দনা করি ; আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন এবং আমাকে আপনার চরণকমলে ভক্তি প্রদান করুন। যে ব্যক্তি এই স্তোত্রটি সমাদরপূর্বক পাঠ করবেন, তিনি আপনার ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আপনার পদপ্রাপ্ত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই॥ ৬ ॥ (শ্রীতুলসীদাস রচিত)

প্রশংসনীয় গুণ-সাগর কৌশলেন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল হোক, রাজ-চক্রবর্তী দশরথের পুত্র মণ্ডলেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল হোক॥ ১ ॥ যিনি বেদ-

বিশ্বামিত্রান্তরঙ্গায় মিথিলানগরীপতেঃ।
ভাগ্যানাং পরিপাকায় ভব্যরূপায় মঙ্গলম্॥ ৩ ॥
পিতৃভক্তায় সততং ভ্রাতৃভিঃ সহ সীতয়া।
নন্দিতাখিললোকায় রামভদ্রায় মঙ্গলম্॥ ৪ ॥
ত্যক্তসাকেতবাসায় চিত্রকূটবিহারিণে।
সেব্যায় সর্বযমিনাং ধীরোদয়ায় মঙ্গলম্॥ ৫ ॥
সৌমিত্রিণা চ জানক্যা চাপবাণাসিধারিণে।
সংসেব্যায় সদা ভক্ত্যা স্বামিনে মম মঙ্গলম্॥ ৬ ॥
দণ্ডকারণ্যবাসায় খরদূষণশত্রবে।
গৃধ্ররাজায় ভক্তায় মুক্তিদায়াস্তু মঙ্গলম্॥ ৭ ॥
সাদরং শবরীদত্তফলমূলাভিলাষিণে।
সৌলভ্যপরিপূর্ণায় সত্ত্বোদ্রিক্তায় মঙ্গলম্॥ ৮ ॥

বেদান্ত জ্ঞেয়, নবজলধর শ্যামকান্তি এবং পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সেই পুণ্যশ্লোক (পবিত্র যশসম্পন্ন) শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল হোক॥ ২ ॥ যিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় এবং রাজা জনকের ভাগ্যফলস্বরূপ, সেই ভব্যরূপসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল হোক॥ ৩ ॥ যিনি সর্বদা পিতাতে ভক্তিশীল, যিনি তাঁর ভ্রাতা ও পত্নী সীতার সঙ্গে সুশোভিত, যিনি সকল লোককে আনন্দিত করেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল হোক॥ ৪ ॥ যিনি অযোধ্যা পরিত্যাগ করে চিত্রকূটে বিহার করেছিলেন এবং যিনি সকল যতির সেব্য, সেই ধীরোদয় শ্রীরামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ৫ ॥ লক্ষ্মণ ও জানকী সর্বদা ভক্তিসহকারে যাঁর সেবা করেন, যিনি ধনুর্বাণ ও তরবারি ধারণ করেন, সেই আমার প্রভু শ্রীরামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ৬ ॥ যিনি দণ্ডকবনে বাস করেছেন, যিনি খর-দূষণের শত্রু, নিজ ভক্ত গৃধ্ররাজকে মুক্তি প্রদানকারী, সেই রামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ৭ ॥ যিনি সাদরে শবরীর দেওয়া ফল-মূলের অভিলাষী, যিনি সুলভতায় পরিপূর্ণ (অর্থাৎ সামান্য চেষ্টাতেই যাঁকে পাওয়া যায়) এবং যাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে, সেই রামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ৮ ॥

হনুমৎসমবেতায় হরীশাভীষ্টদায়িনে।
বালিপ্রমথনায়াস্তু মহাধীরায় মঙ্গলম্॥ ৯ ॥
শ্রীমতে রঘুবীরায় সেতূল্লঙ্ঘিতসিন্ধবে।
জিতরাক্ষসরাজায় রণধীরায় মঙ্গলম্॥ ১০ ॥
বিভীষণকৃতে প্রীত্যা লঙ্কাভীষ্টপ্রদায়িনে।
সর্বলোকশরণ্যায় শ্রীরাঘবায় মঙ্গলম্॥ ১১ ॥
আসাদ্য নগরীং দিব্যামভিষিক্তায় সীতয়া।
রাজাধিরাজরাজায় রামভদ্রায় মঙ্গলম্॥ ১২ ॥
ব্রহ্মাদিদেবসেব্যায় ব্রহ্মণ্যায় মহাত্মনে।
জানকীপ্রাণনাথায় রঘুনাথায় মঙ্গলম্॥ ১৩ ॥
শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনেঃ কৃপয়াস্মানুপেয়ুষে।
মহতে মম নাথায় রঘুনাথায় মঙ্গলম্॥ ১৪ ॥

যিনি শ্রীহনুমানের সঙ্গে বিরাজিত, হরীশ (সুগ্রীব)কে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন এবং বালিকে বধ করেন, সেই মহাধীর শ্রীরামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ৯ ॥ যিনি সেতু নির্মাণ করে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন এবং যিনি রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করেছিলেন, সেই রণধীর শ্রীমান রঘুবীরের মঙ্গল হোক॥ ১০ ॥ যিনি প্রসন্নভাবে বিভীষণকে তাঁর অভীষ্ট লঙ্কারাজ্য প্রদান করেছিলেন এবং সকলের আশ্রয় প্রদানকারী, সেই শ্রীরাঘব রামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ১১ ॥ বনবাসের পরে দিব্য নগরী অযোধ্যায় ফিরে এলে সীতার সহিত যাঁর রাজ্যাভিষেক হয়, সেই মহারাজাগণের প্রভু শ্রীরামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ১২ ॥ যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের সেব্য, ব্রহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ এবং বেদাদি রক্ষাকর্তা), জানকীর প্রাণনাথ, সেই রঘুকুলশিরোমণি শ্রীরামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ১৩ ॥ যিনি শ্রীসম্পন্ন সুন্দর আকারধারী জামাতা মুনির কৃপায় আমাদের লভ্য হয়েছেন, সেই আমার মহাপ্রভু রঘুনাথের মঙ্গল হোক॥ ১৪ ॥ আমার আচার্য যাদের মধ্যে মুখ্য, সেই অর্বাচীন আচার্যগণ ও

মঙ্গলাশাসন পরৈর্মদাচার্যপুরোগমৈঃ।
সর্বৈশ্চ পূর্বৈরাচার্যৈ সৎকৃতায়াস্তু মঙ্গলম্॥ ১৫ ॥
রম্যজামাতৃমুনিনা মঙ্গলাশাসনং কৃতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ করোতু মঙ্গলং সদা॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরবরমুনিস্বামিকৃতশ্রীরামমঙ্গলাশাসনং সম্পূর্ণম্।

———●———

৪৫—শ্রীরামপ্রেমাষ্টকম্

শ্যামাম্বুদাভমরবিন্দবিশালনেত্রং
বন্ধূকপুষ্পসদৃশাধরপাণিপাদম্।
সীতাসহায়মুদিতং ধৃতচাপবাণং
রামং নমামি শিরসা রমণীয়বেষম্॥ ১ ॥
পটুজলধরধীরধ্বানমাদায় চাপং
পবনদমনমেকং বাণমাকৃষ্য তূণাৎ।

সম্পূর্ণ প্রাচীন আচার্যগণ মঙ্গলবিধির পরায়ণ হয়ে যাঁর সেবা করেছিলেন, সেই শ্রীরামভদ্রের মঙ্গল হোক॥ ১৫ ॥ রমণীয় জামাতামুনি এই মঙ্গলাশাসন সৃষ্টি করেছেন। এতে প্রসন্ন হয়ে ত্রিলোকপতি শ্রীমান রামভদ্র সর্বদা মঙ্গল করুন॥ ১৬ ॥

(শ্রীবরবরমুনিস্বামী রচিত)

———●———

যিনি নীলমেঘের মতো শ্যামবর্ণ, যাঁর নয়ন কমলের মতো প্রফুল্লিত, বন্ধূক পুষ্পের মতো যাঁর অরুণ ওষ্ঠ, হস্ত ও চরণ শোভিত, যিনি সীতা সহ বিরাজমান এবং অভ্যুদয়শীল, যিনি ধর্নুবাণ ধারণ করে আছেন এবং সুন্দর বেশধারী, সীতা-সহ সেই শ্রীরামকে আমি নতমস্তকে নমস্কার করি॥ ১ ॥ যিনি প্রৌঢ় মেঘের ন্যায় ধীর-গম্ভীর, টঙ্কার ধ্বনি কারক ধর্নুধারণকারী এবং

অভয়বচনদায়ী সানুজঃ সর্বতো মে
রণহতদনুজেন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ২ ॥
দশরথকুলদীপোঽমেয়বাহুপ্রতাপো
দশবদনসকোপঃ ক্ষালিতাশেষপাপঃ।
কৃতসুররিপুতাপো নন্দিতানেকভূপো
বিগততিমিরপঙ্কো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ৩ ॥
কুবলয়দলনীলঃ কামিতার্থপ্রদো মে
কৃতমুনিজনরক্ষো রক্ষসামেকহন্তা।
অপহৃতদুরিতোঽসৌ নামমাত্রেণ পুংসা-
মখিলসুরনৃপেন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ৪ ॥
অসুরকুলকৃশানুর্মানসাম্ভোজভানুঃ
সুরনরনিকরাণামগ্রণীর্মে রঘূণাম্।
অগণিতগুণসীমা নীলমেঘৌঘধামা
শমদমিতমুনীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ৫ ॥

বায়ুর থেকে বেগে ধাবিত বাণকে 'ভয় পেও না' বলে তূণীর থেকে প্রবাহিত করে যিনি নিজ আশ্রিতদের অভয় প্রদানকারী, যিনি যুদ্ধে দানবরাজ রাবণকে হত্যা করেছিলেন, লক্ষ্মণসহ সেই শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব প্রকার সহায়ক॥ ২ ॥ যিনি রাজা দশরথের কুলদীপক (প্রকাশক), যাঁর বাহুবল অপরিমেয়, যিনি রাবণের ওপর কোপ প্রকাশ করেছিলেন, সমস্ত পাপ হরণকারী, অসুরদের তাপপ্রদানকারী এবং বহু রাজন্যবর্গের আনন্দপ্রদানকারী, অজ্ঞান ও পাপরহিত এই শ্রীরামচন্দ্রই আমার সহায়ক॥ ৩ ॥ যিনি কমল-পত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ, আমার অভীষ্ট বস্তুদাতা, মুনিজনের রক্ষাকারী এবং একমাত্র রাক্ষসদের হত্যাকারী, যিনি (তাঁর নিজ নাম) 'রাম' উচ্চারণ মাত্রেই মানুষের পাপ নাশ করেন, সমস্ত দেবতা ও রাজাদের প্রভু, সেই শ্রীরামচন্দ্রই আমার সহায়ক॥ ৪ ॥ যিনি অসুরকুলের (ভস্ম করার) জন্য অগ্নি, দেবতা ও মনুষ্যগণের হৃদয়কমল বিকশিত করার

কুশিকতনয়যাগং রক্ষিতা লক্ষ্মণাঢ্যঃ
পবনশরনিকায়ক্ষিপ্তমারীচমায়ঃ।
বিদলিতহরচাপো মেদিনীনন্দনায়া
নয়নকুমুদচন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ৬ ॥
পবনতনয়হস্তন্যস্তপাদাম্বুজাত্মা
কলশভববচোভিঃ প্রাপ্তমাহেন্দ্রধন্বা।
অপরিমিতশরৌঘৈঃ পূর্ণতূণীরধীরো
লঘুনিহতকপীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ৭ ॥
কনকবিমলকান্ত্যা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো
মুনিমনুজবরেণ্যঃ সর্ববাগীশবন্দ্যঃ।
স্বজননিকরবন্ধুর্লীলয়া বদ্ধসেতুঃ
সুরমনুজকপীন্দ্রো রামচন্দ্রঃ সহায়ঃ॥ ৮ ॥

জন্য সূর্য, অসীম সদ্‌গুণযুক্ত, নীল মেঘ-মণ্ডলীর ন্যায় শ্যাম দেহ-কান্তি এবং যিনি শমে (অন্তরিন্দ্রিয়সংযমে) মুনীশ্বরদেরও পরাজিত করেন, সেই রঘুকুল অগ্রণী শ্রীরামচন্দ্রই আমার সহায়ক॥ ৫ ॥ যিনি লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করেছিলেন এবং বায়ুবেগসম্পন্ন বাণের সাহায্যে নিশাচর মারীচের মায়ানাশ করেছিলেন, যিনি হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন এবং পৃথিবীর কন্যা (সীতার) নয়নকুমুদ বিকশিত করার জন্য চন্দ্রের ন্যায়, সেই শ্রীরামচন্দ্রই আমার সহায়ক॥ ৬ ॥ যিনি হনুমানের হাতের ওপর নিজ চরণ-যুগল ন্যস্ত করেছিলেন, যিনি অগস্ত্য ঋষির কথায় ইন্দ্রধনু গ্রহণ করেছিলেন, যাঁর তূণীর অসংখ্য বাণে পরিপূর্ণ, যিনি রণধীর, অতি সহজেই যিনি বালীকে পরাস্ত করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রই আমার সহায়ক॥ ৭ ॥ যিনি স্বর্ণের ন্যায় নির্মল এবং গৌর কান্তিসম্পন্না সীতার সঙ্গে বিরাজিত, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ যাঁকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় বলে মনে করেন, যিনি সম্পূর্ণ বাগীশ্বরদের বন্দনীয় এবং নিজ ভক্তদের বন্ধুর মতো রক্ষা করেন, যিনি লীলাদ্বারাই সমুদ্রে সেতু বন্ধন করেছিলেন—সেই দেবতা, মানুষ এবং বানরদের প্রভু শ্রীরামচন্দ্রই

যামুনাচার্যকৃতং দিব্যং রামাষ্টকমিদং শুভম্।
যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা স শ্রীরামান্তিকং ব্রজেৎ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীযামুনাচার্যকৃতং শ্রীরামপ্রেমাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

———•———

৪৬—শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্

চিদাকারো ধাতা পরমসুখদঃ পাবনতনু-
মুনীন্দ্রৈর্যোগীন্দ্রৈর্যতিপতিসুরেন্দ্রৈর্হনুমতা।
সদা সেব্যঃ পূর্ণো জনকতনয়াঙ্গঃ সুরগুরু
রমানাথো রামো রমতু মম চিত্তে তু সততম্॥ ১ ॥
মুকুন্দো গোবিন্দো জনকতনয়ালালিতপদঃ
পদং প্রাপ্তা যস্যাধমকুলভবা চাপি শবরী।
গিরাতীতোঽগম্যো বিমলধিষণৈর্বেদবচসা। রমা.॥ ২ ॥

আমার সহায়ক॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি যমুনাচার্য রচিত এই দিব্য ও কল্যাণদায়ক শ্রীরামপ্রেমাষ্টক-স্তোত্র শুদ্ধভাবে পাঠ করেন, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিকটে নিবাস লাভ করেন॥ ৯ ॥

(শ্রীযমুনাচার্য রচিত)

———•———

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, জগতের ধারক ও পোষক, পরমসুখদাতা, সকলের পবিত্রকারী, মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র, যতীশ্বর, দেবেশ্বর এবং হনুমান যাঁকে সর্বদা সেবা করেন, যিনি পূর্ণ, সীতাদেবী যাঁর অর্ধাঙ্গিনী, যিনি দেবগণেরও গুরু ; সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ করুন॥ ১ ॥ যিনি মুকুন্দ, গোবিন্দ নামে পরিচিত, সীতাদেবী যাঁর চরণ বন্দনা করেছেন, (যাঁর ভজনা করায়) নীচকুলোদ্ভব শবরীও পরমধাম প্রাপ্ত হন, যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধিমানদেরও বাণীর অতীত এবং বেদবাক্যেরও অগম্য সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ করুন॥ ২ ॥

ধরাধীশোঽধীশঃ সুরনরবরাণাং রঘুপতিঃ
কিরীটী কেয়ূরী কনককপিশঃ শোভিতবপুঃ।
সমাসীনঃ পীঠে রবিশতনিভে শান্তমনসো। রমা.॥ ৩ ॥
বরেণ্যঃ শারণ্যঃ কপিপতিসখশ্চান্তবিধুরো
ললাটে কাশ্মীরো রুচিরগতিভঙ্গঃ শশিমুখঃ।
নরাকারো রামো যতিপতিনুতঃ সংসৃতিহরো। রমা.॥ ৪ ॥
বিরূপাক্ষঃ কাশ্যামুপদিশতি যন্নাম শিবদং
সহস্রং যন্নাম্নাং পঠতি গিরিজা প্রত্যুষসি বৈ।
স্বলোকে গায়ন্তীশ্বরবিধিমুখা যস্য চরিতং। রমা.॥ ৫ ॥

যিনি পৃথিবীর অধীশ্বর, শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং মানবগণের প্রভু, রঘুকুলনাথ, যিনি মস্তকে মুকুট এবং বাহুতে কেয়ূর ধারণ করেছেন, যিনি স্বর্ণসম পীতবস্ত্র পরিধান করেছেন, যাঁর দেহ সুশোভিত এবং যিনি সহস্র সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন ; সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ করুন॥ ৩ ॥ যিনি শ্রেষ্ঠ, শরণদানকারী, সুগ্রীবের মিত্র, অনন্ত, যাঁর ললাটে কেশরের তিলক, যাঁর চাল-চলন অতি-সুন্দর, মুখারবিন্দ চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক, যিনি মনুষ্যরূপে প্রতীত হয়েও রাম (যোগীদের পর ব্রহ্ম) হয়েছেন[১], যতীশ্বরগণ যাঁর স্তুতি করেন, যিনি জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ হরণকারী ; সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমার হৃদয়ে সর্বদা রমণ করুন॥ ৪ ॥ কাশীতে ভগবান শঙ্কর যাঁর কল্যাণপ্রদ নাম করার জন্য (মুমূর্ষু প্রাণীদের) উপদেশ দেন, দেবী পার্বতী প্রত্যহ প্রভাতে যাঁর সহস্র নাম পাঠ করেন, শিব, ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ লোকে যাঁর দিব্য চরিত্র কীর্তন করেন, সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ

---

[১]রমন্তে যোগিনোঽস্মিন্নিতি রামঃ (এঁতে যোগিগণ রমণ করেন, তাই এর সংজ্ঞা 'রাম') এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী এখানে রামের অর্থ পরব্রহ্ম।

পরো ধীরোঽধীরোঽসুরকুলভবশ্চাসুরহরঃ।
পরাত্মা সর্বজ্ঞো নরসুরগণৈর্গীতসুযশাঃ।
অহল্যাশাপঘ্নঃ শরকরঋজুঃ কৌশিকসখো। রমা.॥ ৬ ॥
হৃষীকেশঃ শৌরির্ধরণিধরশায়ী মধুরিপু-
রুপেন্দ্রো বৈকুণ্ঠো গজরিপুহরস্তুষ্টমনসা।
বলিধ্বংসী বীরো দশরথসুতো নীতিনিপুণো। রমা.॥ ৭ ॥
কবিঃ সৌমিত্রীড্যঃ কপটমৃগঘাতী বনচরো
রণশ্লাঘী দান্তো ধরণিভরহর্তা সুরনুতঃ।
অমানী মানজ্ঞো নিখিলজনপূজ্যো হৃদিশয়ো। রমা.॥ ৮ ॥
ইদং রামস্তোত্রং বরমমরদাসেন রচিত-

করুন॥ ৫ ॥ যিনি অত্যন্ত ধীর হয়েও অধীর (অবিদ্যা অপসারণকারী), অসুর (সূর্য) কুলে জন্মগ্রহণ করেও অসুর (রাক্ষস) বিনাশকারী ; পরমাত্মা, সর্বজ্ঞ, মনুষ্য ও দেবগণ যাঁর যশোগাথা কীর্তন করেন, যিনি অহল্যাকে শাপ-মুক্ত করেছিলেন, যাঁর হস্তে ধনুর্বাণ সুশোভিত, যিনি সরলস্বভাব ও বিশ্বামিত্রের মিত্র, সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ করুন॥ ৬ ॥ যিনি হৃষীকেশ, শৌরি, শেষশায়ী, মধুসূদন, উপেন্দ্র, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি নামে পরিচিত, যিনি প্রসন্ন হয়ে গজরাজের শত্রুনাশ করেছিলেন, যিনি বলিকে পদচ্যুত করেছিলেন, বীর সেই নীতিনিপুণ, লক্ষ্মীপতি, দশরথনন্দন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ করুন॥ ৭ ॥ যিনি কবি (ত্রিকালদর্শী), লক্ষ্মণের পূজ্য, যিনি বনবাসকালে মায়ামৃগ (মারীচ)কে বধ করেছিলেন, যিনি যুদ্ধপ্রিয়, দান্ত (মন ও ইন্দ্রিয়াদি দমনকারী), পৃথিবীর ভার লাঘবকারী এবং দেবগণের দ্বারা স্তুত, যিনি নিজে মানরহিত হলেও অপরের সম্মানকারী (কৃতজ্ঞ), সর্বলোকের পূজ্য, সকলের হৃদয়ে নিবাসকারী, সেই লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে রমণ করুন॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ অমরদাস

মুষঃকালে ভক্ত্যা যদি পঠতি যো ভাবসহিতম্।
মনুষ্যঃ স ক্ষিপ্রং জনমৃতিভয়ং তাপজনকং
পরিত্যজ্য শ্রেষ্ঠং রঘুপতিপদং যাতি শিবদম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামদাসপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদ্ধংসদাসশিষ্যেণামরদাসাখ্যকবিনা বিরচিতং শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকং সমাপ্তম্।

কবি রচিত এই অত্যন্ত সুন্দর রামস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অতি শীঘ্রই তাপজনক জন্ম-মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করে শ্রেষ্ঠ এবং কল্যাণপ্রদ রঘুনাথের পদ (পরমধাম) লাভ করেন॥ ৯ ॥

(অমরদাস কবি রচিত)

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রাণি

৪৭—গোবিন্দাষ্টকম্

চিদানন্দাকারং শ্রুতিসরসসারং সমরসং
নিরাধারাধারং ভবজলধিপারং পরগুণম্।
রমাগ্রীবাহারং ব্রজবনবিহারং হরনুতং
সদা তং গোবিন্দং পরমসুখকন্দং ভজত রে॥ ১ ॥
মহাম্ভোধিস্থানং স্থিরচরনিদানং দিবিজপং
সুধাধারাপানং বিহগপতিযানং যমরতম্।
মনোজ্ঞং সুজ্ঞানং মুনিজননিধানং ধ্রুবপদং। সদা.॥ ২ ॥
ধিয়া ধীরৈর্ধ্যেয়ং শ্রবণপুটপেয়ং যতিবরৈ-
র্মহাবাক্যৈর্জ্ঞেয়ং ত্রিভুবনবিধেয়ং বিধিপরম্।
মনোমানামেয়ং সপদি হৃদি নেয়ং নবতনুং। সদা.॥ ৩ ॥

যিনি চিদানন্দস্বরূপ, শ্রুতির সুমধুর সার, সমরস, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সংসারসুদ্রপারকারী, পরগুণাশ্রয়, লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠের হার, বৃন্দাবনবিহারী এবং ভগবান শঙ্করদ্বারা পূজিত, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের সর্বদা ভজনা করো॥ ১ ॥ আশ্রয় যাঁর মহাসমুদ্র, যিনি চরাচরের আদিকারণ, দেবগণের রক্ষক, অমৃত প্রদানকারী, গরুড় যাঁর বাহন, যিনি অহিংসা, সত্য ইত্যাদিতে বিরাজমান, মনোজ্ঞ, জ্ঞানস্বরূপ, মুনিগণের আশ্রয়, ধ্রুবস্থান, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের সর্বদা ভজনা করো॥ ২ ॥ ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণ বুদ্ধিদ্বারা যাঁকে ধ্যান করেন এবং কর্ণ দ্বারা যাঁর নামগান শ্রবণ

মহামায়াজালং বিমলবনমালং মলহরং
সুভালং গোপালং নিহতশিশুপালং শশিমুখম্।
কলাতীতং কালং গতিহতমরালং মুররিপুং। সদা.॥ ৪ ॥
নভোবিম্বস্ফীতং নিগমগণগীতং সমগতিং
সুরৌঘৈঃ সম্প্রীতং দিতিজবিপরীতং পুরিশয়ম্।
গিরাং মার্গাতীতং স্বদিতনবনীতং নয়করং। সদা.॥ ৫ ॥
পরেশং পদ্মেশং শিবকমলজেশং শিবকরং
দ্বিজেশং দেবেশং তনুকুটিলকেশং কলিহরম্।
খগেশং নাগেশং নিখিলভুবনেশং নগধরং। সদা.॥ ৬ ॥
রমাকান্তং কান্তং ভবভয়ভয়ান্তং ভবসুখং

করেন, যোগিগণ যাঁকে মহাবাক্যের দ্বারা জানতে পারেন, যিনি ত্রিলোকের বিধাতা এবং বিধি নিয়মের অতীত, যাঁকে প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না এবং যিনি হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করেন, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের সর্বদা ভজনা করো॥ ৩ ॥ যাঁর মায়ারূপ মহাজাল আছে, যিনি সুন্দর বনমালা কণ্ঠে ধারণ করেছেন, যিনি পাপ অপহরণকারী, যাঁর সুন্দর কপাল, যিনি গোপালক, শিশুপালবধকারী, যাঁর মুখ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, যিনি সর্ব কলাতীত, কাল, নিজ সুন্দর চলনে হংসকেও হার মানান, মুর নামক দৈত্যের হত্যাকারী, ওহে! সর্বদা সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের ভজনা করো॥ ৪ ॥ যিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপক, শাস্ত্র যাঁর সর্বদা কীর্তন করেন, যিনি সকলের পরম গতি, দেবতাদের প্রতি প্রসন্ন এবং দৈত্যবিরোধী, বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, বাক্যের গতির বাইরে, ননী আস্বাদনকারী এবং নীতি-সংস্থাপক, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের সর্বদা ভজনা করো॥ ৫ ॥ যিনি পরমেশ্বর, লক্ষ্মীপতি, শিব ও ব্রহ্মার পূজ্য ; কল্যাণকারী, দ্বিজ ও দেবগণের ঈশ্বর, স্নিগ্ধ ও কুঞ্চিত কেশসমৃদ্ধ, কলিমলহারী, আকাশসঞ্চারী সূর্যেরও শাসক, ধরাতলধারী শেষ, সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভু, গোবর্ধনধারী, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের সর্বদা ভজনা করো॥ ৬ ॥ যিনি

দুরাশান্তং শান্তং নিখিলহৃদি ভান্তং ভুবনপম্।
বিবাদান্তং দান্তং দনুজনিচয়ান্তং সুচরিতং। সদা.॥ ৭ ॥

জগজ্জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং সুরপতিকনিষ্ঠং ক্রতুপতিং
বলিষ্ঠং ভূয়িষ্ঠং ত্রিভুবনবরিষ্ঠং বরবহম্।
স্বনিষ্ঠং ধর্মিষ্ঠং গুরুগুণগরিষ্ঠং গুরুবরং। সদা.॥ ৮ ॥

গদাপাণেরেতদ্দুরিতদলনং দুঃখশমনং
বিশুদ্ধাত্মা স্তোত্রং পঠতি মনুজো যস্তু সততম্।
স ভুক্ত্বা ভোগৌঘং চিরমিহ ততোঽপাস্তবৃজিনঃ
পরং বিষ্ণোঃ স্থানং ব্রজতি খলু বৈকুণ্ঠভুবনম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসস্বামিব্রহ্মানন্দবিরচিতং গোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

লক্ষ্মীপতি, বিমলদ্যুতি, ভবভয়হারী, জগতের সুখ, দুরাশার কাল, শান্ত, সমস্ত হৃদয়ে ভাসমান, ত্রিভুবনের প্রতিপালক, যেখানে সব তর্ক শেষ হয়, দমশীল, দৈত্য-দল-দলন, সুন্দর চরিত্রসম্পন্ন, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের সর্বদা ভজনা করো॥ ৭ ॥ যিনি জগতে সবথেকে বড়, শ্রেষ্ঠ, সুররাজ ইন্দ্রের অনুজ (বামন), যজ্ঞপতি, বলিষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ, ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ, বরদায়ক, আত্মনিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ, মহাগুণে গৌরবান্বিত, গুরুবর, ওহে! সেই পরমানন্দকন্দ গোবিন্দের ভজনা করো॥ ৮ ॥ বিশুদ্ধাত্মা যে পুরুষ গদাপাণি গোবিন্দের এই পাপনাশক, দুঃখদলন স্তোত্র নিরন্তর পাঠ করেন, তিনি বহুকালধরে নানা ভোগ বিলাসের পর পাপরহিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর পরমপাবন ধাম বৈকুণ্ঠলোকে অবশ্যই গমন করেন॥ ৯ ॥

(শ্রীপরমহংসস্বামী ব্রহ্মানন্দ রচিত)

৪৮—শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং
গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।
মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং
ক্ষ্মায়া নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ১ ॥
মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসংত্রাসং
ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দশলোকালিম্।
লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ২ ॥
ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং
কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্।
বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৩ ॥

যিনি সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত এবং নিত্য, আকাশের অতীত হয়েও আকাশস্বরূপ, যিনি চঞ্চলপদে ব্রজে বিচরণ করে, বিনাপরিশ্রমে ক্লান্ত, আকারহীন হয়েও নানারূপ ধারণ করে বিশ্বরূপে প্রকটিত, পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও অনাথ, সেই পরমানন্দময় গোবিন্দের বন্দনা করো॥ ১ ॥

'তুই এখানে বসে মাটি খাচ্ছিস্?' যশোদার এই প্রশ্নে মার খাওয়ার ভয়ে শৈশবোচিত ভয়ে ভীত হয়ে মাটি না খাওয়ার প্রমাণ দিতে মুখব্যাদান করে লোকালোক, সাগর, পর্বত, চৌদ্দভুবন প্রদর্শনকারী, ত্রিভুবনের আধারস্বরূপ, আলোকের অতীত (অর্থাৎ দর্শনাতীত) হয়েও যিনি বিশ্বের আলো (প্রকাশ), সেই পরমানন্দস্বরূপ, লোকনাথ, পরমেশ্বর গোবিন্দকে নমস্কার করো॥ ২ ॥ যিনি দৈত্যবীর নাশক, পৃথিবীর ভারহ্রাসকারী এবং সংসাররোগহরণকারী, কৈবল্য (মোক্ষ) পদ, আহাররহিত হয়েও ননীভোজনকারী এবং বিশ্বভক্ষণকারী, আভাস থেকে পৃথক হলেও

গোপালং ভূলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং
গোপীখেলনগোবর্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম্।
গোভির্নিগদিতগোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং
গোপীগোচরদূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৪ ॥
গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদ্গোখুরনির্ধূতোদ্ধতধূলীধূসরসৌভাগ্যম্।
শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৫ ॥
স্নানব্যাকুলযোষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং
ব্যাদিৎসন্তীরথ দিগ্বস্ত্রা হ্যুপদাতুমুপাকর্ষন্তম্।
নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্থং

দোষরহিত হওয়ায় স্বচ্ছচিত্তবৃত্তিতে যাঁর আভাস বিশেষরূপে পাওয়া যায়, যিনি অদ্বিতীয়, শান্ত এবং কল্যাণস্বরূপ, সেই পরমানন্দময় গোবিন্দকে প্রণাম করো॥ ৩ ॥ যিনি গোপালক, যিনি পৃথিবীতে লীলা করার জন্য গোপাল শরীর ধারণ করেছেন, যিনি বংশগতভাবেও গোপাল (গো-পালক), গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে গোবর্ধন লীলায় যিনি গোপদের পালন করেছেন, গাভীগণ স্পষ্টভাবে যাঁকে গোবিন্দ নামে চিহ্নিত করেছেন, যাঁর বহু নাম, সেই গোপী, এবং গোচর (ইন্দ্রিয়ের বিষয়) থেকে পৃথক থাকা পরমানন্দময় গোবিন্দকে প্রণাম করো॥ ৪ ॥ যিনি গোপীদের গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশকারী, ভেদ অবস্থায় থেকেও অভিন্নরূপে প্রতীত, যিনি সর্বদা গোখুর দ্বারা উত্থিতা হয়ে উড্ডীয়মান ধূলিতে ধূসরিত হওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্ত, যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখলে আনন্দিত হন, অচিন্ত্য হলেও যাঁর সদ্ভাবের কথা চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে, সেই চিন্তামণির ন্যায় মহিমান্বিত পরমানন্দময় গোবিন্দের বন্দনা করো॥ ৫ ॥ স্নানরতা গোপাঙ্গনাদের বস্ত্র হরণ করে যিনি বৃক্ষচূড়ায় বসেছিলেন এবং গোপিনীরা বস্ত্র চাইতে যিনি তাঁদের বস্ত্র দেবার জন্য কাছে

সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৬ ॥
কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালমনাভাসং
কালিন্দীগতকালিয়শিরসি মুহুর্নৃত্যন্তং নৃত্যন্তম্।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৭ ॥
বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দারাধ্যং বন্দেঽহং
কুন্দাভামলমন্দস্মেরসুধানন্দং সুহৃদানন্দম্।
বন্দ্যাশেষমহামুনিমানসবন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং
বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্॥ ৮ ॥
গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি।

ডাকেন, (এতদ্‌সত্ত্বেও) যিনি শোক-মোহ দুই-ই দূর করার জন্য জ্ঞানস্বরূপ এবং বুদ্ধির অতীত, যিনি কেবলমাত্র সত্তাস্বরূপ, সেই পরমানন্দস্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করো॥ ৬ ॥ যিনি কমনীয়, কারণসমূহের আদিকারণ, অনাদি, আভাসবর্জিত কালস্বরূপ হয়েও যমুনা নদীতে অবস্থিত কালিয় নাগের মাথায় যিনি নৃত্য করেছিলেন, যিনি কালরূপ হয়েও কালের কলাসমূহের অতীত এবং সর্বজ্ঞ, যিনি ত্রিকালগতির কারণ এবং কলির দোষনাশক, সেই পরমানন্দস্বরূপ গোবিন্দকে প্রণাম করো॥ ৭ ॥ যিনি বৃন্দাবনে দেববৃন্দ ও বৃন্দানামক বনদেবতার আরাধ্যদেব, যাঁর কুন্দসদৃশ নির্মল হাস্য সুধার আনন্দে ভরপুর, যিনি মিত্রদের আনন্দদায়ক, আমি সেই ভগবানের বন্দনা করি। যাঁর আমোদপূর্ণ চরণযুগল সমস্ত পূজনীয় মহামুনিদেরও বন্দনীয়, সেই সমস্ত শুভগুণের সাগর পরমানন্দময় গোবিন্দকে নমস্কার করো॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি ভগবান গোবিন্দের চরণে নিজ হৃদয় সমর্পিত করে 'গোবিন্দ ! অচ্যুত ! মাধব ! বিষ্ণো ! গোকুলাধিপতি ! কৃষ্ণ !' ইত্যাদি উচ্চারণ করে তাঁর চরণকমল ধ্যানরূপ সুধাসলিলে নিজ সমস্ত

গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসরোজধ্যানসুধাজলধৌতসমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তঃস্থং স সমভ্যেতি॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শ্রীগোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৪৯—অচ্যুতাষ্টকম্

অচ্যুতং কেশবং রামনারায়ণং কৃষ্ণদামোদরং বাসুদেবং হরিম্।
শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে॥ ১ ॥
অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্।
ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে॥ ২ ॥
বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে রুক্মিণীরাগিণে জানকীজানয়ে।
বল্লবীবল্লভায়ার্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ॥ ৩ ॥

পাপ ধুয়ে এই গোবিন্দাষ্টক পাঠ করেন, তিনি তাঁর অন্তরে বিদ্যমান পরমানন্দামৃতরূপ গোবিন্দকে প্রাপ্ত হন॥ ৯ ॥

(শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য রচিত)

অচ্যুত, কেশব, রাম, নারারণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব, হরি, শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ এবং জানকীপতি শ্রীরামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি॥ ১ ॥ অচ্যুত, কেশব, সত্যভামাপতি, লক্ষ্মীপতি, শ্রীধর, শ্রীরাধিকা কর্তৃক আরাধিত, লক্ষীনিবাস, পরম সুন্দর, দেবকীনন্দন, নন্দকুমারকে আমি অন্তরের সঙ্গে ধ্যান করি॥ ২ ॥ যিনি বিভু, বিজয়ী, শঙ্খ-চক্রধারী, রুক্মিণীর পরম প্রেমিক, জানকীদেবী যাঁর ধর্মপত্নী এবং যিনি ব্রজাঙ্গনাদের প্রাণাধার, সেই পরমপূজ্য, আত্মস্বরূপ, কংসবিনাশক, মুরলী মনোহর—আপনাকে নমস্কার করি॥ ৩ ॥ হে কৃষ্ণ ! হে গোবিন্দ ! হে রাম ! হে

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে।
অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক॥ ৪ ॥
রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো দণ্ডকারণ্যভূপুণ্যতাকারণঃ।
লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতোঽগস্ত্যসম্পূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্॥ ৫
ধেনুকারিষ্টকানিষ্টকৃদ্দ্বেষিহা কেশিহা কংসহৃদ্বংশিকাবাদকঃ।
পূতনাকোপকঃ সূরজাখেলনো বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্বদা॥ ৬
বিদ্যুদুদ্যোতবৎ প্রস্ফুরদ্বাসসং প্রাবৃড়ম্ভোদবৎ প্রোল্লসদ্বিগ্রহম্।
বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং লোহিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং বারিজাক্ষং ভজে॥ ৭
কুঞ্চিতৈঃ কুন্তলৈর্ভ্রাজমানাননং রত্নমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ।
হারকেয়ূরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং কিঙ্কিণীমঞ্জুলং শ্যামলং তং ভজে॥ ৮
অচ্যুতস্যাষ্টকং যঃ পঠেদিষ্টদং প্রেমতঃ প্রত্যহং পূরুষঃ সস্পৃহম্।

নারায়ণ! হে রমানাথ! হে বাসুদেব, হে অজেয়! হে শোভাধাম! হে অচ্যুত! হে অনন্ত! হে মাধব! হে অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়াতীত)! হে দ্বারকানাথ! হে দ্রৌপদীরক্ষক! (আমাকে কৃপা করুন) ॥ ৪ ॥ যিনি রাক্ষসগণের ওপর অত্যন্ত কুপিত, সীতাদেবীসহ সুশোভিত, দণ্ডকারণ্যের ভূমি পবিত্রকারী, শ্রীলক্ষ্মণ যাঁর একান্ত অনুগত, বানর দ্বারা সেবিত এবং ঋষি অগস্ত্যদ্বারা পূজিত, সেই রঘুবংশী শ্রীরামচন্দ্র আমাকে রক্ষা করুন॥ ৫ ॥ ধেনুক ও অরিষ্টাসুর ইত্যাদির নাশকারী, শত্রুধ্বংসকারী, কেশী এবং কংসবধকারী, বংশীবাদনকারী, পূতনার ওপর ক্রোধপ্রকাশকারী, যমুনাতটবিহারী বালগোপাল আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন॥ ৬ ॥ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো যাঁর পীতাম্বর বিভাসিত হচ্ছে, বর্ষার মেঘের ন্যায় যাঁর শোভমান দেহকান্তি, যাঁর বক্ষঃস্থল বনমালা বিভূষিত এবং অরুণবর্ণ চরণযুগল, সেই কমলনয়ন শ্রীহরিকে আমি ভজনা করি॥ ৭ ॥ কুঞ্চিত কেশদামে যাঁর চন্দ্রবদন সুশোভিত, মস্তকে মণিময় মুকুট বিরাজমান, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে উজ্জ্বল রত্ন মালা, বাহুতে কেয়ূর, কঙ্কণ এবং কিঙ্কিণী দ্বারা সজ্জিত, সেই মঙ্গলমূর্তি

বৃত্ততঃ সুন্দরং কর্তৃবিশ্বম্ভরস্তস্য বশ্যো হরির্জায়তে সত্বরম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতমচ্যুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৫০—কৃষ্ণাষ্টকম্

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরবপুর্বেদবিষয়ো
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ১ ॥
যতঃ সর্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা।
লয়ে সর্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্তু স বিভুঃ। শরণ্যো.॥ ২ ॥
অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ-

শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি ভজনা করি॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি এই অতি সুন্দর ছন্দোবদ্ধ এবং অভীষ্ট ফলপ্রদ অচ্যুতাষ্টক ভক্তি এবং শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য পাঠ করেন, বিশ্বম্ভর বিশ্বকর্তা শ্রীহরি অতি সত্বর তাঁর বশীভূত হন॥ ৯ ॥

(শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য রচিত)

—— • ——

যিনি লক্ষ্মীদেবী দ্বারা আলিঙ্গিত, ব্যাপক, সমগ্র চরাচর যাঁর শরীর স্বরূপ, শ্রুতি-সংবেদ্য, সমস্ত বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, শুদ্ধ, হরি, দৈত্যদলন, কমলনয়ন, শঙ্খ-চক্র-গদা ও বনমালা ধারণকারী এবং স্থিরকান্তিময়, সেই শরণাগতবৎসল, নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ১ ॥ (জগৎ সৃষ্টির সময়ে) আকাশ এবং বায়ুমণ্ডল সহ এই সমগ্র জগৎ যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, স্থিতির সময়েও যে মধুসূদন তাঁর আনন্দ অংশ থেকে একে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন এবং লয়ের সময় যিনি শুধুমাত্র লীলার সাহায্যে একে নিজের মধ্যে লীন করে থাকেন, সেই বিভু শরণাগতবৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ২ ॥ যে স্তবনীয়

নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিমলমানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ। শরণ্যো.॥ ৩ ॥
পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ। শরণ্যো.॥ ৪ ॥
মহেন্দ্রাদির্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিদপি কৃতৌ যৎ কৃতিমৃতে।
কবিত্বাদের্গর্বং পরিহরতি যোঽসৌ বিজয়িনঃ। শরণ্যো.॥ ৫ ॥
বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং সূকরমুখাং
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ। শরণ্যো.॥ ৬ ॥
নরাতঙ্কোত্তঙ্কঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো

মায়াপতিকে জ্ঞানিগণ, যম-নিয়মাদি উপায়ের সাহায্যে প্রথমে প্রাণাদিকে অধীনে করে চিত্তনিরোধদ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ লীন করে নিজ অন্তরে দর্শন করেন, সেই বিভু শরণাগতবৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ৩ ॥ পৃথিবীতে থেকে যিনি পৃথিবী পরিচালনা করেন কিন্তু পৃথিবী যাঁকে জানতে পারে না (যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিবীং যমযতি যং পৃথিবী ন বেদ) ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বেদ যে অমলস্বরূপকে জগতের স্বামী, নিয়ামক, ধ্যেয় এবং দেবতা, মনুষ্য ও মুনি-ঋষিগণের মোক্ষ প্রদানকারী বলে জানিয়েছেন, সেই শরণাগতপালক, নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ৪ ॥ যাঁর বলের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্যকে পরাজিত করেন, যাঁর কৃতিত্ব ছাড়া কোনো কার্যে কেউই স্বাধীন নয় এবং যিনি কবিদের কবিত্বাভিমান ও বিজয়ীদের বিজয় অভিমান হরণ করেন, সেই শরণাগতবৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ৫ ॥ যাঁর ধ্যান না করলে মানুষ শূকরাদি পশু জন্মগ্রহণ করে, যাঁর জ্ঞান ব্যতিরেকে মানুষ জন্ম-মৃত্যুভয়ে ভীত হয় এবং যাঁকে স্মরণ না করলে

ঘনশ্যামঃ কামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জুনসখঃ।
স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ। শরণ্যো.॥ ৭ ॥
যদা ধর্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগণগীতো ব্রজপতিঃ। শরণ্যো.॥ ৮ ॥
ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাদ্যঃ।
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্বভূব
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং কৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

———•———

মানুষকে শত শত কীট পতঙ্গ যোনিতে জন্ম নিতে হয়, সেই শরণাগতবৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়ন গোচর হোন॥ ৬ ॥ যিনি প্রাণীদের ভয়হরণ করেন, শরণাগতকে আশ্রয়প্রদান করেন এবং ভ্রম অপনোদন করেন, মেঘবরণ, সুন্দর, ব্রজবালকদের সমবয়স্ক সঙ্গী এবং অর্জুনের সখা, স্বয়ম্ভু, সকল প্রাণীর ঈশ্বর ও সুআচরণের দ্বারা সুখপ্রদানকারী, সেই শরণাগতবৎসল নিখিল ভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ৭ ॥ যখন জগতে ধর্ম হ্রাস পায়, সেই সময় লোকমর্যাদা রক্ষাকারী লোকেশ্বর, সাধু-সন্ত প্রতিপালক, বেদবর্ণিত শুদ্ধ এবং অজ ভগবান তাঁদের রক্ষার নিমিত্ত শরীর ধারণ করেন, সেই শরণাগতবৎসল, নিখিল ভুবনেশ্বর ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার নয়নগোচর হোন॥ ৮ ॥ এইভাবে যখন শঙ্করাচার্য তাঁর মাতার মুক্তির উদ্দেশ্যে শ্রুতিকথিত গুণাদি সম্পন্ন, নিখিল আত্মা আদি নারায়ণ হরির আরাধনা করেছিলেন, তখন নিজ উদারগুণে যুক্ত শ্রীভগবান লক্ষ্মীদেবীসহ তাঁর নিকট শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সহ প্রকটিত হলেন॥ ৯ ॥

৫১—শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্তপাপখণ্ডনং
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব নন্দনন্দনম্।
সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকং
অনঙ্গরঙ্গসাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্॥ ১ ॥

মনোজগর্বমোচনং বিশাললোললোচনং
বিধূতগোপশোচনং নমামি পদ্মলোচনম্।
করারবিন্দভূধরং স্মিতাবলোকসুন্দরং
মহেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণবারণম্॥ ২ ॥

কদম্বসূনকুণ্ডলং সুচারুগণ্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্লভম্।
যশোদয়া সমোদয়া সগোপয়া সনন্দয়া
যুতং সুখৈকদায়কং নমামি গোপনায়কম্॥ ৩ ॥

ব্রজভূমির একমাত্র অলংকার, সকল পাপনাশকারী এবং ভক্তচিত্তে আনন্দ প্রদানকারী নন্দনন্দনকে সর্বদা ভজনা করি, যাঁর মস্তকে মনোহর ময়ূর-পুচ্ছের মুকুট, হাতে বাঁশরী এবং যিনি কাম-কলাসাগর, সেই নটনাগর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম জানাই॥ ১ ॥ কামদেবের মানমর্দনকারী, সুন্দর নেত্রসম্পন্ন এবং ব্রজগোপদের দুঃখহরণকারী কমলনয়ন ভগবানকে প্রণাম করি, যিনি নিজ হস্তে গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন এবং যাঁর হাসি এবং চিত্ত অতি মনোহর, দেবরাজ ইন্দ্রের মান মর্দনকারী সেই কৃষ্ণরূপী গজরাজকে প্রণাম জানাই॥ ২ ॥ যাঁর কর্ণে কদম্বফুলের কুণ্ডল, পরম সুন্দর কপোল এবং যিনি ব্রজবালাদের প্রাণেশ্বর, সেই দুর্লভ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণতি জানাই ; যিনি গোপগণ এবং নন্দ-সহ অতি প্রসন্না যশোদামাতার সঙ্গে অবস্থিত ও আনন্দদায়ক, সেই গোপনায়ক গোপালকে প্রণাম করি॥ ৩ ॥

সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজং
দধানমুক্তমালকং নমামি নন্দবালকম্।
সমস্তদোষশোষণং সমস্তলোকপোষণং
সমস্তগোপমানসং নমামি নন্দলালসম্॥ ৪ ॥
ভুবো ভরাবতারকং ভবাব্ধিকর্ণধারকং
যশোমতীকিশোরকং নমামি চিত্তচোরকম্।
দৃগন্তকান্তভঙ্গিনং সদাসদালসঙ্গিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্॥ ৫ ॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং কৃপাপরং
সুরদ্বিষন্নিকন্দনং নমামি গোপনন্দনম্।
নবীনগোপনাগরং নীবনকেলিলম্পটং
নমামি মেঘসুন্দরং তড়িৎপ্রভালসৎপটম্॥ ৬ ॥
সমস্তগোপনন্দনং হৃদম্বুজৈকমোদনং
নমামি কুঞ্জমধ্যগং প্রসন্নভানুশোভনম্।

যিনি তাঁর যুগলচরণকমল আমার মানসরোবরে স্থাপন করেছেন, সেই সুন্দর কেশদামসমৃদ্ধ নন্দকুমারকে প্রণাম জানাই, সমস্ত দোষ অপহরণকারী, সর্বলোক পালনকারী এবং সমস্ত বজ্রগোপের হৃদয় এবং নন্দের আদরের ধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম জানাই॥ ৪ ॥ পৃথিবীর ভারলাঘবকারী, সংসারসাগরের কর্ণধার মনোহর যশোদাকুমারকে প্রণাম জানাই, কমনীয় দৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বদা সুন্দর ভূষণধারণকারী, নিত্য নূতন নন্দকুমারকে প্রণাম জানাই॥ ৫ ॥ গুণাদির ভাণ্ডার, সুখসাগর, কৃপানিধান এবং কৃপালু গোপালকে, যিনি দেব-শত্রুদের ধ্বংস করেন—আমি প্রণাম জানাই। নিত্য নূতন লীলাবিহারী, মেঘশ্যাম নটনাগর গোপাল, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় আভাসম্পন্ন, অতি সুন্দর পীতবসন পরিধান করে আছেন—তাঁকে প্রণাম জানাই॥ ৬ ॥ যিনি সকল গোপকে আনন্দপ্রদান করেন এবং হৃদয়কমল বিকশিত করেন, দেদীপ্যমান সূর্যের

নিকামকামদায়কং দৃগন্তচারুসায়কং
রসালবেণুগায়কং নমামি কুঞ্জনায়কম্॥ ৭ ॥
বিদগ্ধগোপিকামনোমনোজ্ঞতল্পশায়িনং
নমামি কুঞ্জকাননে প্রবৃদ্ধবহ্নিপায়িনম্।
কিশোরকান্তি রঞ্জিতং দৃগঞ্জনং সুশোভিতং
গজেন্দ্রমোক্ষকারিণং নমামি শ্রীবিহারিণম্॥ ৮ ॥
যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণসৎকথা
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাম্।
প্রমাণিকাষ্টকদ্বয়ং জপত্যধীত্য যঃ পুমান্
ভবেৎ স নন্দনন্দনে ভবে ভবে সুভক্তিমান্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং শ্রীকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, কুঞ্জ মধ্যে বিরাজমান সেই শ্যামসুন্দরকে প্রণাম জানাই। যিনি সকল কামনা ভালোমত পূর্ণ করেন, যাঁর চারু চিতবন বাণের সমান, সুমধুর বেণু বাজিয়ে যিনি চিত্ত হরণ করেন, সেই কুঞ্জনায়ককে প্রণাম করি॥ ৭ ॥ চতুর গোপিকাদের মনরূপী শয্যায় শয়নকারী ও কুঞ্জবনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাবাগ্নি পানকারী, কিশোর অবস্থার কান্তি দ্বারা সুশোভিত অঞ্জনযুক্ত নেত্র, গজেন্দ্রকে গ্রাহের থেকে মুক্তিপ্রদায়ক, শ্রীরাধার সঙ্গে বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করি॥ ৮ ॥ হে প্রভো ! আমায় কৃপা করো, যেন আমি যে কোন পরিস্থিতিতেই সর্বদা আপনার সৎকথা কীর্তন করতে সক্ষম হই। যে ব্যক্তি এই উভয় প্রমাণিকাছন্দোবদ্ধ অষ্টক পাঠ বা জপ করেন, তিনি জন্ম-জন্মান্তরে নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের সঙ্গে ভক্তিদ্বারা যুক্ত থাকবেন॥ ৯ ॥

(শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য রচিত)

৫২—ভগবৎস্তুতিঃ

ভীষ্ম উবাচ

ইতি মতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতি সাত্বতপুঙ্গবে বিভূম্নি।
স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ্‌বিহর্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ॥ ১ ॥
ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা॥ ২ ॥
যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্‌কচলুলিতশ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥ ৩ ॥
সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়ো রথং নিবেশ্য।
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু॥ ৪ ॥
ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্‌বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা।
কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য তস্য মেঽস্তু॥ ৫ ॥

শ্রীভীষ্ম বললেন—যিনি নিজানন্দে মগ্ন এবং কখনও লীলাকরার আগ্রহে প্রকৃতিকে স্বীকার করেন, তখন তাঁর দ্বারা জগৎপ্রবাহ চলতে থাকে, ভূমাস্বরূপ, সেই যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণপদে আমি আমার তৃষ্ণারহিত বুদ্ধি সমর্পণ করেছি॥ ১ ॥ ত্রিভুবনসুন্দর তমালবর্ণ সূর্যরশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র বস্ত্রপরিহিত, যাঁর মুখকমল কেশদামে আবৃত, সেই অর্জুন-সখাতে আমার নিষ্কাম প্রীতি হোক॥ ২ ॥ যুদ্ধে অশ্ব-ক্ষুরে উত্থিত ধূলায় ধূসরিত, পরিশ্রমে কেশরাশি বিক্ষিপ্ত, ঘর্মনিষিক্ত সুশোভিত মুখচন্দ্র এবং আমার তীক্ষ্ণ বাণে ত্বচা (চর্ম) বিদীর্ণ, সুন্দর কবচধারী কৃষ্ণে আমার আত্মা প্রবিষ্ট হোক॥ ৩ ॥ সখার মিনতিতে সত্বর বিপক্ষী সেনামধ্যে রথস্থাপন করে, ভ্রুকুটি বিলাসে বিপক্ষী সৈন্যদলের যিনি বলহরণ করেন, সেই পার্থ সখাতে আমার প্রীতি হোক॥ ৪ ॥ দূরে অবস্থানরত সৈন্যদের নিরীক্ষণ করে স্বজনবধে নিবৃত্ত অর্জুনের কুমতিকে যিনি আত্ম-বিদ্যা (গীতা-জ্ঞান) দ্বারা দূর করেছেন, সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের চরণে আমার প্রীতি হোক॥ ৫ ॥

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্‌গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ৬ ॥
শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে।
প্রসভমভিসসার মদ্বধার্থং স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ॥ ৭ ॥
বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে।
ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ সরূপম্॥ ৮ ॥
ললিতগতিবিলাসবল্গুহাসপ্রণয়নিরীক্ষণকল্পিতোরুমানাঃ।
কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ॥ ৯
মুনিগণনৃপবর্যসঙ্কুলেঽন্তঃসদসি যুধিষ্ঠিররাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা॥ ১০ ॥

আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করার জন্য, নিজ প্রতিজ্ঞা যিনি পরিত্যাগ করে রথ থেকে অবরোহণ করে সিংহ যেমন হাতিকে বধ করতে পিছনে দৌড়ে যায়, তেমনই চক্র নিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে সেই কৃষ্ণ আমার দিকে ছুটে আসেন, তখন ত্বরা থাকায় তাঁর গায়ের চাদর (পৃথিবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য) পড়ে গিয়েছিল॥ ৬ ॥ আমার তীক্ষ্ণ বাণে বিদীর্ণ হয়ে, ভাঙ্গা কবচ নিয়ে, রক্ত ও কাটা ঘায়ে মাখামাখি হয়ে, যে ভগবান মুকুন্দ আমাকে হটকারীর ন্যায় মারবার জন্য দৌড়লেন, তিনি আমার গতি হোন॥ ৭ ॥ অর্জুনের রথে চাবুক ও ঘোড়ার লাগাম ধরে উপবিষ্ট আছেন (আহা !) এরূপ দর্শনীয় শোভাযুক্ত ভগবানে আমার ন্যায় মরণাকাঙ্ক্ষীর প্রীতি হোক, যাঁকে দর্শন করে এই যুদ্ধে মৃত বীরগণ ভগবৎ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন॥ ৮ ॥ ললিত গতি, বিলাস, মনোহর হাস্যপূর্ণ এবং প্রীতিপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণের সময় মান ধারণকারী এবং (কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে) উন্মত্তের ন্যায় ভগবৎচরিত্র অনুকরণকারী গোপবধূগণ নিশ্চিতভাবে তাঁর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ৯ ॥ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে, নৃপতি ও মুনিগণের সমক্ষে যাঁর অগ্রপূজা হয়েছিল, আহা ! সেই দর্শনীয় ভগবানই আমার দৃষ্টিসম্মুখে প্রকটিত হয়েছেন॥ ১০ ॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ১১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমস্কন্ধে নবমেঽধ্যায়ে ভীষ্মকৃতা ভগবৎস্তুতিঃ সম্পূর্ণা।

—— • ——

৫৩—গোবিন্দদামোদরস্তোত্রম্

অগ্রে কুরূণামথ পাণ্ডবানাং দুঃশাসনেনাহৃতবস্ত্রকেশা।
কৃষ্ণা তদাক্রোশদনন্যনাথা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো মধুকৈটভারে ভক্তানুকম্পিন্ ভগবন্ মুরারে।
ত্রায়স্ব মাং কেশব লোকনাথ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২ ॥
বিক্রেতুকামাখিলগোপকন্যা মুরারিপাদার্পিতচিত্তবৃত্তিঃ।
দধ্যাদিকং মোহবশাদবোচদ্ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩ ॥

ভেদভাব এবং মোহ বর্জিত হয়ে নিজেরই সৃষ্ট প্রতিটি দেহধারীর হৃদয়ে সূর্যের ন্যায় এক হয়েও নানা দৃষ্টিতে নানা রূপে প্রকাশিত জন্মরহিত এই পরমাত্মা কৃষ্ণের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১১ ॥

—— • ——

(যখন) কৌরব এবং পাণ্ডবদের সামনে পরিপূর্ণ সভাগৃহে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বস্ত্র ও কেশ ধরে আকর্ষণ করলেন, তখন আমার আর কোনো আশ্রয় নেই এমনভাবে দ্রৌপদী রোদনভরা কণ্ঠে ডাকলেন—'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'॥ ১ ॥ 'হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে মধুকৈটভ-হারিন্! হে ভক্ত ত্রাণকারী! হে ভগবন্! হে মুরারে! হে কেশব! হে লোকেশ্বর! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো'॥ ২ ॥ যাঁদের চিত্ত মুরারির চরণকমলে ন্যস্ত, সেই সব গোপকন্যাগণ দুধ-দই বিক্রী করার জন্য পথে বার হন। তাঁদের মন ছিল মুরারির দিকে ; তাই প্রেমবশতঃ তারা বুদ্ধি-শুদ্ধি ভুলে 'দই নাও, দই নাও' না বলে জোরে

উলূখলে সম্ভৃততণ্ডুলাংশ্চ সংঘট্টয়ন্ত্যো মুসলৈঃ প্রমুগ্ধাঃ।
গায়ন্তি গোপ্যো জনিতানুরাগা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪ ॥
কাচিৎ করাম্ভোজপুটে নিষণ্ণং ক্রীড়াশুকং কিংশুকরক্ততুণ্ডম্।
অধ্যাপয়ামাস সরোরুহাক্ষী গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫ ॥
গৃহে গৃহে গোপবধূসমূহঃ প্রতিক্ষণং পিঞ্জরসারিকাণাম্।
স্খলদ্গিরং বাচয়িতুং প্রবৃত্তো গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬ ॥
পর্য্যঙ্কিকাভাজমলং কুমারং প্রস্বাপয়ন্ত্যোঽখিলগোপকন্যাঃ।
জগুঃ প্রবন্ধং স্বরতালবন্ধং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৭ ॥
রামানুজং বীক্ষণকেলিলোলং গোপী গৃহীত্বা নবনীতগোলম্।
আবালকং বালকমাজুহাব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৮ ॥
বিচিত্রবর্ণাভরণাভিরামেঽভিধেহি বক্ত্রাম্বুজরাজহংসি।
সদা মদীয়ে রসনেঽগ্ররঙ্গে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৯ ॥

জোরে 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' ইত্যাদি বলতে লাগলেন॥ ৩ ॥ ঢেঁকিতে ধান ভরা ছিল, মুগ্ধা গোপরমণীগণ তাইতে ধান ভানছিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' গান করতেন॥ ৪ ॥ কোনো এক কমলনয়না রমণী মনোরঞ্জনের জন্য পোষা লালবর্ণ চঞ্চুসমন্বিত তোতাপাখীকে নিজ হস্তে নিয়ে কথা শেখাতে থাকেন 'বলো তো তোতা ! "গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !"।'॥ ৫ ॥ প্রতি ঘরে ঘরে সমস্ত গোপনারীগণ পিঞ্জরে পোষা ময়নাকে তাদের ভাষাতে ক্ষণে ক্ষণে 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' ইত্যাদি রূপে বলাতে চেষ্টা করতে থাকেন॥ ৬ ॥ দোলনাতে শায়িত নিজ নিজ শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে সব গোপনারীই মৃদুমন্দস্বরে 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই পদটিই গান করতেন॥ ৭ ॥ হাতে মাখনের মণ্ড নিয়ে মাতা যশোদা লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত বলরামের অনুজ কৃষ্ণকে বালকদের মধ্যে থেকে ধরে ডাকতেন—'ওরে গোবিন্দ ! ওরে দামোদর ! ওরে মাধব'॥ ৮ ॥ বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল অলঙ্কারে সজ্জিত হে মুখকমলের রাজহংসরূপ আমার রসনা ! তুমি সর্বপ্রথম 'গোবিন্দ ! দামোদর !

অঙ্কাধিরূঢ়ং শিশুগোপগূঢ়ং স্তনং ধয়ন্তং কমলৈককান্তম্।
সম্বোধয়ামাস মুদা যশোদা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১০ ॥
ক্রীড়ন্তমন্তর্ব্রজমাত্মজং স্বং সমং বয়স্যৈঃ পশুপালবালৈঃ।
প্রেম্ণা যশোদা প্রজুহাব কৃষ্ণং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১১ ॥
যশোদয়া গাঢ়মুলূখলেন্ন গোকণ্ঠপাশেন নিবধ্যমানঃ।
রুরোদ মন্দং নবনীতভোজী গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১২ ॥
নিজাঙ্গণে কঙ্কণকেলিলোলং গোপী গৃহীত্বা নবনীতগোলম্।
আমর্দয়ৎ পাণিতলেন নেত্রে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৩ ॥
গৃহে গৃহে গোপবধূকদম্বাঃ সর্বে মিলিত্বা সমবায়যোগে।
পুণ্যানি নামানি পঠন্তি নিত্যং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৪ ॥

মাধব !' এই ধ্বনি উচ্চারণ কর॥ ৯ ॥ নিজ ক্রোড়ে উপবিষ্ট হয়ে দুগ্ধপানরত বালগোপালরূপধারী ভগবান লক্ষ্মীকান্তকে লক্ষ্য করে প্রেমানন্দে মগ্ন মাতা যশোদা ডেকে উঠতেন—'ও আমার গোবিন্দ ! আমার দামোদর ! আমার মাধব ! একটু কথা বলো তো বাবা !'॥ ১০ ॥ সমবয়সী গোপবালকদের সঙ্গে গোষ্ঠে নিজ প্রিয় পুত্র কৃষ্ণকে খেলতে দেখে মাতা যশোদা স্নেহবিজড়িত স্বরে ডাকতেন—'ওরে ও গোবিন্দ ! ও দামোদর ! ওরে মাধব ! (কোথায় গেলি ?)'॥ ১১ ॥ অত্যধিক দুষ্টুমি করার জন্য মাতা যশোদা গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে খুব জোরে ঢেঁকির সঙ্গে ঘনশ্যামকে বেঁধে রাখলে মাখনচোর কৃষ্ণ আস্তে আস্তে (চোখ মুছতে মুছতে) ফুঁপিয়ে 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' বলে কাঁদতে লাগলেন॥ ১২ ॥ শ্রীনন্দনন্দন তাঁর গৃহের অঙ্গনে নিজ হাতের কঙ্কণ নিয়ে খেলছিলেন, মাতা যশোদা সেই সময় ধীরে ধীরে গিয়ে তাঁর দুই কমলনয়ন এক হাতে বন্ধ করে অন্য হাতে ননী নিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব ! (এসো, এই মাখন খেয়ে নাও)'॥ ১৩ ॥ ব্রজের প্রত্যেক গৃহে ব্রজাঙ্গনারা একত্র হওয়ার অবকাশ পেলেই একসঙ্গে মিলে সেই মনমোহন মাধবকে 'গোবিন্দ, দামোদর, মাধব'

মন্দারমূলে বদনাভিরামং বিম্বাধরে পূরিতবেণুনাদম্।
গোগোপগোপীজনমধ্যসংস্থং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৫ ॥
উত্থায় গোপ্যোঽপররাত্রভাগে স্মৃত্বা যশোদাসুতবালকেলিম্।
গায়ন্তি প্রোচ্চৈর্দধি মন্থয়ন্ত্যো গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৬ ॥
জগ্ধোঽথ দত্তো নবনীতপিণ্ডো গৃহে যশোদা বিচিকিৎসয়ন্তী।
উবাচ সত্যং বদ হে মুরারে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৭ ॥
অভ্যর্চ্য গেহং যুবতিঃ প্রবৃদ্ধপ্রেমপ্রবাহা দধি নির্মমন্থ।
গায়ন্তি গোপ্যোঽথ সখীসমেতা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৮ ॥
ক্বচিৎ প্রভাতে দধিপূর্ণপাত্রে নিক্ষিপ্য মন্থং যুবতী মুকুন্দম্।
আলোক্য গানং বিবিধং করোতি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ১৯ ॥

এই পবিত্র নাম করে আদর করতেন॥ ১৪ ॥ যাঁর মুখচন্দ্র অত্যন্ত সুন্দর, যিনি অরুণবর্ণ, অধরে বংশীর মধুরধ্বনি করেন এবং যিনি কদম্ববৃক্ষতলে গাভী, গোপ এবং গোপিনীসহ বিরাজ করেন, সেই ভগবানকে সর্বদাই ‘হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !’ এইরূপে সর্বদা স্মরণ করা উচিত॥ ১৫ ॥ ব্রজাঙ্গনারা ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে যশোদানন্দনের বালক্রীড়া স্মরণ করে দধি মন্থন করতে করতে ‘গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !’ বলে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে থাকেন॥ ১৬ ॥ (দধি মন্থন করে মাখনের ডেলা রাখা হয়েছিল। মাখনচোর কৃষ্ণের সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই, চট্ করে তিনি তা উঠিয়ে নিলেন) কিছু খেয়ে নিলেন আর কিছু বন্ধুদের বিলিয়ে দিলেন। যশোদা যখন খুঁজতে খুঁজতে পেলেন না, তখন কৃষ্ণের ওপর সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করলেন—‘হে মুরারে ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! ঠিক করে বল মাখনের ডেলা কি হল ?’॥ ১৭ ॥ হৃদয়ে যেন প্রেমের বাণ এসেছে এইভাবে মাতা যশোদা ঘরে গিয়ে দধিমন্থন করতে লাগলেন। তখন অন্য সব ব্রজনারীরা এবং তাঁদের সখীরা মিলিত হয়ে ‘ গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !’ এই বলে গাইতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ একদিন প্রাতঃকালে যশোদা মাতা দধিপূণ ভাণ্ডে মন্থনদণ্ড রেখে উঠতেই তাঁর নজরে পড়ল

ক্রীড়াপরং ভোজনমজ্জনার্থং হিতৈষিণী স্ত্রী তনুজং যশোদা।
আজূহবৎ প্রেমপরিপ্লুতাক্ষী গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২০ ॥
সুখং শয়ানং নিলয়ে চ বিষ্ণুং দেবর্ষিমুখ্যা মুনয়ঃ প্রপন্নাঃ।
তেনাচ্যুতে তন্ময়তাং ব্রজন্তি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২১ ॥
বিহায় নিদ্রামরুণোদয়ে চ বিধায় কৃত্যানি চ বিপ্রমুখ্যাঃ।
বেদাবসানে প্রপঠন্তি নিত্যং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২২ ॥
বৃন্দাবনে গোপগণাশ্চ গোপ্যো বিলোক্য গোবিন্দবিয়োগখিন্নাম্।
রাধাং জগুঃ সাশ্রুবিলোচনাভ্যাং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৩ ॥
প্রভাতসঞ্চারগতা নু গাবস্তদ্রক্ষণার্থং তনয়ং যশোদা।
প্রাবোধয়ৎ পাণিতলেন মন্দং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৪ ॥

মনমোহন মুকুন্দ শয্যায় উপবেশন করে আছেন। তাঁকে দেখে যশোদা মাতা স্নেহে বিহ্বল হয়ে 'আমার গোবিন্দ ! আমার দামোদর ! আমার মাধব !' বলে নানাপ্রকার গান করতে লাগলেন॥ ১৯ ॥ ক্রীড়াবিলাসী মুরারি বালকদের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত ছিলেন (তখনও স্নানও করেননি আর খানও নি) তাই স্নেহবিহ্বল মাতা তাঁকে স্নান ও খাওয়ার জন্য ডাকতে লাগলেন—'ওরে ও গোবিন্দ ! ও দামোদর ! ও মাধব ! (এসো বাবা ! এসো ! জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি স্নান করে কিছু খেয়ে নাও)'॥ ২০ ॥ নারদাদি ঋষিগণ 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' এই ভাবে প্রার্থনা করতে করতে ঘরে সুখশয্যায় শায়িত পুরাণপুরুষ বালকৃষ্ণের শরণাগত হলেন ; অতঃপর তাঁরা শ্রীঅচ্যুতে তন্ময়তা লাভ করেন॥ ২১ ॥ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করে নিজ নিজ নিত্যকর্ম সমাপন করে বেদপাঠের পরে নিত্যই 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই সুন্দর নাম কীর্তন করে থাকেন॥ ২২ ॥ বৃন্দাবনে শ্রীবৃষভানুকুমারীকে কৃষ্ণের বিরহে বিহ্বল দেখে গোপ-গোপিনীরা সাশ্রুনয়নে—'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !' ইত্যাদি বলে ডাকতে লাগলেন॥ ২৩ ॥ প্রাতঃকালে যখন গাভীরা বনে চরতে যায়, তখন তাদের দেখাশোনার জন্য মাতা যশোদা শয্যায় শায়িত বালককৃষ্ণকে মৃদুমন্দভাবে

প্রবালশোভা ইব দীর্ঘকেশা বাতাম্বুপর্ণাশনপূতদেহাঃ।
মূলে তরূণাং মুনয়ঃ পঠন্তি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৫ ॥
এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৬ ॥
গোপী কদাচিন্মণিপিঞ্জরস্থং শুকং বচো বাচয়িতুং প্রবৃত্তা।
আনন্দকন্দ ব্রজচন্দ্র কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৭ ॥
গোবৎসবালৈঃ শিশুকাকপক্ষং বধ্নন্তমম্ভোজদলায়তাক্ষম্।
উবাচ মাতা চিবুকং গৃহীত্বা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৮ ॥
প্রভাতকালে বরবল্লবৌঘা গোরক্ষণার্থং ধৃতবেত্রদণ্ডাঃ।
আকারয়ামাসুরনন্তমাদ্যং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ২৯ ॥

চাপড় মেরে জাগাতে থাকেন আর বলেন—'বাবা গোবিন্দ ! ছোট্ট সোনা মাধব ! আদরের দামোদর ! (ওঠ, যাও গরুদের চরিয়ে আন)'॥ ২৪ ॥ শুধুমাত্র হাওয়া, জল এবং ফলমূলাদি আহার করে যাদের শরীর পবিত্র হয়েছে, সেই প্রবালের মত লাল লম্বা জটাজূটধারী মুনি-ঋষিগণ বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করে নিরন্তর—'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই নাম জপ করতে থাকেন॥ ২৫ ॥ শ্রীবনমালীর বিরহে বিভোর ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁর বিষয়ে নানা কথা বলতে বলতে লোকলজ্জা জলাঞ্জলী দিয়ে অত্যন্ত আর্তস্বরে 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন॥ ২৬ ॥ গোপী শ্রীমতী রাধিকা একদিন মণিখচিত পিঁজরায় তোতাকে বারংবার 'আনন্দকন্দ ! ব্রজচন্দ্র ! কৃষ্ণ ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই সব নাম পড়াতে লাগলেন॥ ২৭ ॥ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একদিন এক গোপবালকের চুল বাছুরের লেজের লোম দিয়ে বেঁধে দিচ্ছিলেন, তাই দেখে মাতা যশোদা তাঁর চিবুক ধরে আদর করে—'আমার গোবিন্দ ! আমার দামোদর ! আমার মাধব !' বলতে লাগলেন॥ ২৮ ॥ প্রাতঃকালে সকল গোপবালক হাতে বেতের ছড়ি ও লাঠি নিয়ে গোরু চরাতে বেরোয়। সেইসময় তারা তাদের প্রিয় সখা অনন্ত আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' বলে ডাকতে

জলাশয়ে কালিয়মর্দনায় যদা কদম্বাদপতন্মুরারিঃ।
গোপাঙ্গনাশ্চুক্রুশুরেত্য গোপা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩০ ॥
অক্রূরমাসাদ্য যদা মুকুন্দশ্চাপোৎসবার্থং মথুরাং প্রবিষ্টঃ।
তদা স পৌরৈর্জয়তীত্যভাষি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩১ ॥
কংসস্য দূতেন যদৈব নীতৌ বৃন্দাবনান্তাদ্ বসুদেবসূনূ।
রুরোদ গোপী ভবনস্য মধ্যে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩২ ॥
সরোবরে কালিয়নাগবদ্ধং শিশুং যশোদাতনয়ং নিশম্য।
চক্রুর্লুঠন্ত্যঃ পথি গোপবালা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৩ ॥
অক্রূরযানে যদুবংশনাথং সংগচ্ছমানং মথুরাং নিরীক্ষ্য।
উচুর্বিয়োগাৎ কিল গোপবালা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৪ ॥

লাগলেন॥ ২৯ ॥ কালিয় নাগকে দমন করার জন্য কানাই যখন কদম্ববৃক্ষ থেকে লাফ দেন, তখন গোপনর-নারীগণ সেখানে এসে 'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন॥ ৩০ ॥ যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের ধনুর্যজ্ঞোৎসবে যোগদান করার জন্য অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় প্রবেশ করেন, তখন পুরবাসিগণ 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব। তোমার জয় হোক, জয় হোক !' বলতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ কংসদূত অক্রূর যখন বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নিজ গৃহে বসে যশোদামাতা 'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !' বলে ক্রন্দন করতে থাকলেন॥ ৩২ ॥ যশোদানন্দন বালক শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়দহতে কালিয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করার ঘটনা জানতে পেরে গোপরমণীগণ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে 'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে থাকলেন॥ ৩৩ ॥ অক্রূরের রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় চলে যেতে দেখে সমস্ত গোপরমণীরা বিচ্ছেদ আশঙ্কায় অধীর হয়ে বলতে লাগলেন—'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব ! (আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ) ?'॥ ৩৪ ॥

চক্রন্দ গোপী নলিনীবনান্তে কৃষ্ণেন হীনা কুসুমে শয়ানা।
প্রফুল্লনীলোৎপললোচনাভ্যাং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৫ ॥
মাতাপিতৃভ্যাং পরিবার্যমাণা গেহং প্রবিষ্টা বিললাপ গোপী।
আগত্য মাং পালয় বিশ্বনাথ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৬ ॥
বৃন্দাবনস্থং হরিমাশু বুদ্ধ্বা গোপী গতা কাপি বনং নিশায়াম্।
তত্রাপ্যদৃষ্টাতিভয়াদবোচদ্ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৭ ॥
সুখং শয়ানা নিলয়ে নিজেঽপি নামানি বিষ্ণোঃ প্রবদন্তি মর্ত্যাঃ।
তে নিশ্চিতং তন্ময়তাং ব্রজন্তি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৮ ॥
সা নীরজাক্ষীমবলোক্য রাধাং রুরোদ গোবিন্দ-বিয়োগখিন্নাম্।
সখী প্রফুল্লোৎপললোচনাভ্যাং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩৯ ॥
জিহ্বে রসজ্ঞে মধুরপ্রিয়া ত্বং সত্যং হিতং ত্বাং পরমং বদামি।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে চলে যাওয়ার পরে শ্রীমতী রাধিকা কমলবনে কুসুমশয্যায় শয়ন করে কমলনয়নে রোদন করে বলতে লাগলেন 'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !' ॥ ৩৫ ॥ মাতা-পিতা ইত্যাদি বেষ্টিত হয়ে শ্রীমতী রাধিকা গৃহে প্রবেশ করে বিলাপ করতে লাগলেন 'হে বিশ্বনাথ ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! তুমি এসে আমায় রক্ষা করো ! রক্ষা করো !!' ॥ ৩৬ ॥ রাত্রিকালে, কোন এক গোপিনী ভ্রমবশতঃ মনে করলেন বৃন্দাবন-বিহারী এখন বনে বিহার করছেন। এই ভেবে তিনি বনের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু নির্জন বনস্থলীতে এসে যখন দেখলেন সেখানে বনমালী নেই, তখন তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন 'হা গোবিন্দ ! হা দামোদর ! হা মাধব !' ॥ ৩৭ ॥ (বনে না গিয়েও) নিজ গৃহে সুখে শয্যায় শয়ন করেও যিনি 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' ভগবান বিষ্ণুর এই পবিত্র নামগুলি নিত্য জপ করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানে তন্ময়তা লাভ করে থাকেন॥ ৩৮ ॥ কমলনয়না রাধাকে শ্রীগোবিন্দের বিরহে ব্যথিত দেখে তাঁর কোনো এক সখী সাশ্রুনয়নে 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' বলে কাঁদতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥ হে রসাস্বাদনকারী রসনা ! তোমার মিষ্টদ্রব্য

আবর্ণয়েথা মধুরাক্ষরাণি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪০ ॥
আত্যন্তিকব্যাধিহরং জনানাং চিকিৎসকং বেদবিদো বদন্তি।
সংসারতাপত্রয়নাশবীজং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪১ ॥
তাতাজ্ঞয়া গচ্ছতি রামচন্দ্রে সলক্ষ্মণেঽরণ্যচয়ে সসীতে।
চক্রন্দ রামস্য নিজা জনিত্রী গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪২ ॥*
একাকিনী দণ্ডককাননান্তাৎ সা নীয়মানা দশকন্ধরেণ।
সীতা তদাক্রন্দদনন্যনাথা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৩ ॥*
রামাদ্ বিযুক্তা জনকাত্মজা সা বিচিন্তয়ন্তী হৃদি রামরূপম্।
রুরোদ সীতা রঘুনাথ পাহি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৪ ॥*

অত্যন্ত প্রিয়, আমি তোমার হিতার্থে এক অত্যন্ত সুন্দর এবং সত্য কথা জানাচ্ছি। তুমি নিরন্তর 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব।' এই মধুর মিষ্টি নামগুলি আবৃত্তি কর॥ ৪০ ॥ বেদবেত্তা বিদ্বানেরা 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!' এই নামই লোকেদের বড়ো বড়ো বিকট ব্যাধি দূর করার বৈদ্য এবং জগতের আধিভৌতিক, অধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক—তিনটি তাপের নাশ করার অতি উত্তম ঔষধ বলে জানিয়েছেন॥ ৪১ ॥ পিতার আজ্ঞায় ভাই লক্ষ্মণ এবং জনকনন্দিনী সীতার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র বিজন বনের পথে যাত্রা করেন, তখন তাঁর মাতা কৌশল্যা 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! (হে রাম! হে রঘুনন্দন! হে রাঘব!)' এই বলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন॥ ৪২ ॥ রাক্ষসরাজ রাবণ যখন পঞ্চবটীতে জানকীকে একাকী দেখে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রামচন্দ্র ছাড়া যাঁর আর কোনো স্বামী নেই, সেই সীতা 'হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! (হে রাম! হে রঘুনন্দন! হে রাঘব!)' বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন॥ ৪৩ ॥ রথে করে রাবণের সঙ্গে যাওয়ার সময় রাম-বিরহিণী সীতা হৃদয়ে স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করতে করতে 'হা রঘুনাথ! হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! (হে রাম! হে রঘুনন্দন! হে রাঘব! আমায় রক্ষা করো)' এই বলে

---

*এখানে 'হে রাম রঘুনন্দন রাঘবেতি'

প্রসীদ বিষ্ণো রঘুবংশনাথ সুরাসুরাণাং সুখদুঃখহেতো।
রুরোদ সীতা তু সমুদ্রমধ্যে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৫ ॥
অন্তর্জলে গ্রাহগৃহীতপাদো বিসৃষ্টবিক্লিষ্টসমস্তবন্ধুঃ।
তদা গজেন্দ্রো নিতরাং জগাদ গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৬ ॥
হংসধ্বজঃ শঙ্খযুতো দদর্শ পুত্রং কটাহে প্রপতন্তমেনম্।
পুণ্যানি নামানি হরের্জপন্তং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৭ ॥
দুর্বাসসো বাক্যমুপেত্য কৃষ্ণা সা চাব্রবীৎ কাননবাসিনীশম্।
অন্তঃপ্রবিষ্টং মনসা জুহাব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৮ ॥
ধ্যেয়ঃ সদা যোগিভিরপ্রমেয়শ্চিন্তাহরশ্চিন্তিতপারিজাতঃ।
কস্তূরিকাকল্পিতনীলবর্ণো গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৪৯ ॥

কাঁদতে লাগলেন॥ ৪৪ ॥ রাবণের সঙ্গে সীতা যখন সমুদ্র মধ্যে পৌঁছলেন তখন তিনি এই বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন—'হে বিষ্ণো! হে রঘুকুলপতে! হে দেবগণের সুখ ও অসুরগণে দুঃখপ্রদানকারী! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! (হে রাম! হে রঘুনন্দন! হে রাঘব!) আপনি প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন হোন।'॥ ৪৫ ॥ জল পান করার সময় যখন জলের মধ্যে থেকে গ্রাহ (কুমির) গজরাজের পা ধরে ফেলল এবং সে তার বন্ধুদের থেকে দলচ্যুত হয়ে গেল, তখন সেই গজরাজ অধীর হয়ে নিরন্তর—'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' বলতে লাগল॥ ৪৬ ॥ রাজা হংসধ্বজ তাঁর পুরোহিত শঙ্খমুনির সঙ্গে তাঁর পুত্র সুধন্বাকে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' ভগবানের এই পরমপাবন নামজপ করতে করতে তপ্ত তেলে ঝাঁপ দিতে দেখলেন॥ ৪৭ ॥ (একদিন দ্বিপ্রহরে দ্রৌপদীর ভোজনের পরে অসময়ে দুর্বাসা ঋষি শিষ্যসমেতে সেখানে এসে আহার প্রার্থনা করেন) বনবাসিনী দ্রৌপদী তখন তাদের খেতে দেবার অঙ্গীকার করে নিজ হৃদয়ে স্থিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!' বলে ডাকতে লাগলেন॥ ৪৮ ॥ যোগীরাও যাঁকে ঠিকমতো জানতে পারেন না, যিনি সবার চিন্তাহরণ করেন ও মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য কল্পবৃক্ষের ন্যায়, যাঁর দেহবর্ণ

সংসারকূপে পতিতোঽত্যগাধে মোহান্ধপূর্ণে বিষয়াভিতপ্তে।
করাবলম্বং মম দেহি বিষ্ণো গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫০ ॥
ত্বামেব যাচে মম দেহি জিহ্বে সমাগতে দণ্ডধরে কৃতান্তে।
বক্তব্যমেবং মধুরং সুভক্ত্যা গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫১ ॥
ভজস্ব মন্ত্রং ভববন্ধমুক্ত্যৈ জিহ্বে রসজ্ঞে সুলভং মনোজ্ঞম্।
দ্বৈপায়নাদ্যৈর্মুনিভিঃ প্রজপ্তং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫২ ॥
গোপাল বংশীধর রূপসিন্ধো লোকেশ নারায়ণ দীনবন্ধো।
উচ্চস্বরৈস্ত্বং বদ সর্বদৈব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৩ ॥
জিহ্বে সদৈবং ভজ সুন্দরাণি নামানি কৃষ্ণস্য মনোহরাণি।
সমস্তভক্তার্তিবিনাশনানি গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৪ ॥

কস্তুরীর মতো নীল, তাঁকে সর্বদা 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই নামেই স্মরণ করা উচিত॥ ৪৯ ॥ মোহরূপ অন্ধকারব্যাপ্ত ও বিষয় জ্বালায় সন্তপ্ত সংসাররূপ কূপে আমি পড়ে রয়েছি। 'হে আমার মধুসূদন ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' আমাকে আপনি হস্ত দিয়ে সাহায্য করুন॥ ৫০ ॥ ওহে রসনা ! আমি তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইছি, তুমি আমাকে সেই ভিক্ষা দাও। যখন দণ্ডপাণি যমরাজ এই জীবন-লীলা শেষ করতে আসবেন, তখন অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ গদগদ স্বরে 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' এই মিষ্ট মধুর নাম উচ্চারণ করতে থাকবে॥ ৫১ ॥ হে জিহ্বে ! হে রসজ্ঞে ! সংসাররূপ বন্ধন ছেদ করার জন্য তুমি সর্বদা 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' এই নামরূপ মন্ত্র জপ কর, যা অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর আর যেগুলি ব্যাস, বশিষ্ঠ ঋষিগণও জপ করেছিলেন॥ ৫২ ॥ হে রসনা ! তুমি নিত্য গোপাল ! বংশীধর ! রূপসিন্ধো ! লোকেশ ! নারায়ণ ! দীনবন্ধো ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব ! এই নামগুলি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে থাক॥ ৫৩ ॥ হে রসনা ! তুমি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই অতি মনোহর মিষ্ট নামগুলি, যা সকল ভক্তদের সমস্ত সঙ্কট নিবারণ করে, ভজন কর॥ ৫৪ ॥

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৫ ॥
সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৬ ॥
দুর্বারবাক্যং পরিগৃহ্য কৃষ্ণা মৃগীব ভীতা তু কথং কথঞ্চিৎ।
সভাং প্রবিষ্টা মনসাজুহাব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রাধাবর গোকুলেশ গোপাল গোবর্ধন নাথ বিষ্ণো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৮ ॥
শ্রীনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্তে শ্রীদেবকীনন্দন দৈত্যশত্রো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৫৯ ॥
গোপীপতে কংসরিপো মুকুন্দ লক্ষ্মীপতে কেশব বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬০ ॥

হে রসনা ! 'গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! হরে ! মুরারে ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! মুকুন্দ ! কৃষ্ণ ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! রথাঙ্গপাণে ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই নামগুলি তুমি সর্বদা জপ কর॥ ৫৫ ॥ সুখের শেষে এই হল সার, দুঃখের শেষে এগুলিই গান গাওয়ার উপযুক্ত এবং শরীর ত্যাগ করার সময় এই মন্ত্রই জপ করার জন্য উপযুক্ত, কী মন্ত্র ? সেই মন্ত্র হল 'হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !' ॥ ৫৬ ॥ দুঃশাসনের অশিষ্ট বাক্য শোনার পর হরিণীর ন্যায় ভীতসন্ত্রস্তা দ্রৌপদীকে সভাতে আনা হলে তিনি মনে মনে ' গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলেন॥ ৫৭ ॥ হে রসনা ! তুমি 'শ্রীকৃষ্ণ ! রাধারমণ ! ব্রজরাজ ! গোপাল ! গোবর্ধন ! নাথ ! বিষ্ণো ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !'—এই নামামৃত নিরন্তর পান করতে থাক॥ ৫৮ ॥ হে রসনা ! তুমি 'শ্রীনাথ ! সর্বেশ্বর ! শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ ! শ্রীদেবকী-নন্দন ! অসুরনিকন্দন ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !'—এই নামামৃত নিত্য পান করতে থাক॥ ৫৯ ॥ হে রসনা ! তুমি 'গোপীপতে ! কংসরিপু ! মুকুন্দ ! লক্ষ্মীপতে ! কেশব ! বাসুদেব ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই নামামৃত

গোপীজনাহ্লাদকর ব্রজেশ গোচারণারণ্যকৃতপ্রবেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬১ ॥
প্রাণেশ বিশ্বম্ভর কৈটভারে বৈকুণ্ঠ নারায়ণ চক্রপাণে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬২ ॥
হরে মুরারে মধুসূদনাদ্য শ্রীরাম সীতাবর রাবণারে।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৩ ॥
শ্রীযাদবেন্দ্রাদ্রিধরাম্বুজাক্ষ গোগোপগোপীসুখদানদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৪ ॥
ধরাভরোত্তারণগোপবেষ বিহারলীলাকৃতবন্ধুশেষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৫ ॥

নিত্য পান করতে থাক॥ ৬০ ॥ যে ব্রজরাজ ব্রজাঙ্গনাদের আনন্দ-প্রদান করতেন, যিনি গোচারণের জন্য বনে যেতেন ; হে রসনা ! তুমি সেই মুরারির 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !'—এই নামামৃত নিত্য পান করতে থাক॥ ৬১ ॥ হে রসনা ! তুমি 'প্রাণেশ ! বিশ্বম্ভর ! কৈটভারে ! বৈকুণ্ঠ ! নারায়ণ ! চক্রপাণে ! গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !'—এই নামামৃত নিত্য পান করতে থাক॥ ৬২ ॥ 'হে হরে ! হে মুরারে ! হে মধুসূদন ! হে পুরাণ পুরুষোত্তম ! হে রাবণারি ! হে সীতাপতে শ্রীরাম ! হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব !'—এই নামামৃত হে রসনা ! তুমি নিত্য পান করতে থাক॥ ৬৩ ॥ হে রসনা ! 'শ্রীযদুকুলনাথ ! গিরিধর ! কমলনয়ন ! গাভী, গোপ ও গোপিনীদের সুখপ্রদানে কুশল শ্রীগোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !'—এই নামামৃত নিত্য পান করতে থাক॥ ৬৪ ॥ যিনি পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য সুন্দর গোয়ালার রূপ ধারণ করেছিলেন এবং আনন্দময় লীলা করার জন্য যিনি শেষনাগকে তাঁর ভাই বলে স্বীকার করেছিলেন, সেই নটনাগরের 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !'—এই নামামৃত হে রসনা ! তুমি নিরন্তর পান

বকীবকাঘাসুরধেনুকারে কেশীতৃণাবর্তবিঘাতদক্ষ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৬ ॥
শ্রীজানকীজীবন রামচন্দ্র নিশাচরারে ভরতাগ্রজেশ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৭ ॥
নারায়ণানন্ত হরে নৃসিংহ প্রহ্লাদবাধাহর হে কৃপালো।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৮ ॥
লীলামনুষ্যাকৃতিরামরূপ প্রতাপদাসীকৃতসর্বভূপ।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৬৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৭০ ॥

করতে থাক॥ ৬৫ ॥ যিনি পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর এবং ধেনুকাসুর ইত্যাদি রাক্ষসদের শত্রু এবং কেশী ও তৃণাবর্তকে দমন করেছিলেন, হে জিহ্বে! সেই অসুরারি মুরারির 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!'—এই নামামৃত তুমি নিরন্তর পান করতে থাক॥ ৬৬ ॥ 'হে জানকীজীবন ভগবান রাম! হে দৈত্যদলন ভরতাগ্রজ! হে ঈশ! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'—এই নামামৃত হে জিহ্বে! তুমি নিরন্তর পান করতে থাক॥ ৬৭ ॥ 'হে প্রহ্লাদের বাধাহরণকারী দয়াময় নৃসিংহ! নারায়ণ! অনন্ত! হরে! গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!'—এই নামামৃত হে রসনা! তুমি নিরন্তর পান করতে থাক॥ ৬৮ ॥ হে রসনা! যিনি লীলাদ্বারাই মানুষের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে রামরূপে প্রকটিত হয়েছেন এবং নিজ পরাক্রমে সকল নৃপতিকে পরাভূত করেছেন, তুমি সেই নীলাম্বুজ শ্যামসুন্দর শ্রীরামের 'গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!'—এই নামামৃত নিত্য পান করতে থাক॥ ৬৯ ॥ হে রসনা! তুমি 'শ্রীকৃষ্ণ! গোবিন্দ! হরে! মুরারে! হে নাথ! নারায়ণ! বাসুদেব! এবং গোবিন্দ! দামোদর! মাধব!' —এই নামামৃতই নিরন্তর ভক্তিপূর্বক পান করতে

বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিদহো জনানাং ব্যসনাভিমুখ্যম্।
জিহ্বে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলাচার্যবিরচিতং শ্রীগোবিন্দদামোদরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৫৪—শ্রীপপন্নগীতম্

(পঞ্চমস্বরমেকতালং ভজনম্, বিহাগরাগেণ গীয়তে)

পরমসখে শ্রীকৃষ্ণ ভয়ঙ্করভবার্ণবেঽব্যয় বিনিমগ্নম্।
মামুদ্ধর তে শ্রীকরলালিতচরণকমলপরিধৌ লগ্নম্॥
(ধ্রুবপদম্)

গুণমৃগতৃষ্ণাচলিতধিয়ং বিষয়ার্থসমুৎসুকদশকরণম্।
পরিভূতং দুর্মতিনরনিকরৈর্মতিভ্রমার্জিতগুণশরণম্॥
সততং সভয়মনো নিবহন্তং ষড়্‌রিপুভিনিখিলেড্যগুরুম্।
কালিন্দীহ্রদয়প্রিয়বিষ্ণোশ্চরণকমলরজসো বিধুরম্॥
মনঃশোকমতিমোহক্ষতয়েঽভিকাঙ্ক্ষন্তমজমুখপদ্মম্।
মামুদ্ধর তে শ্রীকরলালিতচরণকমলপরিধৌ লগ্নম্॥ ১ ॥

থাক॥ ৭০ ॥ আহা ! মানুষের বিষয়লালসা কি আশ্চর্যজনক ! অনেকেই বলতে সক্ষম হলেও ভগবৎ-নাম উচ্চারণ করে না ; কিন্তু হে জিহ্বে ! আমি তোমাকে বলছি, তুমি 'গোবিন্দ ! দামোদর ! মাধব !' এই নামামৃত নিরন্তর ভক্তিপূর্বক পান করতে থাক॥ ৭১ ॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল আচার্য রচিত শ্রীগোবিন্দ-দামোদর-মাধব স্তোত্র এখানেই সমাপ্ত হল।

হে পরমসখে ! শ্রীকৃষ্ণ ! হে অচ্যুত ! শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর করকমল সেবিত আপনার চরণপদ্মে শরণাগত এবং ভয়ঙ্কর ভবসাগরে ডুবন্ত আমাকে আপনি

কালিন্দীরুক্মিণীরাধিকাসত্যাজাম্ববতীসুহৃদম্।
নিজশরণাগতভক্তজনেভ্যঃ কৃপয়া গতভবভয়বরদম্॥
গোপীজনবল্লভরাসেশ্বরগোবর্ধনধরমধুমথনম্।
বন্দেঽহং নিখিলাধিপতিং ত্বামতিশয়সুন্দরগুণভবনম্॥
কৃষ্ণলালজীদ্বিজাধিপং হে মনোঽহনিশং ত্বং ভজ যজ্ঞম্।
মামুদ্ধর তে শ্রীকরলালিতচরণকমলপরিধৌ লগ্নম্॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলালদ্বিজবিরচিতায়াং গীতাভজনসপ্তশত্যাং
প্রপন্নগীতং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

উদ্ধার করুন। ত্রিগুণ মায়ারূপ মৃগতৃষ্ণায় যার বুদ্ধি চঞ্চল হয়েছে, যার দশ ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ভোগের জন্য লালায়িত, যে দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা অপমানিত, বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় যে ব্যক্তি ভগবৎশরণ পরিত্যাগ করে গুণাদির আশ্রয় গ্রহণ করেছে ; সেই সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত, কামাদি ছয়রিপুর জালে আবদ্ধ, সকলের তোষামোদকারী, কালিন্দীর প্রাণনাথ আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) চরণারবিন্দপরাগহীন, শোক ও বুদ্ধির ভ্রম দূর করার জন্য আপনার মুখকমল দর্শনাভিলাষী এবং লক্ষ্মীদেবীর করকমলদ্বারা সেবিত আপনার চরণকমলে শরণাগত আমাকে আপনি উদ্ধার করুন॥ ১ ॥ কালিন্দী, রুক্মিণী, রাধা, সত্যভামা এবং জাম্ববতীর সুহৃদ, নিজ শরণাগত ভক্তজনের ওপর কৃপা করে তাদের ভবভয় থেকে মুক্তি ও বরপ্রদানকারী, গোপবালাদের প্রিয়তম, রাসের অধিনায়ক, গোবর্ধনধারী, মধুসূদন, সর্বেশ্বর, অতি কমনীয় গুণাদির আশ্রয়স্থল, আপনাকে আমি প্রণাম করি, হে মন ! তুমি সর্বদা কৃষ্ণলালদ্বিজের প্রভু যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণের ভজনা কর ; হে পরমসখে ! লক্ষ্মীদেবীর করকমলসেবিত আপনার চরণারবিন্দে শরণাগত আমাকে উদ্ধার করুন॥ ২ ॥

৫৫—শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম

শ্রীকৃষ্ণ এব শরণং মম শ্রীকৃষ্ণ এব শরণম্॥
(ধ্রুবপদম্)

গুণময্যেষা ন যত্র মায়া ন চ জনুরপি মরণম্।
যদ্‌যতয়ঃ পশ্যন্তি সমাধৌ পরমমুদাভরণম্॥ ১ ॥
যদ্ধেতোর্নির্বহন্তি বুধা যে জগতি সদাচরণম্।
সর্বাপদ্‌ভ্যো বিহিতং মহতাং যেন সমুদ্ধরণম্॥ ২ ॥
ভগবতি যৎ সন্মতিমুদ্বহতাং হৃদয়তমোহরণম্।
হরিপরমা যদ্ভজন্তি সততং নিষেব্য গুরুচরণম্॥ ৩ ॥
অসুরকুলক্ষতয়ে কৃতমমরৈর্যস্য সদাদরণম্।
ভুবনতরুং ধত্তে যন্নিখিলং বিবিধবিষয়পর্ণম্॥ ৪ ॥
অবাপ্য যদ্‌ভূয়োঽচ্যুতভক্তা ন যান্তি সংসরণম্।
কৃষ্ণলালজীদ্বিজস্য ভূয়াত্তদঘহরস্মরণম্॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলালজীদ্বিজবিরচিতং 'শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম' নামক-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

আমি শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত। ত্রিগুণময়ী মায়া যেখানে নেই আর জন্ম-মৃত্যু নেই এবং যোগিগণ সমাধির মধ্যে যে আনন্দময়কে দর্শন করেন॥ ১ ॥ যাঁকে লাভ করার জন্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ সংসারে নানাপ্রকার ধর্মাচরণ করে থাকেন এবং যিনি সকলপ্রকার বাধার মধ্যেও সাধু-মহাত্মাগণকে উদ্ধার করেন॥ ২ ॥ যিনি ভগবানে সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্নকারীগণের হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করেন এবং ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তিগণ গুরুর চরণ সেবা করে সর্বদা যাঁর নাম-কীর্তন করেন॥ ৩ ॥ অসুরবিনাশের জন্য দেবগণ সর্বদা যাঁকে সম্মান করেন এবং যিনি নানাবিষয়রূপ পত্রসমন্বিত সংসার বৃক্ষ ধারণ করে আছেন॥ ৪ ॥ যাঁকে প্রাপ্ত করলে ভগবদ্‌ভক্তকে আর এই আসা যাওয়া চক্রে আবদ্ধ হতে হয় না, তাঁরই পাপনাশক স্মৃতি কৃষ্ণলাল দ্বিজের হৃদয়ে যেন সর্বদা জাগরূক থাকে॥ ৫ ॥

৫৬— গোপীকাবিরহগীতম্

এহি মুরারে কুঞ্জবিহারে এহি প্রণতজনবন্ধো
হে মাধব মধুমথন বরেণ্য কেশব করুণাসিন্ধো।(ধ্রুবপদম্)
রাসনিকুঞ্জে গুঞ্জতি নিয়তং ভ্রমরশতং কিল কান্ত এহি নিভৃতপথপান্থ।
ত্বামিহ যাচে দর্শনদানং হে মধুসূদন শান্ত॥ ১ ॥
শূন্যং কুসুমাসনমিহ কুঞ্জে শূন্যঃ কেলিকদম্বঃ দীনঃ কেকিকদম্বঃ।
মৃদুকলনাদং কিল সবিষাদং রোদিতি যমুনাস্বস্তঃ॥ ২ ॥
নবনীরজধরশ্যামলসুন্দর চন্দ্রকুসুমরুচিবেশ গোপীগণহৃদয়েশ।
গোবর্দ্ধনধর বৃন্দাবনচর বংশীধর পরমেশ॥ ৩ ॥
রাধারঞ্জন কংসনিষূদন প্রণতিস্তাবকচরণে নিখিলনিরাশ্রয়শরণে।
এহি জনার্দন পীতাম্বরধর কুঞ্জে মন্থরপবনে॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীগোপিকাবিরহগীতং সম্পূর্ণম্।

হে মুরারে ! হে প্রণতব্যক্তিদের বন্ধু ! বিহার কুঞ্জে আসুন, আসুন। হে মাধব ! হে মধুমথন ! হে পূজনীয় ! হে কেশব ! হে করুণাসিন্ধু ! পদার্পণ করুন। হে অদ্বৈত পথের পথিক ! হে নাথ ! রাসকুঞ্জে অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন করছে, পদার্পণ করুন ; হে শান্তিময় মধুসূদন ! আমি আপনার দর্শন ভিক্ষা চাইছি॥ ১ ॥ হে নাথ ! আপনার ক্রীড়াস্থল কুঞ্জে বিস্তৃত এই কুসুমাসন এবং এই লীলা-কদম্ব, আপনি না থাকায় সবই শূন্য বলে মনে হচ্ছে, ময়ূরাদি পক্ষীরাও হতশ্রী হয়ে আছে, মৃদু স্বরে বহমান যমুনার নির্মল জলও আপনার বিয়োগে শোকে যেন ক্রন্দমান॥ ২ ॥ হে নবীন পদ্মধারণকারী ! হে মেঘশ্যামল সৌন্দর্যসম্পন্ন ! হে ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পশোভিত বেশধারী গোপী-প্রাণবল্লভ ! হে গোবর্ধনধারী ! বৃন্দাবনবিহারী ! মুরলীধর ! হে প্রভো ! পদার্পণ করুন॥ ৩ ॥ হে রাধিকাদেবীকে প্রসন্নকারী ! কংস-বধকারী ! সকল নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদানকারী আপনার শ্রীচরণে আমাদের প্রণাম, হে জনার্দন ! হে পীতাম্বরধারী ! হে প্রভো ! এই মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত কুঞ্জবনে পদার্পণ করুন !! পদার্পণ করুন !!! ॥ ৪ ॥

৫৭—মধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ১ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ২ ॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ৩ ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ৪ ॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ৫ ॥
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ৬ ॥

শ্রীমধুরাধিপতির সবকিছুই মধুর। তাঁর অধর মধুর, মুখ মধুর, নয়ন মধুর, হাস্য মধুর, হৃদয় মধুর এবং গমনও অতি মধুর॥ ১ ॥ তাঁর বাক্য মধুর, চরিত্র মধুর, বসন মধুর, অঙ্গভঙ্গী মধুর, চলন মধুর এবং ভ্রমণও অত্যন্ত মধুর ; শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ২ ॥ তাঁর বেণু মধুর, চরণরেণু মধুর, করকমল মধুর, চরণ মধুর, নৃত্য মধুর এবং সখ্যও অতি মধুর ; শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ৩ ॥ তাঁর গান মধুর, পান মধুর, ভোজন মধুর, নিদ্রা মধুর, রূপ মধুর এবং তিলকও অতি মধুর ; শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ৪ ॥ তাঁর কর্ম মধুর, সন্তরণ মধুর, হরণ মধুর, রমণ মধুর, উদ্গার মধুর এবং শান্তিও অত্যন্ত মধুর, শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ৫ ॥ তাঁর গুঞ্জা মধুর, মালা মধুর, যমুনা মধুর, তার তরঙ্গরাজিও মধুর, তার জল মধুর এবং কমলও অতি মধুর ; শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ৬ ॥ গোপিনীরা মধুর, তাঁদের লীলা মধুর, তাঁদের সঙ্গ

গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং মুক্তং মধুরম্।
দৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ৭ ॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্বল্লমাভাচার্যকৃতং মধুরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

———•———

৫৮—শ্রীনন্দকুমারাষ্টকম্

সুন্দরগোপালম্ উরবনমালং নয়নবিশালং দুঃখহরম্।
বৃন্দাবনচন্দ্রমানন্দকন্দং পরমানন্দং ধরণিধরম্॥
বল্লভ-ঘনশ্যামং পূর্ণকামম্ অত্যভিরামং প্রীতিকরম্।
ভজ নন্দকুমারং সর্বসুখসারং তত্ত্ববিচারং ব্রহ্মপরম্॥ ১ ॥
সুন্দরবারিজবদনং নির্জিতমদনম্ আনন্দসদনং মুকুটধরম্।
গুঞ্জাকৃতিহারং বিপিনবিহারং পরমোদারং চীরহরম্॥

মধুর, বিরহ মধুর, নিরীক্ষণ মধুর এবং শিষ্টাচারও মধুর ; শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ৭ ॥ গোপ মধুর, গাভীগণ মধুর, যষ্টি মধুর, সৃষ্টি মধুর, দলন মধুর এবং তার ফলও অত্যন্ত মধুর ; শ্রীমধুরাধিপতির সব কিছুই মধুর॥ ৮ ॥

———•———

যাঁর বক্ষে বনমালা, বিশাল নয়ন, যিনি শোকহরণকারী, বৃন্দাবনের চন্দ্র, পরমানন্দময় ও পৃথিবীধারণকারী, যিনি সকলের প্রিয়, নবজলধর শ্যাম, পূর্ণকাম, অতিসুন্দর ও প্রেমময় ; এই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ, নন্দনন্দন মনমোহন, গোপাল শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ১ ॥ যাঁর মুখ সুন্দর কমলসম, যিনি নিজ কান্তিতে কামদেবকেও পরাজিত

বল্লভপটপীতং কৃতউপবীতং করনবনীতং বিবুধবরং। ভজ.॥ ২ ॥
শোভিতমুখধূলং যমুনাকূলং নিপটঅতূলং সুখদতরম্।
মুখমণ্ডিতরেণুং চারিতধেনুং বাদিতবেণুং মধুরসুরম্।
বল্লভমতিবিমলং শুভপদকমলং নখরুচিঅমলং তিমিরহরং। ভজ.॥ ৩
শিরমুকুটসুদেশং কুঞ্চিতকেশং নটবরবেশং কামবরম্।
মায়াকৃতমনুজং হরধরঅনুজং প্রতিহতদনুজং ভারহরম্॥
বল্লভব্রজপালং সুভগসুচালং হিতমনুকালং ভাববরং। ভজ.॥ ৪ ॥
ইন্দীবরভাসং প্রকটসুরাসং কুসুমবিকাসং বংশিধরম্।
হৃতমন্মথমানং রূপনিধানং কৃতকলগানং চিত্তহরম্॥

করেছেন, যিনি আনন্দের খনি, মুকুটধারী, গুঞ্জামালা পরিহিত বৃন্দাবনবিহারী পরম উদার এবং গোপিনীদের বস্ত্রহরণকারী, যাঁর পীতাম্বর অতীব প্রিয়, যিনি সুন্দর যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন এবং হাতে মাখন নিয়েছেন, সেই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ, দেবেশ্বর নন্দনন্দন, শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ২ ॥ যিনি যমুনাতীরে মুখে ধুলো মেখে শোভিত হচ্ছেন, যিনি অতুলনীয়, পরম সুখদ, যাঁর মুখ ধূলায় ধূসরিত, যিনি ধেনু চরান ও মধুর সুরে বাঁশী বাজান, যিনি সবার প্রিয় এবং অতি বিমল, যাঁর চরণকমল অত্যন্ত সুন্দর এবং নির্মল নখকান্তি, যিনি অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন, সেই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ৩ ॥ যাঁর সুন্দর মস্তকে মুকুট শোভিত, কুঞ্চিত কেশ, নটবর বেশ, যিনি কামদেবের থেকেও সুন্দর, মায়াদ্বারা অবতাররূপ ধারণ করেছেন, শ্রীবলরামের অনুজ, দানববধ করে পৃথিবীর ভার লাঘব করেন ; যিনি ব্রজরক্ষক, প্রিয়তম, সুন্দর, গতিসম্পন্ন, সর্বক্ষণ হিতাকাঙ্ক্ষী এবং উত্তম ভাবসম্পন্ন ; সেই সকল সুখের সারভূত পরব্রহ্মস্বরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ৪ ॥ যাঁর নীলকমলসম কান্তি, যিনি পবিত্র রাস প্রকট করেছেন, যিনি পুষ্পের ন্যায় বিকশিত, বংশীধারী ; যিনি

বল্লভমৃদুহাসং কুঞ্জনিবাসং বিবিধবিলাসং কেলিকরং। ভজ.॥ ৫ ॥
অতিপরপ্রবীণং পালিতদীনং ভক্তাধীনং কর্মকরম্।
মোহনমতিধীরং ফণিবলবীরং হতপরবীরং তরলতরম্॥
বল্লভব্রজরমণং বারিজবদনং হলধরশমনং শৈলধরং। ভজ.॥ ৬ ॥
জলধরদ্যুতিঅঙ্গং ললিতত্রিভঙ্গং বহুকৃতরঙ্গং রসিকবরম্।
গোকুলপরিবারং মদনাকারং কুঞ্জবিহারং গূঢ়তরম্॥
বল্লভব্রজচন্দ্রং সুভগসুছন্দং কৃতআনন্দং ভ্রান্তিহরং। ভজ.॥ ৭ ॥
বন্দিতযুগচরণং পাবনকরণং জগদুদ্ধরণং বিমলধরম্।

কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করেছেন, যিনি রূপের খনি, মধুর সংগীতে মনমুগ্ধ করেন, যাঁর মধুর হাস্য সবার প্রিয়, যিনি কুঞ্জবনে থেকে নানা লীলা করে থাকেন, সেই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ৫ ॥ যিনি পরম প্রবীণ, দীনপালক এবং ভক্তের অধীনে কর্ম করেন, যিনি অত্যন্ত ধীর, মনমোহন, শেষাবতার বলভদ্ররূপ, শত্রুনাশক, অতিশয় চপল, প্রেমভূমি ব্রজে বিচরণকারী, কমল-বদন গোবর্ধনধারী এবং হলধরকে শান্ত করে থাকেন ; সেই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ৬ ॥ যাঁর দেহকান্তি মেঘশ্যাম, তাতে ললিত ত্রিভঙ্গ শোভমান, যিনি নানারূপে থাকেন, পরম রসিক, গোকুলেই যাঁর বসবাস, মদনের ন্যায় সুন্দর আকৃতি, যিনি কুঞ্জে বিহার করেন, সর্বত্র গূঢ়ভাবে অবস্থিত, প্রেমময় ব্রজচন্দ্র, দিব্য লীলাময়, সদা আনন্দময় এবং ভ্রমদূরকারী, সেই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ৭ ॥ যাঁর উভয়চরণ ভক্তদ্বারা বন্দিত, যিনি সকলকে পবিত্র করেন, জগতের উদ্ধারকারী, নির্মল ভক্তদের হৃদয়ে ধারণ করেন এবং কালিয়নাগের মস্তকে নৃত্য করেন, শেষনাগও যাঁর বন্দনা করেন, যিনি কালবনের ঘাতক এবং অতি কোমল, যিনি প্রিয়জনের শোকহরণ করেন, সুন্দর চরণযুগলধারী,

কালিয়শিরগমনং কৃতফণিনমনং ঘাতিতযমনং মৃদুলতরম্॥
বল্লভদুঃখহরণং নির্মলচরণম্ অশরণশরণং মুক্তিকরং। ভজ.॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমহাপ্রভুবল্লাভাচার্যবিরচিতং শ্রীনন্দকুমারাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৫৯—চতুঃশ্লোকী

সদা সর্বাত্মভাবেন ভজনীয়ো ব্রজেশ্বরঃ।
করিষ্যতি স এবাস্মদৈহিকং পারলৌকিকম্॥ ১ ॥
অন্যাশ্রয়ো ন কর্তব্যঃ সর্বথা বাধকস্তু সঃ।
স্বকীয়ে স্বাত্মভাবশ্চ কর্তব্যঃ সর্বথা সদা॥ ২ ॥
সদা সর্বাত্মনা কৃষ্ণঃ সেব্যঃ কালাদিদোষনুৎ।
তদ্ভক্তেষু চ নির্দোষভাবেন স্থেয়মাদরাৎ॥ ৩ ॥

অশরণাগতের শরণ এবং মোক্ষপ্রদানকারী, সেই সকল সুখের সারভূত, পরব্রহ্মস্বরূপ, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বস্বরূপ জেনে ভজনা কর॥ ৮ ॥

(শ্রীবল্লভাচার্য রচিত)

—— • ——

সকলের আত্মারূপে ব্যাপ্ত, ভগবান ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বদা ভজনা করা উচিত, তিনিই আমাদের লৌকিক ও পারলৌকিক লাভ সিদ্ধ করবেন॥ ১ ॥ অন্যের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, কারণ তা সর্বদা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে ; সর্বদা স্বাবলম্বী হয়ে সর্বপ্রকারে আত্মভাব পালন করা উচিত॥ ২ ॥ কাল দোষাদি দূরকারী ভগবান কৃষ্ণের সদা-সর্বদা সেবা করা উচিত এবং দোষ-দৃষ্টি পরিত্যাগ করে, শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর ভক্তদের সঙ্গ করা

ভগবত্যেব সততং স্থাপনীয়ং মনঃ স্বয়ম্।
কালোঽয়ং কঠিনোঽপি শ্রীকৃষ্ণভক্তান্ন বাধতে॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরোক্তা (দ্বিতীয়া) চতুঃশ্লোকী সমাপ্তা।

উচিত॥ ৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই সর্বদা নিজের মনকে ব্যাপৃত করে রাখা উচিত ; তাহলে কঠিন সময়েও তাঁর ভক্তদের কোন বাধা বিঘ্ন বিচলিত করতে পারে না॥ ৪ ॥

(শ্রী বিট্‌ঠলের রচিত)

ওঁ

বিবিধদেবস্তোত্রাণি

৬০—শ্রীগণপতিস্তোত্রম্

জেতুং যস্ত্রিপুরং হরেণ হরিণা ব্যাজাদ্বলিং বধ্নতা
স্রষ্টুং বারিভবোদ্ভবেন ভুবনং শেষেণ ধর্তুং ধরাম্।
পার্বত্যা মহিষাসুরপ্রমথনে সিদ্ধাধিপৈঃ সিদ্ধয়ে
ধ্যাতঃ পঞ্চশরেণ বিশ্বজিতয়ে পায়াৎ স নাগাননঃ॥ ১ ॥
বিঘ্নধ্বান্তনিবারণৈকতরণির্বিঘ্নাটবীহব্যবাড়্
বিঘ্নব্যালকুলাভিমানগরুড়ো বিঘ্নেভপঞ্চাননঃ।
বিঘ্নোত্তুঙ্গগিরিপ্রভেদনপবির্বিঘ্নাম্বুধের্বাড়বো
বিঘ্নাঘৌঘঘনপ্রচণ্ডপবনো বিঘ্নেশ্বরঃ পাতু নঃ॥ ২ ॥

ত্রিপুরাসুরকে পরাজিত করার জন্য শিব, বলিকে ছলনাদ্বারা আবদ্ধ করার সময় বিষ্ণু, জগৎ সৃষ্টি করার সময় ব্রহ্মা, পৃথিবীকে ধারণ করার সময় শেষনাগ, মহিষাসুরকে বধ করার সময় পার্বতী, সিদ্ধি লাভের জন্য সিদ্ধিদেব অধিপতিগণ (সনকাদি ঋষিগণ) এবং সমস্ত জগৎ সংসার জয় করার জন্য কামদেব যে শ্রীগণেশের ধ্যান করেছিলেন, তিনি আমাদের পালন করুন॥ ১ ॥ বিঘ্নরূপ অন্ধকার নাশকারী একমাত্র সূর্য, বিঘ্নরূপ বন দগ্ধকারী অগ্নি, বিঘ্নরূপ সর্পকুলের দর্পনাশকারী গরুড়, বিঘ্নরূপ হাতি বধকারী সিংহ, বিঘ্নরূপ উচ্চ পর্বত ধ্বংসকারী বজ্র, বিঘ্নরূপ মহাসাগরের বড়বানল, বিঘ্ন রূপী মেঘকে হটিয়ে দেবার জন্য প্রচণ্ড বায়ুসদৃশ শ্রীগণেশ আমাদের পালন

খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥ ৩ ॥

গজাননায় মহসে প্রত্যূহতিমিরচ্ছিদে।
অপারকরুণাপূরতরঙ্গিতদৃশে নমঃ॥ ৪ ॥

অগজাননপদ্মার্কং গজাননমহর্নিশম্।
অনেকদন্তং ভক্তানামেকদন্তমুপাস্মহে॥ ৫ ॥

শ্বেতাঙ্গং শ্বেতবস্ত্রং সিতকুসুমগণৈঃ পূজিতং শ্বেতগন্ধৈঃ
ক্ষীরাব্ধৌ রত্নদীপৈঃ সুরনরতিলকং রত্নসিংহাসনস্থম্।
দোর্ভিঃ পাশাঙ্কুশাব্জাভয়বরমনসং চন্দ্রমৌলিং ত্রিনেত্রং
ধ্যায়েচ্ছান্ত্যথমীশং গণপতিমমলং শ্রীসমেতং প্রসন্নম্॥ ৬ ॥

করুন॥ ২ ॥ যিনি খর্ব এবং স্থূলতনুবিশিষ্ট, গজরাজের ন্যায় মুখ এবং লম্বা উদর, যিনি সুন্দর এবং মদমত্ত ভ্রমরদের প্রলুব্ধ জিভে যাঁর গণ্ডস্থল চপল, দন্তাঘাতে বিদীর্ণ শত্রুরক্তে যিনি সিন্দূরের ন্যায় শোভাধারণ করেছেন, কামনা ও সিদ্ধিদাতা, পার্বতীর পুত্র শ্রীগণেশকে আমি বন্দনা করি॥ ৩ ॥ বিঘ্নরূপ অন্ধকার নাশকারী, অগাধ করুণারূপ জলরাশিদ্বারা তরঙ্গিত চক্ষুসমন্বিত গণেশ নামক জ্যোতিকে আমি নমস্কার করি॥ ৪ ॥ যিনি পার্বতীর মুখরূপ কমলকে প্রকাশিত করার জন্য সূর্যের মত, যিনি ভক্তদের নানাবিধ ফল দিয়ে থাকেন, সেই একদন্তবিশিষ্ট শ্রীগণেশকে আমি সর্বদা উপাসনা করি॥ ৫ ॥ যাঁর শরীর ও বস্ত্র শ্বেতবর্ণ, শ্বেতফুল, চন্দন ও রত্নদীপ দ্বারা ক্ষীরসমুদ্রের তটে যিনি পূজিত হন ; দেবতা ও মানুষ যাঁকে তাদের প্রধান পূজনীয় বলে মনে করেন, যিনি রত্ন সিংহাসনে আরোহণ করে আছেন, যাঁর হাতে পাশ, অঙ্কুশ ও কমলপুষ্প, যিনি অভয়দান ও বরদান করেন, যাঁর মস্তকে চন্দ্রভূষণ এবং যিনি ত্রিনেত্রবিশিষ্ট ; নির্মল, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে অবস্থান করেন, সেই

আবাহয়ে তং গণরাজদেবং রক্তোৎপলাভাসমশেষবন্দ্যম্।
বিঘ্নান্তকং বিঘ্নহরং গণেশং ভজামি রৌদ্রং সহিতং চ সিদ্ধ্যা॥ ৭ ॥
যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায়॥ ৮ ॥
বিঘ্নেশ বীর্যাণি বিচিত্রক্যাণি বন্দীজনৈর্মাগধকৈঃ স্মৃতানি।
শ্রুত্বা সমুত্তিষ্ঠ গজানন ত্বং ব্রাহ্মে জগন্মঙ্গলকং কুরুষ্ব॥ ৯ ॥
গণেশ হেরম্ব গজাননেতি মহোদর স্বানুভবপ্রকাশিন্।
বরিষ্ঠ সিদ্ধিপ্রিয় বুদ্ধিনাথ বদন্ত এবং ত্যজত প্রভীতীঃ॥ ১০ ॥
অনেকবিঘ্নান্তক বক্রতুণ্ড স্বসংজ্ঞবাসিংশ্চ চতুর্ভুজেতি।
কবীশ দেবান্তকনাশকারিন্ বদন্ত এবং ত্যজত প্রভীতীঃ॥ ১১ ॥
অনন্তচিদ্রূপময়ং গণেশং হ্যভেদভেদাদিবিহীনমাদ্যম্।
হৃদি প্রকাশস্য ধরং স্বধীস্থং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥ ১২ ॥

প্রসন্নপ্রভু শ্রীগণেশকে শান্তির জন্য ধ্যান করা উচিত॥ ৬ ॥ যিনি দেবতাদের গণের রাজা, যাঁর দেহ লাল কমলের ন্যায় আভাসম্পন্ন, যিনি সকলের বন্দনীয়, বিঘ্নের কাল, বিঘ্নহরণকারী, শিবের পুত্র ; সেই শ্রীগণেশকে আমি সিদ্ধির সঙ্গে আবাহন ও ভজনা করি॥ ৭ ॥ যাঁকে বেদান্তবিদ্‌গণ ব্রহ্ম বলে থাকেন এবং অন্যেরা পরম প্রধান পুরুষ অথবা জগৎসৃষ্টির কারণ বা ঈশ্বর বলে থাকেন ; সেই বিঘ্নবিনাশক শ্রীগণেশকে প্রণাম জানাই॥ ৮ ॥ হে বিঘ্নেশ ! হে গজানন ! মাগধ এবং বন্দীগণের দ্বারা গীত নিজ বিচিত্র পরাক্রম শুনে, ব্রাহ্মমুহূর্তে ওঠো এবং জগতের কল্যাণ কর॥ ৯ ॥ হে গণেশ ! হে হেরম্ব ! হে গজানন ! হে লম্বোদর ! হে নিজ অনুভব দ্বারা প্রকাশিত ! হে শ্রেষ্ঠ ! হে সিদ্ধির প্রিয়তম ! হে বুদ্ধিনাথ !' এই সব বলে, হে মানব ! তোমরা ভয় ত্যাগ কর॥ ১০ ॥ 'হে বহু বিঘ্নবিনাশকারী ! হে বক্রতুণ্ড ! গণেশাদি নিজ নামাবলীতেও নিবাস করেন ! হে চতুর্ভুজ ! হে কবিদের নাথ ! হে দৈত্যবিনাশকারী !' এইরূপ বলে, হে মনুষ্য ! নিজ ভয় পরিহার কর॥ ১১ ॥ যে গণেশ অনন্ত, চেতনস্বরূপ, ভেদাভেদ রহিত এবং সৃষ্টি আদির কারণ,

বিশ্বাদিভূতং হৃদি যোগিনাং বৈ প্রত্যক্ষরূপেণ বিভান্তমেকম্।
সদা নিরালম্বসমাধিগম্যং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥ ১৩ ॥
যদীয়বীর্যেণ সমর্থভূতা মায়া তয়া সংরচিতং চ বিশ্বম্।
নাগাত্মকং হ্যাত্মতয়া প্রতীতং তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥ ১৪ ॥
সর্বান্তরে সংস্থিতমেকগূঢ়ং যদাজ্ঞয়া সর্বমিদং বিভাতি।
অনন্তরূপং হৃদি বোধকং বৈ তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥ ১৫ ॥
যং যোগিনো যোগবলেন সাধ্যং কুর্বন্তি তং কঃ স্তবনেন নৌতি।
অতঃ প্রণামেন সুসিদ্ধিদোঽস্তু তমেকদন্তং শরণং ব্রজামঃ॥ ১৬ ॥
দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥ ১৭ ॥
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরগজাননম্।

যিনি হৃদয়ে সর্বদা প্রকাশ ধারণ করেন এবং নিজ বুদ্ধিতে স্থিত থাকেন ; সেই একদন্ত শ্রীগণেশের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১২ ॥ যিনি জগতের আদি কারণ, যোগিদের হৃদয়ে অদ্বিতীয় রূপে যিনি সাক্ষাৎ প্রকাশিত এবং যাঁকে নিরালম্ব সমাধির দ্বারা জানা যায়, সেই একদন্ত শ্রীগণেশের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১৩ ॥ যাঁর বলে মায়া সমর্থ হয় এবং তার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেই নাগস্বরূপ এবং আত্মারূপে প্রতীত একদন্ত শ্রীগণেশের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১৪ ॥ যিনি সবার অন্তরে একাকী গূঢ়ভাবে অবস্থিত, যাঁর নির্দেশে এই জগতের স্থিতি, যিনি অনন্তস্বরূপ এবং হৃদয়ে জ্ঞানপ্রদান করেন ; সেই একদন্ত শ্রীগণেশের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১৫ ॥ যোগিগণ যাঁকে যোগবলের সাহায্যে জানতে পারেন, স্তুতিদ্বারা কে তাঁর বর্ণনা করতে সক্ষম ? তাই আমি শুধু তাঁকে প্রণাম করি, তিনি যেন আমাকে সিদ্ধি প্রদান করেন ; সেই প্রসিদ্ধ একদন্তবিশিষ্টের শরণ গ্রহণ করি॥ ১৬ ॥ যিনি ইন্দ্রের মুকুটে গ্রথিত মন্দারপুষ্পের মকরন্দকণায় রক্তবর্ণ হয়েছেন, সেই শ্রীগণেশের চরণকমলের ধূলায় আমার বিঘ্নসকল দূর হোক॥ ১৭ ॥ একদন্তবিশিষ্ট, বৃহৎ দেহ, স্থূল উদর, হাতির ন্যায় মুখ এবং বিঘ্নবিনাশকারী শ্রীগণেশদেবকে আমি

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥ ১৮ ॥
যদক্ষরং পদং ভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্বং ক্ষম্যতাং দেব প্রসীদ পরমেশ্বর॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীগণপতিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৬১—সঙ্কটনাশনগণেশস্তোত্রম্

নারদ উবাচ

প্রণম্য শিরসা দেবং গৌরীপুত্রং বিনায়কম্।
ভক্তাবাসং স্মরেন্নিত্যমায়ুঃকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১ ॥
প্রথমং বক্রতুণ্ডং চ একদন্তং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষং গজবক্ত্রং চতুর্থকম্॥ ২ ॥
লম্বোদরং পঞ্চমং চ ষষ্ঠং বিকটমেব চ।
সপ্তমং বিঘ্নরাজং চ ধূম্রবর্ণং তথাষ্টমম্॥ ৩ ॥

প্রণাম করি॥ ১৮ ॥ হে দেব ! যেসব অক্ষর, পদ অথবা মাত্রা লেখা হয়নি, তার জন্য ক্ষমা করো এবং হে পরমেশ্বর ! প্রসন্ন হও॥ ১৯ ॥

শ্রীনারদ বললেন—পার্বতীপুত্র দেবাদিদেব শ্রীগণেশকে মাথা নত করে প্রণাম কর এবং তারপর আয়ু, কামনা এবং অর্থের সিদ্ধির জন্য সেই ভক্ত-নিবাসকে প্রতিদিন স্মরণ কর॥ ১ ॥ প্রথমে বক্রতুণ্ড (বাঁকা মুখবিশিষ্ট), দ্বিতীয় একদন্ত (এক দন্তবিশিষ্ট), তৃতীয় কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষ (কালো এবং পিঙ্গল অক্ষিবিশিষ্ট), চতুর্থ গজবক্ত্র (হাতির ন্যায় বদন)॥ ২ ॥ পঞ্চম লম্বোদর (বৃহৎ পেটবিশিষ্ট), ষষ্ঠ বিকট (ভীষণদর্শন), সপ্তম বিঘ্নরাজেন্দ্র (বিঘ্নশাসনকারী রাজাধিরাজ) এবং অষ্টম ধূম্রবর্ণ (ধূসর বর্ণবিশিষ্ট)॥ ৩ ॥

নবমং ভালচন্দ্রং চ দশমং তু বিনায়কম্।
একাদশং গণপতিং দ্বাদশং তু গজাননম্॥ ৪ ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
ন চ বিঘ্নভয়ং তস্য সর্বসিদ্ধিকরং প্রভো॥ ৫ ॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্মোক্ষার্থী লভতে গতিম্॥ ৬ ॥
জপেদ্গণপতিস্তোত্রং ষড়্ভির্মাসৈঃ ফলং লভেৎ।
সংবৎসরেণ সিদ্ধিং চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭ ॥
অষ্টভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ লিখিত্বা যঃ সমর্পয়েৎ।
তস্য বিদ্যা ভবেৎ সর্বা গণেশস্য প্রসাদতঃ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীনারদপুরাণে সঙ্কটনাশনগণেশস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

নবম ভালচন্দ্র (যাঁর ললাটে চন্দ্র সুশোভিত), দশম বিনায়ক, একাদশ গণপতি এবং দ্বাদশ গজানন॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি এই দ্বাদশ নামগুলি (প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন কাল ও সায়ংকালে) ত্রিসন্ধ্যায় পাঠ করেন, হে প্রভো ! তার কোনোপ্রকার বিঘ্নের ভয় থাকে না ; এই প্রকার স্মরণ করলে সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়॥ ৫ ॥ এর দ্বারা বিদ্যাভিলাষী বিদ্যা, ধনাভিলাষী ধন, পুত্রাকাঙ্ক্ষী পুত্র এবং মুমুক্ষুব্যক্তি মোক্ষগতি লাভ করেন॥ ৬ ॥ এই গণপতিস্তোত্র জপ করলে ছয় মাসের মধ্যে অভিলষিত ফল প্রাপ্তি হয় এবং এক বছরে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়—এতে কোনো সন্দেহ নেই॥ ৭ ॥ যে ব্যক্তি এটি লিখে আটজন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করেন, শ্রীশ্রীগণেশের কৃপায় তাঁর সর্বপ্রকার বিদ্যা লাভ হয়॥ ৮ ॥

৬২—সূর্যাষ্টকম্

আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে॥ ১ ॥
সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম্।
শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ২ ॥
লোহিতং রথমারূঢ়ং সর্বলোকপিতামহম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৩ ॥
ত্রৈগুণ্যং চ মহাশূরং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৪ ॥
বৃংহিতং তেজঃপুঞ্জং চ বায়ুমাকাশমেব চ।
প্রভুং চ সর্বলোকানাং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৫ ॥
বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশং হারকুণ্ডলভূষিতম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৬ ॥
তং সূর্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃপ্রদীপনম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৭ ॥

হে আদিদেব ভাস্কর! আপনাকে প্রণাম, আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন, হে দিবাকর! আপনাকে নমস্কার, হে প্রভাকর! আপনাকে প্রণাম॥ ১ ॥ সপ্ত অশ্ববিশিষ্ট রথে আসীন, হস্তে শ্বেত কমল, প্রচণ্ড তেজস্বী কশ্যপকুমার সূর্যকে আমি প্রণাম করি॥ ২ ॥ রক্তবর্ণ, রথারূঢ়, সর্বলোকের পিতামহ, মহা-পাপহারী সূর্যদেবকে আমি প্রণাম করি॥ ৩ ॥ যিনি ত্রিগুণময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপ, সেই মহাপাপহারী মহাবীর সূর্যদেবকে আমি নমস্কার করি॥ ৪ ॥ যিনি বর্দ্ধিত তেজঃপুঞ্জ এবং বায়ু ও আকাশস্বরূপ, সেই সকল লোকের অধীশ্বর সূর্যকে আমি প্রণাম করি॥ ৫ ॥ যিনি বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং মালা ও কুণ্ডলে বিভূষিত, সেই একচক্রধারী সূর্যদেবকে আমি প্রণাম করি॥ ৬ ॥ মহাতেজের প্রকাশক, জগতের কর্তা, মহাপাপহারী সেই

তং সূর্যং জগতাং নাথং জ্ঞানবিজ্ঞানমোক্ষদম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশিবপ্রোক্তং সূর্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৬৩—শ্রীসূর্যমণ্ডলাষ্টকম্

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥ ১ ॥
যন্মণ্ডলং দীপ্তিকরং বিশালং রত্নপ্রভং তীব্রমনাদিরূপম্।
দারিদ্র্যদুঃখক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ২ ॥
যন্মণ্ডলং দেবগণৈঃ সুপূজিতং বিপ্রৈঃ স্তুতং ভাবনমুক্তিকোবিদম্।
তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্যং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৩ ॥
যন্মণ্ডলং জ্ঞানঘনং ত্বগম্যং ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপম্।

ভগবান সূর্যকে আমি প্রণাম করি॥ ৭ ॥ সূর্যদেব, যিনি জগতের নাথ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মোক্ষ দাতা, সেই সঙ্গে মহাপাপ হরণকারী, তাঁকে আমি প্রণাম করি॥ ৮ ॥

যিনি জগতের একমাত্র প্রকাশক ; জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ; সেই বেদত্রয়ীস্বরূপ, সত্ত্বাদি তিন গুণ অনুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ নামে ত্রিরূপ ধারণকারী ভগবান সূর্যকে প্রণাম॥ ১ ॥ যিনি প্রকাশ করেন, বিশাল, রত্নের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, তীব্র, অনাদিরূপ এবং দারিদ্র্যদুঃখ-নাশকারী ; সেই ভগবান সূর্যের শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ২ ॥ দেবগণ যাঁর মণ্ডলকে পূজা করেন, ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তুতি করেন এবং ভক্তগণ যাঁর দ্বারা মুক্তিলাভ করেন ; সেই দেবাদিদেব ভগবান সূর্যকে আমি প্রণাম করি এবং ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ৩ ॥

সমস্ততেজোময়দিব্যরূপং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৪ ॥
যন্মণ্ডলং গূঢ়মতিপ্রবোধং ধর্মস্য বৃদ্ধিং কুরুতে জনানাম্।
যৎ সর্বপাপক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৫ ॥
যন্মণ্ডলং ব্যাধিবিনাশদক্ষং যদৃগ্যজুঃসামসু সংপ্রগীতম্।
প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৬ ॥
যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
যদ্‌যোগিনো যোগজুষাং চ সঙ্ঘাঃ পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৭
যন্মণ্ডলং সর্বজনেষু পূজিতং জ্যোতিশ্চ কুর্যাদিহ মর্ত্যলোকে।
যৎ কালকল্পক্ষয়কারণং চ পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৮ ॥
যন্মণ্ডলং বিশ্বসৃজাং প্রসিদ্ধমুৎপত্তিরক্ষাপ্রলয়প্রগল্‌ভম্।
যস্মিঞ্জগৎসংহরতেঽখিলঞ্চ পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ৯ ॥

যিনি জ্ঞানময়, অগম্য, ত্রিলোকের পূজ্য, ত্রিগুণস্বরূপ, পূর্ণ তেজোময় এবং দিব্যরূপ, ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠমণ্ডল আমাকে যেন পবিত্র করে॥ ৪ ॥ যাঁকে সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা জানা যায় এবং যিনি সকল মানুষের ধর্ম বৃদ্ধি করেন ও যিনি সকলের পাপনাশের কারণ ; ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ৫ ॥ যিনি রোগাদি বিনাশে দক্ষ, যিনি ঋক্-সাম-যজু—এই তিন বেদে সম্যক ভাবে গীত এবং যিনি ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোককে প্রকাশ করেছেন ; ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ৬ ॥ বেদবিদ্‌গণ যাঁর বর্ণনা করেন ; চারণ এবং সিদ্ধসমূহ যাঁর গান করেন, যোগিগণ যাঁর গুণবন্দনা করেন ; ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ৭ ॥ যিনি সকল জনের মধ্যে পূজিত এবং মর্ত্যলোক প্রকাশিত করেন ও যিনি কাল ও কল্পেরও ক্ষয়ের কারণ ; ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ৮ ॥ যিনি জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ ; যিনি জগতের উৎপত্তি-রক্ষা এবং প্রলয় করতে সমর্থ এবং যাঁর মধ্যে সমস্ত জগৎ লীন হয়ে যায়, ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ৯ ॥

যন্মণ্ডলং সর্বগতস্য বিষ্ণোরাত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধতত্ত্বম্।
সূক্ষ্মান্তরৈর্যোগপথানুগম্যং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১০ ॥
যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
যন্মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১১ ॥
যন্মণ্ডলং বেদবিদোপগীতং যদ্‌যোগিনাং যোগপথানুগম্যম্।
তৎ সর্ববেদং প্রণমামি সূর্যং পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্॥ ১২ ॥
মণ্ডলাষ্টতয়ং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্যলোকে মহীয়তে॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদাদিত্যহৃদয়ে মণ্ডলাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৬৪—বীরবিংশতিকাখ্যং শ্রীহনুমৎ স্তোত্রম্

লাঙ্‌গূলমৃষ্টবিয়দম্বুধিমধ্যমার্গমুৎপ্লুত্য যান্তমমরেন্দ্রমুদো নিদানম্।
আস্ফালিতস্বকভুজস্ফুটিতাদ্রিকাণ্ডং দ্রাঙ্‌মৈথিলীনয়ননন্দনমদ্য বন্দে॥ ১

যিনি সর্বান্তর্যামী ভগবান বিষ্ণুর আত্মা এবং বিশুদ্ধ তত্ত্বসমৃদ্ধ পরমধাম ; সূক্ষ্মবুদ্ধিমানগণ যোগমার্গের দ্বারা যাঁতে গমন করেন, ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ১০ ॥ বেদবিদ্‌গণ যাঁর বর্ণনা করেন, চারণ ও সিদ্ধগণ যাঁর নাম কীর্তন করেন, বেদজ্ঞলোক যাঁকে স্মরণ করেন, ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠমণ্ডল যেন আমাকে পবিত্র করে॥ ১১ ॥ যাঁর মণ্ডল বেদবিদ্‌গণদ্বারা গীত, এবং যিনি যোগীদের যোগমার্গদ্বারা অনুগমন যোগ্য, সেই সকল বেদের স্বরূপ ভগবান সূর্যকে প্রণাম করি এবং ভগবান সূর্যের সেই শ্রেষ্ঠ মণ্ডল আমাকে পবিত্র করুক॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি পরম পবিত্র এই মণ্ডলাষ্টক স্তোত্র নিত্য পাঠ করেন ; তিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত হন এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে সূর্যলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন॥ ১৩ ॥

যিনি নিজ পুচ্ছের দ্বারা পরিস্কৃত আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী অংশ লম্ফ

মধ্যেনিশাচরমহাভয়দুর্বিষহ্যং ঘোরাদ্ভুতব্রতমিয়ং যদদশ্চচার।
পত্যে তদস্য বহুধাপরিণামদূতং সীতাপুরস্কৃততনুং হনুমন্তমীড়ে॥ ২ ॥
যঃ পাদপঙ্কজযুগং রঘুনাথপত্ন্যা নৈরাশ্যরূষিতবিরক্তমপি স্বরাগৈঃ।
প্রাগেব রাগি বিদধে বহু বন্দমানো বন্দেঽঞ্জনাজনুষমেষ বিশেষতুষ্ট্যৈ॥ ৩
তাঞ্জানকীবিরহবেদনহেতুভূতান্ দ্রাগাকলয্য সদশোকবনীয়বৃক্ষান্।
লঙ্কালকানিব ঘনানুদপাটয়দ্যস্তং হেমসুন্দরকপিং প্রণমামি পুষ্ট্যৈ॥ ৪
ঘোষপ্রতিধ্বনিতশৈলগুহাসহস্রসম্ভ্রান্তনাদিতবলন্মৃগনাথযূথম্।
অক্ষক্ষয়ক্ষণবিলক্ষিতরাক্ষসেন্দ্রমিন্দ্রং কপীন্দ্রপৃতনাবলয়স্য বন্দে॥ ৫
হেলাবিলঙ্ঘিতমহার্ণবমপ্যমন্দং ঘূর্ণদ্গদাবিহতিবিক্ষতরাক্ষসেষু।

দিয়ে যাবার সময় ইন্দ্রের আনন্দের কারণ হয়েছিলেন এবং সম্মুখে প্রসারিত হস্তদ্বারা পর্বত খণ্ডিত করেছিলেন, সীতাদেবীকে সত্বরই আনন্দপ্রদানকারী সেই শ্রীমৎ হনুমানকে আমি প্রণাম করি॥ ১ ॥ শ্রীমতী জানকী স্বামীর জন্য রাক্ষসদের মধ্যে ভীত হয়ে যে দুঃসহ, ঘোর ও অদ্ভুত ব্রত করেছিলেন, তার বিবিধ ফলস্বরূপ দূতের বেশে সীতার সামনে নিজ শরীর প্রকটিতকারী শ্রীহনুমানের আমি স্তুতি করি॥ ২ ॥ যিনি শ্রীরঘুনাথপত্নী জানকীর উভয় চরণকমল, যা নিরাশারূপ ধূলায় ধূসরিত হওয়ায় রাগশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে বারম্বার প্রণাম করে নিজ অনুরাগের দ্বারা (স্বামীমিলনের) পূর্বেই রাগরঞ্জিত করেছেন ; সেই অঞ্জনানন্দন মহাবীরকে আমি বিশেষ সন্তুষ্টির জন্য বন্দনা করি॥ ৩ ॥ অশোকবনের ঘন বৃক্ষরাজি জানকীর বিরহবেদনা বৃদ্ধির কারণ মনে করে যিনি লঙ্কানগরীর ন্যায় সেই স্নিগ্ধ অলকাবলী উৎখাত করেছিলেন, সেই সুবর্ণসুন্দর দেহকান্তিসম্পন্ন কপিবর শ্রীহনুমানকে আমি পালন পোষণের জন্য প্রণাম করি॥ ৪ ॥ নিজ গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনি দ্বারা পর্বতের সহস্র কন্দরে অবস্থিত সিংহরাজিকে যিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে বিচলিত করেন এবং অক্ষকুমারের নিধনের সময় যিনি রাক্ষসরাজ রাবণকে বিস্মিত করেছিলেন, সেই সুগ্রীব সেনানায়ক কপিরাজ শ্রীহনুমানকে আমি বন্দনা করি॥ ৫ ॥ লীলার ছলে মহাসাগর লঙ্ঘন করেও যিনি তীব্র গতিতে ঘূর্ণায়মান

স্বম্মোদবারিধিমপারমিবেক্ষমাণং বন্দেঽহমক্ষয়কুমারকমারকেশম্॥ ৬
জম্ভারিজিৎ প্রসভলম্ভিতপাশবন্ধং ব্রহ্মানুরোধমিব তৎক্ষণমুদ্বহন্তম্।
রৌদ্রাবতারমপি রাবণদীর্ঘদৃষ্টিসঙ্কোচকারণমুদারহরিং ভজামি॥ ৭ ॥
দর্পোন্নমন্নিশিচরেশ্বরমূর্ধচঞ্চৎকোটীরচুম্বি নিজবিম্বমুদীক্ষ্য হৃষ্টম্।
পশ্যন্তমাত্মভুজযন্ত্রণপিষ্যমাণতৎকায়শোণিতনিপাতমপেক্ষি বক্ষঃ॥ ৮
অক্ষপ্রভৃত্যমরবিক্রমবীরনাশক্রোধাদিব দ্রুতমুদঞ্চিতচন্দ্রহাসাম্।
নিদ্রাপিতাভ্রঘনগর্জনঘোরঘোষৈঃ সংস্তম্ভয়ন্তমভিনৌমি দশাস্যমূর্তিম্॥ ৯ ॥
আশংস্যমানবিজয়ং রঘুনাথধাম শংসন্তমাত্মকৃতভূরিপরাক্রমেণ।
দৌত্যে সমাগমসমন্বয়মাদিশন্তং বন্দে হরেঃ ক্ষিতিভৃতঃ পৃতনাপ্রধানম্॥ ১০
যস্যৌচিতীং সমুপদিষ্টবতোঽধিপুচ্ছং দন্তাঙ্কিতাং ধিয়মপেক্ষ্য বিবর্ধমানঃ।

গদার সাহায্যে রাক্ষসদের ক্ষতবিক্ষত হতে দেখে অপার সাগর তুল্য আনন্দিত হয়েছিলেন, অক্ষয়কুমারের মারকেশরূপ সেই মহাবীরকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ যিনি ইন্দ্রজিতের (মেঘনাদের) সহসা ছোঁড়া পাশ ব্রহ্মার অনুরোধের ন্যায় তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেছিলেন এবং রুদ্রের অবতার হয়েও যিনি রাবণের বিশালদৃষ্টির সঙ্কোচের কারণ হয়েছিলেন, সেই উদার বানরবীরের আমি ভজনা করি॥ ৭ ॥ যিনি অহংকারমত্ত রাবণের মস্তকের দেদীপ্যমান মুকুটে তাঁর প্রতিবিম্ব দেখে তাতে তাঁর হাতে রাবণের নিষ্পেষণ যোগ্য শরীরের রক্তপাতের অপেক্ষায় নিজ বক্ষের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়েছিলেন, তাঁকে আমি প্রণাম করি॥ ৮ ॥ দেবতাদের ন্যায় পরাক্রমশালী অক্ষকুমার ইত্যাদি বীরেদের বিনাশ করার উদ্দেশ্যে ক্রোধান্বিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য যিনি চন্দ্রহাস নামক তরবারি গ্রহণ করেছিলেন ; দশটি মস্তকযুক্ত রাবণের ভয়ঙ্কর গম্ভীর গর্জনকেও সিংহনাদে যিনি মূক বানিয়েছিলেন যে বীর হনুমান, তাঁকে আমি প্রণাম করি॥ ৯ ॥ যিনি তাঁর পরাক্রমের দ্বারা বিজয়ের আশাযুক্ত শ্রীরামের পরাক্রমের বর্ণনা করছিলেন এবং দূতধর্ম লাভ করার সমন্বয়ের (অথবা সকল শাস্ত্রাদির অন্বয়ের) উপদেশ প্রদান করছিলেন, সেই রাজা সুগ্রীবের সেনাদের প্রধান (সেনাপতি) বীরের

নক্তঞ্চরাধিপতিরোষহিরণ্যরেতা লঙ্কাং দিধক্ষুরপতত্তমহং বৃণোমি॥ ১১
ক্রন্দন্নিশাচরকুলাং জ্বলনাবলীঢ়ৈঃ সাক্ষাদ্‌গৃহৈরিব বহিঃ পরিদেবমানাম্।
স্তব্ধস্বপুচ্ছতটলগ্নকৃপীটযোনিদন্দহ্যমাননগরীং পরিগাহমানাম্॥ ১২ ॥
মূর্তৈর্গৃহাসুভিরিব দ্যুপুরং ব্রজদ্ভির্ব্যোম্নি ক্ষণং পরিগতং পতগৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
পীতাম্বরং দধতমুচ্ছ্রিতদীপ্তি পুচ্ছং সেনাং বহদ্বিহগরাজমিবাহমীড়ে॥ ১৩
স্তম্ভীভবৎ স্বগুরুবালধিলগ্নবহ্নিজ্বালোল্ললদ্‌ধ্বজপটামিব দেবতুষ্ট্যৈ।
বন্দে যথোপরি পুরো দিবি দর্শয়ন্তমদ্যৈব রামবিজয়াজিকবৈজয়ন্তীম্॥ ১৪
রক্ষশ্চয়ৈকচিতকক্ষকপৃশ্চিতৌ যঃ সীতাশুচো নিজবিলোকনতো মৃতায়াঃ।
দাহং ব্যধাদিব তদন্ত্যবিধেয়ভূতং লাঙ্‌গূলদত্তদহনেন মুদে স নোঽস্তু॥ ১৫

আমি বন্দনা করি॥ ১০ ॥ যথার্থ উপদেশ দেওয়ার পরে, যাঁর পুচ্ছে নিশাচররাজ রাবণের কোপানলই তার দম্ভে অন্ধকারগ্রস্ত বুদ্ধির আশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে লঙ্কাকে দগ্ধ করার ইচ্ছায় যেন লাফিয়ে পড়েছিল, সেই হনুমানকে আমি বরণ করি॥ ১১ ॥ তাঁর বিস্তৃত পুচ্ছকিনারে আগুন লাগানো হয়েছিল, সেই আগুনে সমস্ত লঙ্কানগরী প্রবল বেগে দগ্ধ হচ্ছিল, বাইরে নিশাচরগণ করুণ স্বরে ক্রন্দন করছিল, মনে হচ্ছিল অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ হয়েই যেন গৃহগুলিই ক্রন্দন করছে, এরূপ লঙ্কার চতুর্দিকে ধাবমান সেই শ্রীহনুমানকে আমি প্রণাম করি॥ ১২ ॥ প্রাসাদশিখরে অবস্থিত পক্ষীকুল যখন দগ্ধ হওয়ার ভয়ে আকাশে উড়ছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন দগ্ধ হতে যাওয়া গৃহের প্রাণই মূর্তি পরিগ্রহ করে স্বর্গগমন করছে ; সেই পক্ষীকুলকে কিছুক্ষণ ঘিরে থাকা জ্বালাময় পুচ্ছ উপরে ধারণ করে রইলেন, তাতে এই শোভা দেখা গেল, যেন পীতাম্বরধারী ভগবান বিষ্ণুকে নিজ পৃষ্ঠে সগণের সহিত অরোহণ করিয়ে পক্ষিরাজ গরুড় বিচরণ করিতেছে, আমি সেই হনুমানকে স্তুতি করি॥ ১৩ ॥ লঙ্কানগরীর উপর যাঁর বিশাল পুচ্ছরূপ স্তম্ভে অগ্নির জ্যোতি পতাকার ন্যায় দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন শ্রীরামের রণবিজয়ের বৈজয়ন্তী দেবগণের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে আজই প্রদর্শন করা হচ্ছে, আমি সেই মহাবীরের বন্দনা করি॥ ১৪ ॥ যিনি সীতার দুঃখ, যা হনুমানের দর্শনমাত্র দূর হয়েছিল, তা তাঁর নিজ পুচ্ছের অগ্নিতে রাক্ষসাদিরূপ কাষ্ঠে নির্মিত

আশুদ্ধয়ে রঘুপতিপ্রণয়ৈকসাক্ষ্যে বৈদেহরাজদুহিতুঃ সরিদীশ্বরায়।
ন্যাসং দদানমিব পাবকমাপতন্তমব্ধৌ প্রভঞ্জনতনূজনুষং ভজামি॥ ১৬
রক্ষস্স্বতৃপ্তিরুড়শান্তিবিশেষশোণমক্ষক্ষয়ক্ষণবিধানুমিতাত্মদাক্ষ্যম্।
ভাস্বৎপ্রভাতরবিভানুভরাবভাসং লঙ্কাভয়ঙ্করমমুং ভগবন্তমীড়ে॥ ১৭
তীর্ত্বোদধিং জনকজার্পিতমাপ্য চূড়ারত্নং রিপোরপি পুরং পরমস্য দগ্ধ্বা।
শ্রীরামহর্ষগলদশ্রুভিষিচ্যমানং তং ব্রহ্মচারিবরবানরমাশ্রয়েঽহম্॥ ১৮
যঃ প্রাণবায়ুজনিতো গিরিশস্য শান্তঃ শিষ্যোঽপি গৌতমগুরুর্মুনিশঙ্করাত্মা।
হৃদ্যো হরস্য হরিবদ্ধরিতাং গতোঽপি ধীধৈর্যশাস্ত্রবিভবেঽতুলমাশ্রয়ে তম্॥ ১৯
স্কন্ধেঽধিবাহ্য জগদুত্তরগীতিরীত্যা যঃ পার্বতীশ্বরমতোষয়দাশুতোষম্।
তস্মাদবাপ চ বরানপরানবাপ্যান্ তং বানরং পরমবৈষ্ণবমীশমীড়ে॥ ২০

লঙ্কারূপিণী চিতায় দাহ করেছিলেন, সেই শ্রীহনুমান আমাদের প্রসন্নতার কারণ হোন॥ ১৫ ॥ বিদেহনন্দিনী সীতার শুদ্ধির জন্য শ্রীরামের প্রতি প্রেমের একমাত্র সাক্ষীভাবে অবস্থিত অগ্নিকে যেন সমুদ্রের কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য, তাতে লম্ফপ্রদানকারী বায়ুনন্দনকে আমি ভজনা করি॥ ১৬ ॥ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে তৃপ্ত না হওয়ায় ক্রোধ এবং অশান্তিতে যিনি রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন, অক্ষকুমারের সংহারকালীন কার্যে যাঁর দক্ষতা অনুমান করা গিয়েছিল এবং যিনি প্রভাতে সূর্যের প্রভার ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, লঙ্কাকে ভীত-সন্ত্রস্তকারী সেই ভগবান হনুমানের আমি স্তুতি করি॥ ১৭ ॥ সমুদ্র লঙ্ঘন করে, সীতা প্রদত্ত চূড়ারত্ন নিয়ে এবং শত্রুদের মহানগরকে দগ্ধ করে, শ্রীরামের আনন্দাশ্রুতে যিনি অভিষিক্ত হয়েছিলেন, ব্রহ্মচারীশ্রেষ্ঠ সেই বানরবীরের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১৮ ॥ যিনি পূর্বজন্মে গৌতম ঋষির শঙ্করাত্মা নামক অনুগত শিষ্য হয়েও গুরুর মতোই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ; শঙ্করের প্রাণবায়ু থেকে যিনি উদ্ভূত হয়েছেন, যিনি হরি (বানর) ভাব প্রাপ্ত হয়েও হরির (বিষ্ণুর) মতোই শঙ্করের আন্তরিক প্রেমিক এবং বুদ্ধি, ধৈর্য এবং শাস্ত্রের ঐশ্বর্যে যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, সেই হনুমানের আমি শরণ গ্রহণ করি॥ ১৯ ॥ যিনি আশুতোষ উমানাথকে স্কন্ধে নিয়ে, তাঁর নিজ

উমাপতেঃ কবিপতেঃ স্তুতির্বাল্যবিজৃম্ভিতা।
হনূমতস্তুষ্টয়েঽস্তু বীরবিংশতিকাভিধা॥

ইতি শ্রীকবিপত্যুপনামকোমাপতিশর্মদ্বিবেদিবিরচিতং বীরবিংশতিকাখ্যং শ্রীহনুমৎস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

৬৫—গঙ্গাষ্টকম্

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথি প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিষু প্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১ ॥
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসঙ্ঘট্টঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥ ২ ॥

লোকোত্তর গায়নশৈলীর সাহায্যে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন এবং তাঁর থেকে উত্তম বর প্রাপ্ত করেছিলেন, আমি সেই পরম বৈষ্ণব ভগবান বানরবীরের স্তুতি করি॥ ২০ ॥ কবিপতি শ্রীউমাপতির বাল্যকালে রচিত, এই বীরবিংশতিকা নামের স্তুতি শ্রীহনুমানের প্রসন্নতার জন্য হোক।

পৃথিবীর শৃঙ্গারমালা, পার্বতীদেবীর সতীন এবং স্বর্গারোহণের জন্য বৈজয়ন্তী পতাকারূপিণী হে মাতা ভাগীরথি ! আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন তোমার তটে নিবাস করে, তোমার জলপান করে, তোমার তরঙ্গ-মালায় দোলায়িত হয়ে, তোমার নামস্মরণ করতে করতে এবং তোমাতে দৃষ্টি রেখে আমার দেহত্যাগ হয়॥ ১ ॥ হে গঙ্গে ! তোমার তীরবর্তী বৃক্ষকোটরে পক্ষী হয়ে বাস করা শ্রেয় এবং হে নরকনিবারিণি ! তোমার জলে মৎস্য বা

উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বা
বারীণঃ স্যাং জননমরণক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ।
ন ত্বন্যত্র প্রবিরলরণৎকঙ্কণক্কাণমিশ্রং
বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ॥ ৩ ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটাম্বুলুলিতং বীচীভিরান্দোলিতম্।
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥ ৪ ॥
অভিনববিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতী পুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥ ৫ ॥
এতত্তালতমালসালসরলব্যালোলবল্লীলতা-

কূর্ম হয়ে জন্ম নেওয়াও খুব ভালো, কিন্তু অনত্র মদমত্ত গজরাজের ঘন্টা-ধ্বনিতে ভীতসন্ত্রস্ত শত্রুমহিলা দ্বারা বন্দিত পৃথিবীর অধীশ্বর হওয়াও কাম্য নয়॥ ২ ॥ হে মাতঃ ! আমি তোমার আশপাশে বসবাসকারী জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ সহ্য করতে না পারা গরু-পাখি-ঘোড়া-সাপ অথবা হাতি যা-ই হই না কেন তাতেও আমি রাজী, কিন্তু (তোমার থেকে দূরে) অন্য তেমন কোন স্থানে যেন রাজাও না হই, যেখানে বারাঙ্গনারা অলংকার ধ্বনি তুলে চামর ব্যজন করে॥ ৩ ॥ হে পরমেশ্বরি ! হে ত্রিপথগামিনি ! হে ভাগিরথি ! (মৃত্যুর পর) দেবাঙ্গনাদের হস্তে শোভিত সুন্দর চামরদ্বারা সেবিত আমার মৃতদেহ কাকদ্বারা নিষ্কাষিত হয়ে ও কুকুরদ্বারা গ্রাসে গ্রাসে ভক্ষিত, শেয়ালদ্বারা লুণ্ঠিত, তোমার স্রোতে বাহিত, কখনও অল্প জলে আন্দোলিত আবার তরঙ্গভঙ্গে বাহিত হওয়া কবে দেখব ? ॥ ৪ ॥ যিনি ভগবান বিষ্ণুর চরণকমলের নূতন মৃণাল এবং কামারি ত্রিপুরারির ললাটের মালতী-মালা, সেই মোক্ষলক্ষ্মীর বিশেষ বিজয়-পতাকা জয় লাভ করুক। কলিকলঙ্ক নাশকারী সেই জাহ্নবী আমাকে পবিত্র করুন॥ ৫ ॥ যিনি তাল, তমাল, শাল, সরল এবং চঞ্চল বল্লরী ও

ছন্নং সূর্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্মলম্॥ ৬ ॥
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥ ৭ ॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি শৈলপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোঽপহারি গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥ ৮
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য গাত্রকলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব নরো ভবাব্ধৌ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমহর্ষিবাল্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

লতাদ্বারা আচ্ছাদিত, সূর্যতাপ রহিত, শঙ্খ-কুন্দ এবং চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, গন্ধর্ব-দেবতা-সিদ্ধ ও কিন্নর নারীদের পীন পয়োধর দ্বারা আস্ফালিত (হিন্দোলিত), সেই অত্যন্ত নির্মল গঙ্গাজল প্রতিদিন আমার স্নানের জন্য থাকুক॥ ৬ ॥ যিনি মুরারির চরণ থেকে উদ্ভূত, শ্রীমহাদেবের মস্তকে বিরাজমান এবং সর্বপাপহারী, সেই মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুক॥ ৭ ॥ যিনি পাপহরণকারী, দুষ্কর্মের শত্রু, তরঙ্গময়, শৈলপর্বতে বহমান, পর্বতরাজ হিমালয়ের গুহা বিদীর্ণকারী, মধুর কল-ধ্বনিযুক্ত এবং শ্রীহরির চরণরজ ধৌতকারী, সেই নিরন্তর শুভকর্মকারী গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুক॥ ৮ ॥ যে ব্যক্তি শ্রীবাল্মীকিরচিত এই কল্যাণপ্রদ গঙ্গাষ্টক প্রাতঃকালে একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ ও কালিমা ধৌত করে শীঘ্রই মোক্ষ লাভ করেন এবং পুনরায় আর সংসার-সমুদ্রে পতিত হন না॥ ৯ ॥

(মহর্ষি বাল্মীকি রচিত)

৬৬—শ্রীগঙ্গাষ্টকম্

ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোঽহং
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে
তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ॥ ১ ॥
ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃ-
কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং
বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরিশিরসি জটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।
ক্ষোণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূর্নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু॥ ৩ ॥
মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিজালং
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্।
সায়ংপ্রাতর্মুনীনাং কুশকুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং

হে দেবি ! তোমার তীরে কেবলমাত্র তোমার জলপান করে বিষয়-তৃষ্ণারহিত হয়ে, আমি শুধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা করি। হে সকল পাপবিনাশিনি, স্বর্গ-সোপানরূপিণি ! তরলতরঙ্গিণি ! দেবি গঙ্গে ! আমার ওপর প্রসন্ন হও॥ ১ ॥ হে ভগবতি ! তুমি শ্রীমহাদেবের মস্তকের লীলাময়ী মালা, যে প্রাণী তোমার জলকণা অনুমাত্রও স্পর্শ করে, সে কলিকলঙ্কের ভয় পরিত্যাগ করে দেবপুরীর চামরধারিণী অপ্সরাগণের অঙ্কে শয়ন করে॥ ২ ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে উত্থিতা, মহাদেবের জটাজালকে উল্লসিত করে, স্বর্গলোক হতে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীতে বহমানা, পাপসমূহকে ভীত-সন্ত্রস্তকারিণী, সমুদ্রমুখে ধাবমানা দেবপুরীর পবিত্র নদী গঙ্গা আমাকে পবিত্র করুক॥ ৩ ॥

পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকলভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্॥ ৪ ॥
আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্।
ভূয়ঃ শম্ভুজটাভিভূষণমণির্জহ্নোর্মহর্ষেরিয়ং
কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী দৃশ্যতে॥ ৫ ॥
শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী।
শেষাহেরনুকারিণী হরিশিরোবল্লীদলাকারিণী
কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী॥ ৬ ॥
কুতো বীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥ ৭ ॥

স্নান করার সময় হাতিদের কুম্ভস্থল থেকে পতিত মদরূপী মদিরার গন্ধের জন্য মধুপবৃন্দ যার জন্য মত্ত হয়ে থাকে, সিদ্ধগণের স্ত্রীদের স্তন হতে নির্গত কুঙ্কুম মিলিত হয়ে যা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে এবং সন্ধ্যাকালে মুনিগণ অর্পিত কুশ ও পুষ্পে যার কিনারা ঢেকে যায়, হাতির বাচ্চাদের শুঁড়ে যার তরঙ্গবেগ আক্রান্ত হয়, সেই গঙ্গাজল আমার কল্যাণ করুক॥ ৪ ॥ মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, পাপনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী, প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে জলরূপে, তারপর শেষশায়ী ভগবানের পবিত্র চরণোদকরূপে এবং পরে মহাদেবের জটা সুশোভিতকারী মণিরূপে দৃষ্ট হন॥ ৫ ॥ হিমালয় থেকে নির্গত, জলে যাঁরা ডুব দিয়ে স্নান করেন তাঁদের উদ্ধারকারিণী, সংসার-সঙ্কট-নাশকারিণী, প্রবাহের বিস্তারে শেষনাগের অনুকরণকারিণী, শিবের মস্তকে লতার ন্যায় মনোহারিণী, কাশীক্ষেত্রে বহমানা গঙ্গাদেবী বিজয়িনীরূপে বিরাজমানা॥ ৬ ॥ যদি তোমার তরঙ্গ চক্ষুর সম্মুখে থাকে, তাহলে সংসার-তরঙ্গ আর কী করতে পারে ? তোমার জল পান করলে বৈকুণ্ঠলোকে নিবাস

গঙ্গে ত্রৈলোক্যসারে সকলসুরবধূধৌতবিস্তীর্ণতোয়ে
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে হরিচরণরজোহারিণী স্বর্গমার্গে।
প্রায়শ্চিত্তং যদি স্যাত্তব জলকণিকা ব্রহ্মহত্যাদিপাপে
কস্ত্বাং স্তোতুং সমর্থস্ত্রিজগদঘহরে দেবি গঙ্গে প্রসীদ॥ ৮ ॥
মাতর্জাহ্নবি শম্ভুসঙ্গবলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্‌ঘ্রিদ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে
ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী॥ ৯ ॥
গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্যবিরচিতং শ্রীগঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

লাভ হয়। হে গঙ্গে ! তোমার জলে যদি জীবের দেহান্তও হয়, তাহলে হে মাতঃ ! ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিও তখন তুচ্ছ বলে মনে হয়॥ ৭ ॥ ত্রিলোকের সারভূতা, সকল দেবাঙ্গনা যেখানে স্নান করেন, সেই বিস্তৃত জলরাশি সমন্বিতা, পূর্ণ-ব্রহ্মস্বরূপিণী, স্বর্গে শ্রীহরির চরণরজ ধৌতকারিণী, হে গঙ্গে ! তোমার জলের কণামাত্রতে যখন ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তখন হে ত্রৈলক্যপাপনাশিনী ! কে তোমার স্তুতি করতে পারে ? হে দেবি গঙ্গে ! তুমি প্রসন্না হও॥ ৮ ॥ হে শিবসঙ্গিনী মাতঃ গঙ্গে ! দেহান্তকালে প্রাণযাত্রার উৎসবে, তোমার তীরে, মস্তক নত করে, হাতজোড় করে, আনন্দে ভগবানের চরণদ্বয় স্মরণ করে অবিচলভাবে আমার অন্তরে হরি-হরে অভেদাত্মিকা ভক্তি যেন বজায় থাকে॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি শুদ্ধ চিত্তে এই পবিত্র গঙ্গাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন॥ ১০ ॥

৬৭—শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥ ১ ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥ ২ ॥
হরিপদপাদ্যতরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্॥ ৩ ॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥ ৪ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি হে মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥ ৫ ॥

হে দেবি গঙ্গে! তুমি দেবগণের ঈশ্বরী। হে ভগবতি! তুমি ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্রী, বিমল ও তরল তরঙ্গময়ী এবং শংকরের মস্তকে বিহার করে থাক। হে মাতঃ! তোমার চরণকমলে যেন আমার মতি থাকে॥ ১ ॥ হে ভাগীরথি! তুমি সকল প্রাণীর সুখপ্রদানকারিণী। হে মাতঃ! বেদ-শাস্ত্রে তোমার জলমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছুই জানি না, হে দয়াময়ি! আমার ন্যায় অজ্ঞানীকে রক্ষা করো॥ ২ ॥ হে গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির চরণোদকময়ী নদী। হে দেবি! তোমার তরঙ্গাবলী হিমানী, চন্দ্র এবং মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, তুমি আমার পাপভার দূর করো এবং কৃপা করে আমায় ভবসাগর পার করে দাও॥ ৩ ॥ হে দেবি! যাঁরা তোমার জলপান করেছেন, তাঁরা অবশ্যই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। হে মাতঃ গঙ্গে! যাঁরা তোমাকে ভক্তি করেন, যমও তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হন না (অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরীতে না গিয়ে বৈকুণ্ঠগমন করেন)॥ ৪ ॥ হে পতিতোদ্ধারিণি জহ্নুকুমারি গঙ্গে! তোমার তরঙ্গে তুমি গিরিরাজ হিমালয়কে খণ্ডিত করে সুশোভিতা হয়ে বহমানা, তুমি ভীষ্মজননী এবং মুনিবর জহ্নুর কন্যা।

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে বিমুখযুবতিকৃততরলাপাঙ্গে॥ ৬ ॥
তব চেন্মাতঃ স্রোতঃস্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥ ৭ ॥
পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে সুখদে শুভদে ভৃত্যশরণ্যে॥ ৮ ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥ ৯ ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু করুণাময়ি কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলুঃ বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ॥ ১০ ॥

পতিতপাবনী হওয়ায় তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা॥ ৫ ॥ হে মাতঃ ! তুমি ইহলোকে কল্পলতার ন্যায় ফলপ্রদান-কারিণী, তোমাকে যে প্রণাম জানায়, সে কখনো শোক পায় না। হে গঙ্গে ! তুমি সমুদ্রের সঙ্গে বিহার কর, তোমার চপল অপাঙ্গ (চাহনি) বিমুখ নারীদের মত চঞ্চল॥ ৬ ॥ হে গঙ্গে ! তোমার প্রবাহে যে স্নান করেছে, সে আর পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি ! তুমি তোমার ভক্তদের নরক থেকে রক্ষা কর এবং তাদের পাপনাশ কর। তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ॥ ৭ ॥ হে করুণাকটাক্ষময়ী জহ্নুপুত্রী গঙ্গে ! আমার অপবিত্র অঙ্গে তোমার পবিত্র তরঙ্গাবলী যুক্ত হয়ে উল্লসিত হচ্ছে, তোমার জয় হোক ! জয় হোক !! তোমার চরণ ইন্দ্রের মুকুটমণিদ্বারা প্রদীপ্ত, তুমি সকলকে সুখ ও মঙ্গল প্রদান কর এবং নিজ সেবকদের আশ্রয় দান কর॥ ৮ ॥ হে ভগবতি ! তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতি-প্রবণতা হরণ কর, তুমি ত্রিভুবনের সার এবং বসুধার কণ্ঠের হার। হে দেবি ! এই জগতে তুমিই আমার একমাত্র গতি॥ ৯ ॥ হে দুঃখীদের বন্দনীয়া দেবি গঙ্গে ! তুমি অলকাপুরীকে আনন্দ প্রদানকারী পরমানন্দময়ী, তুমি আমায় কৃপা কর। হে মাতঃ ! যিনি তোমার তীরে বাস করেন, তিনি যেন বৈকুণ্ঠেই বসবাস

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিং বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা শ্বপচো মলিনো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিকুলীনঃ॥ ১১ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্॥ ১২ ॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরাকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ॥ ১৩ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিমলং সারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতি সুখী স্তব ইতি চ সমাপ্তঃ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

করেন ॥১০॥ হে দেবি ! তোমার জলরাশিতে মীন ও কূর্ম হয়ে থাকাও ভাল, তোমার তীরে দুর্বল গিরগিটি হয়ে থাকাও ভাল বা অতি দীন চণ্ডালবংশে জন্মগ্রহণ করাও ভালো, কিন্তু (তোমার থেকে) দূরে বাসকারী কুলীন নরপতি হওয়াও ভালো নয়॥ ১১ ॥ হে দেবি ! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমি পবিত্র ও ধন্য, জলময়ী এবং মুনিকন্যা। যিনি প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অতি অবশ্যই সংসারে জয়লাভ করতে সক্ষম হন॥ ১২ ॥ যাঁর হৃদয়ে গঙ্গার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, তিনি সদাই আনন্দে থাকেন ও মুক্তিলাভ করে থাকেন ; এই স্তব পরমানন্দময়ী সুললিত পদাবলীদ্বারা যুক্ত, পজ্ঝটিকাছন্দে নিবদ্ধ, মধুর এবং কমনীয়॥ ১৩ ॥ এই অসার সংসারে পূর্বোক্ত গঙ্গাস্তবই নির্মল এবং সার ; এটি ভক্তদের অভিলষিত ফলপ্রদান করে ; শংকরসেবক শংকরাচার্যকৃত এই স্তোত্র যিনি পাঠ করেন, তিনি সুখী হন—এইভাবে এই স্তোত্র সমাপ্ত হল॥ ১৪ ॥

৬৮—শ্রীযমুনাষ্টকম্

মুরারিকায়কালিমাললামবারিধারিণী
তৃণীকৃতত্রিবিষ্টপা ত্রিলোকশোকহারিণী।
মনোঽনুকূলকূলকুঞ্জপুঞ্জধূতদুর্মদা
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ১ ॥
মলাপহারিবারিপূরভূরিমণ্ডিতামৃতা
ভৃশং প্রপাতকপ্রবঞ্চনাতিপণ্ডিতানিশম্।
সুনন্দনন্দনাঙ্গসঙ্গরাগরঞ্জিতা হিতা। ধুনোতু.॥ ২ ॥
লসত্তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাতপাতকা
নবীনমাধুরীধুরীণভক্তিজাতচাতকা।
তটান্তবাসদাসহংসসংসৃতা হি কামদা। ধুনোতু.॥ ৩ ॥
বিহাররাসখেদভেদধীরতীরমারুতা
গতা গিরামগোচরে যদীয়নীরচারুতা।

যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গাত্রের নীলিমামণ্ডিত মনোহর জলৌঘ ধারণ করেন, ত্রিভুবনের শোকহরণকারী হওয়ায় স্বর্গলোককে তৃণসমান সারহীন বলে মনে করেন, যাঁর মনোরম তীরে নিকুঞ্জের পুঞ্জ বর্তমান, যিনি লোকের অহংকেন্দ্রিক দুর্মতি দূর করেন ; সেই কলিন্দকন্যা যমুনা সর্বদা আমাদের অন্তরের কালিমা ধৌত করুন ॥ ১ ॥ যিনি মলাপহারী সলিলসমূহে সুসজ্জিত, মুক্তিদায়ক তথা সর্বদাই গর্হিত পাপহরণে প্রবীণা, সুন্দর নন্দ-নন্দনের অঙ্গস্পর্শজনিত রাগে রঞ্জিতা, সকলের হিতকারিণী, সেই কলিন্দকন্যা যমুনা সর্বদাই আমাদের মানসিক গ্লানি ধৌত করুন ॥ ২ ॥ যিনি তাঁর সুন্দর তরঙ্গের দ্বারা সকল প্রাণীর পাপ ধৌত করেন, যাঁর তীরে নবমধুরিমাপূর্ণ ভক্তিরসের বহু চাতক বাস করে, তীরে বসবাসকারী ভক্তরূপী হংসদ্বারা যিনি সেবিত হন এবং তাঁদের কামনাগুলি পূরণ করেন, সেই কলিন্দ-কন্যা যমুনা সর্বদা আমাদের মানসিক গ্লানি ধৌত করুন ॥ ৩ ॥ যাঁর তটে নৌকা-বিহার এবং

প্রবাহসাহচর্যপূতমেদিনীনদীনদা। ধুনোতু.॥ ৪ ॥

তরঙ্গসঙ্গসৈকতাঞ্চিতান্তরা সদাসিতা
শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরীসভাজিতা।
ভবার্চনায় চারুণাম্বুনাধুনা বিশারদা। ধুনোতু.॥ ৫ ॥

জলান্তকেলিকারিচারুরাধিকাঙ্গরাগিণী
স্বভর্তুরন্যদুর্লভাঙ্গসঙ্গতাংশভাগিনী।
স্বদত্তসুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদনাতিকোবিদা। ধুনোতু.॥ ৬ ॥

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী
বিলোলরাধিকাকচান্তচম্পকালিমালিনী।
সদাবগাহনাবতীর্ণভর্তৃভৃত্যনারদা। ধুনোতু.॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দনন্দকেলিশালিকুঞ্জমঞ্জুলা

রাস-বিলাসের খেদ-হরণকারী মৃদু-মন্দ হাওয়া বয়, যাঁর জলের সৌন্দর্য বাক্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, যিনি তাঁর প্রবাহ দ্বারা পৃথিবী, নদী এবং নদেদের পবিত্র করে তোলেন, সেই কলিন্দ-নন্দিনী যমুনা সর্বদা আমাদের মানসিক ময়লা দূর করুন॥ ৪ ॥ তরঙ্গ-প্লাবিত বালুকাময় তীরে যাঁর মধ্যভাগ সুশোভিত, যাঁর বর্ণ সর্বদা শ্যামল, যিনি শরৎকালের চন্দ্রের কিরণময় মনোহর মঞ্জরী দ্বারা অলংকৃত এবং সুন্দর সলিলদ্বারা জগৎকে তৃপ্ত করতে কুশল, সেই কলিন্দকন্যা যমুনা সর্বদা আমাদের মানসিক ময়লা দূর করুন ॥ ৫ ॥ যিনি জলের মধ্যে ক্রীড়াশীল রাধার অঙ্গরাগে যুক্ত, নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শসুখ—যা অন্যের পক্ষে দুর্লভ, সেটি উপভোগ করেন, যিনি তাঁর প্রবাহদ্বারা সপ্ত সমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে অত্যন্ত কুশল, সেই কালিন্দী যমুনা সর্বদা আমাদের অন্তরের ময়লা ধৌত করুন ॥ ৬ ॥ জলে ধৌত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগদ্বারা নিজ স্নান করার সময় সখীদের মধ্যে যাঁর শোভা বৃদ্ধি পায়, যিনি রাধার চঞ্চল অলকে গ্রথিত চম্পক-মালাতে মাল্যধারিণী হন, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সহচর নারদাদি যাতে প্রত্যহ স্নানের জন্য আসেন, সেই কলিন্দ-কন্যা যমুনা আমাদের অন্তরের ময়লা ধৌত করুন ॥ ৭ ॥ যাঁর তটবর্তী মঞ্জুল

তটোত্থফুল্লমল্লিকাকাদম্বরেণুসূজ্জ্বলা।
জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা। ধুনোতু.॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শ্রীযমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৬৯—যমুনাষ্টকম্

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং
মুরারিপ্রেয়স্কাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাম্।
বিয়জ্জালান্মুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ প্রতিদিনং
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্॥ ১ ॥
মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি জাহ্নবিসঙ্গিনি সিন্ধুসুতে
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে।
জগদঘমোচিনি মানসদায়িনি কেশবকেলিনিদানগতে
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ২ ॥

নিকুঞ্জ সদা-সর্বদা নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলার দ্বারা সুশোভিত হয়, নদী-কিনারের মল্লিকা ও কদম্বের পরাগে যাঁর বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যিনি তাঁর জলে ডুব দেওয়া মনুষ্যগণকে ভবসাগর পার করিয়ে দেন, সেই কলিন্দ-কন্যা যমুনা সর্বদাই আমাদের মানসিক ময়লাকে দূর করুন ॥ ৮ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

—— • ——

যিনি কৃপার সমুদ্র, সূর্যকুমারী, তাপ শান্ত করেন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমিকা, সংসার ভীতিদের জন্য দাবানলস্বরূপা, ভক্তদের বরপ্রদানকারিণী এবং আকাশজাল থেকে মুক্ত লক্ষ্মীস্বরূপা, সেই নিত্যফলদায়িনী যমুনা দেবীকে ধৈর্যশীল ব্যক্তি সুখপ্রাপ্তির জন্য নিশ্চিতভাবে নিরন্তর প্রত্যহ ভজনা করেন॥ ১ ॥ হে মধুবন বিহারকারিণি ! হে ভাস্করবাহিনি ! হে গঙ্গাদেবীর

অয়ি মধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিহারিণি বেগভরে
পরিজনপালিনি দুষ্টনিষূদিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে।
ব্রজপুরবাসিজনার্জিতপাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধরিকে। জয়.॥ ৩ ॥
অতিবিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং
গতিমতিহীনমশেষভয়াকুলমাগতপাদসরোজযুগম্।
ঋণভয়ভীতিমনিষ্কৃতিপাতককোটিশতাযুতপুঞ্জতরং। জয়.॥ ৪ ॥
নবজলদদ্যুতিকোটিলসত্তনুহেমময়াভররঞ্জিতকে
তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চলশোভিতপীতসুচৈলধরে।
মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনরঞ্জিতগঞ্জিতভানুকরে। জয়.॥ ৫ ॥

সহচরী ! হে সিন্ধুসুতে ! হে শ্রীমধুসূদনবিভূষিণি ! হে মাধবতৃপ্তিকারিণি ! হে গোকুলের-ভয়হারিণি ! হে জগৎ-পাপবিনাশিনি ! হে বাঞ্ছিতফলদায়িনি ! কৃষ্ণকেলির আশ্রয়ভূতা সকলভয় নিবারিণি হে সংকটনাশিনি যমুনে ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন॥ ২ ॥ হে মধুরে ! হে মধুগন্ধবিলাসিনি ! হে পর্বতে বিহারকারিণি ! পরম বেগবতী, নিজ তীরবর্তী ভক্তজন পালনকারিণি, দুষ্ট সংহারকারিণি, কাঙ্ক্ষিত কামনার বিলাসভূমি, ব্রজভূমিনিবাসীদের অর্জিত পাপহরণকারিণি এবং সকল জীবের উদ্ধারকারিণি সকলভয়নিবারিণি সংকটনাশিনি যমুনে ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন॥ ৩ ॥ মহাবিপদ-সাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক শোকতাপে যার মন ব্যাকুল, যে গতি (আশ্রয়) ও মতি (বিচার)হীন এবং সর্বপ্রকার ভয়ে ব্যাকুল, যে ঋণ ও ভয়ে অবদমিত এবং শত-সহস্র-কোটি প্রতিকারহীন পাপের পুতুল, আপনার চরণকমলপ্রাপ্ত আমার সেই সকলভয়নিবারিণী সংকটনাশিনী হে যমুনে ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন॥ ৪ ॥ কোটি নবীন মেঘকান্তিদ্বারা সুশোভিত ও স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত দেহে আপনার চঞ্চল আঁচল চপলাকেও অবহেলনা করে, সেই (আঁচলরূপ) পীত দুকূল ধারণ করে আপনি শোভমানা এবং মণিময় অলঙ্কার ও চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র ও আসনদ্বারা

শুভপুলিনে মধুমত্তযদূদ্ভবরাসমহোৎসবকেলিভরে
উচ্চকুলাচলরাজিতমৌক্তিকহারময়াভররোদসিকে।
নবমণিকোটিকভাস্করকঞ্চুকিশোভিততারকহারযুতে। জয়.॥ ৬ ॥
করিবরমৌক্তিকনাসিকভূষণবাতচমৎকৃতচঞ্চলকে।
মুখকমলামলসৌরভচঞ্চলমত্তমধুব্রতলোচনিকে
মণিগণকুণ্ডললোলপরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে। জয়.॥ ৭ ॥
কলরবনূপুরহেমময়াচিতপাদসরোরুহসারুণিকে
ধিমিধিমিধিমিধিমিতালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে।
তব পদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্তসদাখিলতাপহরে। জয়.॥ ৮ ॥

রঞ্জিত হয়ে আপনি সূর্যকিরণকেও কুণ্ঠিত করেছেন ; হে সকলভয়নিবারিণী সংকটহারিণী যমুনে ! আপনার জয় হোক, জয় হোক ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন॥ ৫ ॥ হে সুন্দর তটসম্পন্না ! হে মধুমত্ত-যদুকুলোৎপন্ন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের রাসমহোৎসবের ক্রীড়াভূমি ! হে উচ্চ পর্বতশ্রেণীর ওপর শোভমানা মুক্তার মালার ন্যায় অলঙ্কারে পৃথিবী এবং আকাশ বিভূষিতকারিণী, হে কোটি সূর্য সমান নবীন মণির কুঞ্চকীদ্বারা সুশোভিত এবং নক্ষত্ররূপ হারে সজ্জিত, সকল ভয়নিবারিণী সংকটহারিণী যমুনে ! আপনার জয় হোক, জয় হোক ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন॥ ৬ ॥ আপনার নাসিকার ভূষণরূপ গজমুক্তা বায়ুতে চঞ্চল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার নেত্ররূপ মত্ত ভ্রমর যেন মুখকমলের সুবাসে চঞ্চল হয়ে রয়েছে এবং অমল কপোলদ্বয় আন্দোলিত মণিময় কুণ্ডলের ঝলকে রং ছড়াচ্ছে। হে সকলভয়নিবারিণী সংকট-হারিণী যমুনে ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! আপনি আমাকে পবিত্র করুন॥ ৭ ॥ আপনার অরুণ চরণকমল সুবর্ণময় নূপুর ঝংকারে ঝংকৃত, মনমোহনকারী 'ধিমি ধিমি' অর্থাৎ 'ঝিরি-ঝিরি' তালযুক্ত মৃদুমন্দস্বরে আপনি গমন করেন, যে ব্যক্তি আপনার চরণে মনোনিবেশ করে, আপনি তার সমস্ত তাপ হরণ করেন ; হে সকলভয়নিবারিণী সংকটহারিণী

ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো
যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া।
হয়াহ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈরবিরতং
সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

যমুনে! আপনার জয় হোক! জয় হোক! আপনি আমকে পবিত্র করুন॥ ৮ ॥
যেসব ব্যক্তি সংসার সন্তাপসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অত্যন্ত দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা যদি প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্য চিত্তে (এই স্তোত্রের দ্বারা শ্রীযমুনাদেবীকে) স্তব পাঠ করে স্তুতি করে, তাহলে সে (সারাজীবন) হাতে পুষ্পসম্ভার নিয়ে, নিত্য-নিরন্তর সমস্ত ভোগ লাভ করে এবং মৃত্যুর সময় ভগবৎরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

ওঁ

প্রকীর্ণস্তোত্রাণি

৭০—প্রাতঃস্মরণম্

(ক) পরব্রহ্মণঃ

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎসুখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিমবৈতি নিত্যং
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥ ১ ॥

প্রাতর্ভজামি মনসা বচসামগম্যং
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ।
যন্নেতিনেতিবচনৈর্নিগমা অবোচং-
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্॥ ২ ॥

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্।
যস্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্তৌ
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ॥ ৩ ॥

আমি প্রাতঃকালে, হৃদয়ে স্ফুরিত হওয়া আত্মতত্ত্ব স্মরণ করি, যা সৎ, চিৎ এবং আনন্দরূপ, পরমহংসের প্রাপ্য স্থান এবং জাগ্রদাদি তিন অবস্থার থেকে বিশিষ্ট, যা স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং জাগ্রত অবস্থাকে সর্বদা জেনে থাকে, আমিই সেই স্ফুরণরহিত ব্রহ্ম। পঞ্চভূতের সংঘাত (এই শরীর) আমি নই॥ ১ ॥ যা মন ও বাক্যের অগম্য, যাঁর কৃপায় সকল বাক্য ভাষা পায়, শাস্ত্র যার 'নেতি-নেতি' বলে নিরূপণ করেন, যে অজ দেবদেবেশ্বর অচ্যুতকে আদি পুরুষ বলা হয়, প্রাতঃকালে আমি তাঁর ভজনা করি॥ ২ ॥ যে সর্বস্বরূপ

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্।
প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ পরমব্রহ্মণঃ প্রাতঃস্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

(খ) শ্রীবিষ্ণোঃ

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্তিশান্ত্যে নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূতবরবারণমুক্তিহেতুং চক্রায়ুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রম্॥ ১
প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্ধ্না পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য পারায়ণপ্রবণবিপ্রপরায়ণস্য॥ ২ ॥
প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং প্রাক্সর্বজন্মকৃতপাপভয়াপহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রিগজেন্দ্রঘোর-শোকপ্রণাশনকরো ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥ ৩

ইতি শ্রীবিষ্ণোঃ প্রাতঃস্মরণম্।

পরমেশ্বরে এই জগৎ-সংসার রজ্জুতে সর্পের ন্যায় প্রতিভাসিত হচ্ছে, সেই অজ্ঞানের অতীত, দিব্য তেজোময়, পূর্ণ সনাতন পুরুষোত্তমকে আমি প্রাতঃকালে প্রণাম করি॥ ৩ ॥ এই তিনটি শ্লোক ত্রিলোকের ভূষণ, এগুলি যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে পাঠ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ৪ ॥

গরুড়বাহন, কমলনাভ, গ্রাহগ্রসিত গজেন্দ্রের মুক্তির কারণ, সুদর্শনচক্রধারী, নববিকশিত কমলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট শ্রীনারায়ণকে ভব-ভয়রূপ মহাদুঃখে শান্তির জন্য আমি প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১ ॥ বেদাদির স্বাধ্যায়কারী বিপ্রগণের পরম আশ্রয়, নরকরূপ সংসারসমুদ্র থেকে উদ্ধারকারী, সেই পরমপুরুষের চরণযুগলে নত মস্তকে কায়-মনো-বাক্যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমি প্রণাম করি॥ ২ ॥ যিনি শঙ্খ-চক্র ধারণ করে গ্রাহের মুখে পতিত গজেন্দ্রকে ঘোর সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলেন, ভক্তদের অভয়প্রদানকারী সেই ভগবানকে আমি আমার পূর্বজন্মের সবপাপ নাশ করার জন্য প্রাতঃকালে ভজনা করি॥ ৩ ॥

(গ) শ্রীরামস্য

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশালভালম্।
কর্ণাবলম্বিচলকুণ্ডলশোভিগণ্ডং
কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্॥ ১ ॥
প্রাতর্ভজামি রঘুনাথকরারবিন্দং
রক্ষোগণায় ভয়দং বরদং নিজেভ্যঃ।
যদ্রাজসংসদি বিভজ্য মহেশচাপং
সীতাকরগ্রহণমঙ্গলমাপ সদ্যঃ॥ ২ ॥
প্রাতর্নমামি রঘুনাথপদারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশাদিশুভরেখি সুখাবহং মে।
যোগীন্দ্রমানসমধুব্রতসেব্যমানং
শাপাপহং সপদি গৌতমধর্মপত্ন্যাঃ॥ ৩ ॥
প্রাতর্বদামি বচসা রঘুনাথনাম

যিনি মধুর হাস্যময়, মধুরভাষী এবং সুন্দর ললাটে সুশোভিত, কানের কুণ্ডলদ্বারা যাঁর উভয় কপোল শোভমান এবং যাঁর নেত্র কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে অপরের নেত্রকে আনন্দদান করছে, শ্রীরঘুনাথের সেই মুখকমল আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১ ॥ আমি প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনাথের সেই করকমল স্মরণ করি, যা রাক্ষসদের ভীতিপ্রদ এবং ভক্তদের বর প্রদান করে এবং যার দ্বারা মহাদেবের ধনুক ভঙ্গ করে তিনি সহজেই সীতার মঙ্গলময় পাণিগ্রহণ করেছিলেন॥ ২ ॥ আমি প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনাথের চরণকমলে প্রণাম করি, যা বজ্র, অঙ্কুশ ইত্যাদি শুভচিহ্নযুক্ত, আমার কাছে সুখদায়ক, যোগীদের মন-মধুপদ্বারা সেবিত এবং গৌতমঋষি পত্নী অহল্যার শাপদূরকারী॥ ৩ ॥ আমি প্রাতঃকালে বাক্যদ্বারা শ্রীরঘুনাথের নাম জপ করি, যা বাক্যদোষ নাশকারী এবং সর্বপাপহরণকারী এবং যা দেবী পার্বতী নিজ

বাগ্দোষহারি সকলং শমলং নিহন্তি।
যং পার্বতী স্বপতিনা সহ ভোক্তুকামা
প্রীত্যা সহস্রহরিনামসমং জজাপ॥ ৪ ॥
প্রাতঃ শ্রয়ে শ্রুতিনুতাং রঘুনাথমূর্তিং
নীলাম্বুজোৎপলসিতেতররত্ননীলাম্।
আমুক্তমৌক্তিকবিশেষবিভূষণাঢ্যাং
ধ্যেয়াং সমস্তমুনিভির্জনমুক্তিহেতুম্॥ ৫ ॥
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং প্রয়তঃ পঠেদ্ধি
নিত্যং প্রভাতসময়ে পুরুষঃ প্রবুদ্ধঃ।
শ্রীরামকিঙ্করজনেষু স এব মুখ্যো
ভূত্বা প্রযাতি হরিলোকমনন্যলভ্যম্॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীরামস্য প্রাতঃস্মরণম্।

(ঘ) শ্রীশিবস্য

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্।
খট্বাঙ্গশূলবরদাভয়হস্তমীশং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥ ১ ॥

পতি শঙ্করের সাথে ভোজন গ্রহণের সময়, ভগবানের সহস্রনাম-সদৃশ 'রাম'-নাম প্রীতির সঙ্গে জপ করেছিলেন॥ ৪ ॥ আমি প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনাথের বেদবন্দিত মূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করি, যা নীলকমল ও নীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ, মুক্তামালায় বিভূষিত, সকল মুনি-ঋষির ধ্যেয় ও ভক্তদের মোক্ষপ্রদানকারী॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে জিতেন্দ্রিয়ভাবে এই পাঁচটি শ্লোক নিত্য পাঠ করেন, তিনি শ্রীরামের সেবকদের প্রধান হয়ে, অপরের দুর্লভ শ্রীহরির লোক প্রাপ্ত হন॥ ৬ ॥

যিনি জাগতিক ভয়হরণকারী এবং দেবগণের প্রভু, যিনি গঙ্গাদেবীকে

প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরজার্দ্ধদেহং
সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোঽভিরামং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥ ২ ॥

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনঘং পুরুষং মহান্তম্।
নামাদিভেদরহিতং ষড়্ভাবশূন্যং
সংসাররোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্॥ ৩ ॥

প্রাতঃ সমুত্থায় শিবং বিচিন্ত্য
শ্লোকত্রয়ং যেঽনুদিনং পঠন্তি।
তে দুঃখজাতং বহুজন্মসঞ্চিতং
হিত্বা পদং যান্তি তদেব শম্ভোঃ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীশিবস্য প্রাতঃস্মরণম্।

ধারণ করেছেন, যাঁর বাহন বৃষভ, যিনি অম্বিকার ঈশ এবং যাঁর হাতে খট্বাঙ্গ (খাটের পায়ার মত মুদ্গর), ত্রিশূল, বরদ এবং অভয়মুদ্রা, সেই সংসার-রোগ হরণ করার অদ্বিতীয় ঔষধরূপ ঈশ শ্রীমহাদেবকে আমি প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১ ॥ ভগবতী পার্বতী যাঁর অর্ধাঙ্গিনী, যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, আদিদেব, বিশ্বনাথ, বিশ্ব-বিজয়ী ও মনোহর, জাগতিক রোগাদি নষ্ট করায় অদ্বিতীয় ঔষধরূপ—সেই গিরীশ শিবকে আমি প্রাতঃকালে প্রণাম করি॥ ২ ॥ যিনি অন্তরহিত আদিদেব, বেদান্তের সাহায্যে যাঁকে জানা যায়, পাপরহিত মহানপুরুষ এবং যে নাম আদি ভেদরহিত, ছয় বিকার (জন্ম, বৃদ্ধি, স্থৈর্য, পরিণমন, অপক্ষয় ও বিনাশ) হতে বর্জিত, সংসার-রোগনাশের অদ্বিতীয় ঔষধ, সেই একক শিবকে আমি প্রাতঃকালে ভজনা করি॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে নিদ্রা ত্যাগ করে শিবের ধ্যান করে প্রত্যহ এই তিনটি শ্লোক পাঠ করেন, তিনি বহুজন্মের সঞ্চিত দুঃখাদি হতে মুক্ত হয়ে শিবপদ প্রাপ্ত হন॥ ৪ ॥

(ঙ) শ্রীদেব্যাঃ

চাঞ্চল্যারুণলোচনাঞ্চিতকৃপাং চন্দ্রার্কচূড়ামণিং
চারুস্মেরমুখাং চরাচরজগৎসংরক্ষণীং সৎপদাম্।
চঞ্চচ্চম্পকনাসিকাগ্রবিলসন্মুক্তামণীরঞ্জিতাং
শ্রীশৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে॥ ১ ॥
কস্তূরীতিলকাঞ্চিতেন্দুবিলসৎপ্রোদ্ভাসিভালস্থলীং
কর্পূরদ্রবমিশ্রচূর্ণখদিরামোদোল্লসদ্বীটিকাম্।
লোলাপাঙ্গতরঙ্গিতৈরধিকৃপাসারৈর্নতানন্দিনীং
শ্রীশৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে॥ ২ ॥

ইতি শ্রীদেব্যাঃ প্রাতঃস্মরণম্।

(চ) শ্রীগণেশস্য

প্রাতঃ স্মরামি গণনাথমনাথবন্ধুং
সিন্দূরপূরপরিশোভিতগণ্ডযুগ্মম্।
উদ্দণ্ডবিঘ্নপরিখণ্ডনচণ্ডদণ্ড-
মাখণ্ডলাদিসুরনায়কবৃন্দবন্দ্যম্॥ ১ ॥

যাঁর চঞ্চল, অরুণ নেত্র থেকে করুণা প্রকটিত হচ্ছে, চন্দ্র এবং সূর্য যাঁর মস্তকভূষণ, যিনি সহাস্যবদনা, যিনি সমস্ত জগতের রক্ষাকর্ত্রী, সৎপুরুষ যাঁর আশ্রয়স্থল, চম্পকসম সুন্দর নাসিকার অগ্রভাগে যাঁর মুক্তার নথ শোভাবর্দ্ধন করছে, পর্বতে নিবাসকারিণী সেই ভগবতী শ্রীমাতাকে আমি স্মরণ করি॥ ১ ॥ যাঁর ললাট কস্তুরী দ্বারা বিভূষিত এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাচ্ছে, যাঁর মুখ কর্পূর, চূণ ও খয়েরের সুগন্ধিত পানে শোভা পাচ্ছে, যিনি তাঁর চঞ্চল কটাক্ষের করুণাধারায় প্রণত ভক্তদের আনন্দ প্রদান করেন, শ্রীশৈল পর্বত-নিবাসী সেই ভগবতী শ্রীমাতাকে আমি স্মরণ করি॥ ২ ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবেশ্বরগণের বন্দনীয়, অনাথের বন্ধু, যাঁর যুগল কপোল সিন্দূররঞ্জিত, যিনি প্রবল বিঘ্ন খণ্ডন করার প্রচণ্ড দণ্ডস্বরূপ, সেই শ্রীগণেশকে

প্রাতর্নমামি চতুরাননবন্দ্যমান-
মিচ্ছানুকূলমখিলং চ বরং দদানম্।
তং তুন্দিলং দ্বিরসনাধিপযজ্ঞসূত্রং
পুত্রং বিলাসচতুরং শিবয়োঃ শিবায়॥ ২ ॥
প্রাতর্ভজাম্যভয়দং খলু ভক্তশোক-
দাবানলং গণবিভুং বরকুঞ্জরাস্যম্।
অজ্ঞানকাননবিনাশনহব্যবাহ-
মুৎসাহবর্ধনমহং সুতমীশ্বরস্য॥ ৩ ॥
শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং সদা সাম্রাজ্যদায়কম্।
প্রাতরুত্থায় সততং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীগণেশপ্রাতঃস্মরণম্।

(ছ) শ্রীসূর্যস্য

প্রাতঃ স্মরামি খলু তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
রূপং হি মণ্ডলমৃচোঽথ তনুর্যজূংষি।

আমি প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১ ॥ যিনি ব্রহ্মার দ্বারা বন্দনীয়, নিজ সেবকদের ইচ্ছানুরূপ পূর্ণ বরপ্রদানকারী, সর্পই যাঁর যজ্ঞোপবীত, ক্রীড়াকুশল শিব-পার্বতীর পুত্র শ্রীগণেশকে আমি কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য প্রাতঃকালে নমস্কার করি॥ ২ ॥ যিনি নিজের আশ্রিতকে অভয় প্রদান করেন, ভক্তদের শোকরূপ বনের দাবানলস্বরূপ, জনগণের নায়ক, গজসদৃশ সুন্দর মুখ এবং যিনি অজ্ঞানরূপ বনকে দগ্ধ করার জন্য অগ্নিস্বরূপ, উৎসাহ-বৃদ্ধিকারী শিবপুত্র সেই শ্রীগণেশকে আমি প্রাতঃকালে ভজনা করি॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে সংযতচিত্তে এই তিনটি পবিত্র শ্লোক নিত্য পাঠ করেন, তাঁকে এই স্তোত্র সর্বদা সাম্রাজ্যতুল্য সুখপ্রদান করে॥ ৪ ॥

আমি ভগবান সূর্যের শ্রেষ্ঠরূপকে প্রাতঃকালে স্মরণ করি ; তাঁর মণ্ডল হল ঋগ্বেদ, তনু যজুর্বেদ এবং কিরণগুলি সামবেদ, তিনি ব্রহ্মার দিন, জগতের

সামানি যস্য কিরণাঃ প্রভবাদিহেতুং
ব্রহ্মাহরাত্মকমলক্ষ্যমচিন্ত্যরূপম্॥ ১ ॥
প্রাতর্নমামি তরণিং তনুবাঙ্মনোভি-
র্ব্রহ্মেন্দ্রপূর্বকসুরৈর্নুতমর্চিতং চ।
বৃষ্টিপ্রমোচনবিনিগ্রহহেতুভূতং
ত্রৈলোক্যপালনপরং ত্রিগুণাত্মকং চ॥ ২ ॥
প্রাতর্ভজামি সবিতারমনন্তশক্তিং
পাপৌঘশত্রুভয়রোগহরং পরং চ।
তং সর্বলোককলনাত্মককালমূর্তিং
গোকণ্ঠবন্ধনবিমোচনমাদিদেবম্॥ ৩ ॥
শ্লোকত্রয়মিদং ভানোঃ প্রাতঃকালে পঠেত্তু যঃ।
স সর্বব্যাধিনির্মুক্তঃ পরং সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীসূর্যপ্রাতঃস্মরণম্।

(জ) শ্রীভগবদ্ভক্তানাম্

প্রহ্লাদনারদপরাশরপুণ্ডরীক-

উৎপত্তি-রক্ষা-প্রলয়ের কারণ এবং অলক্ষ্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ॥ ১ ॥ আমি প্রাতঃকালে কায়-মনো-বাক্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাদের দ্বারা স্তুত ও পূজিত, বৃষ্টির কারণ এবং অবৃষ্টির হেতু, ত্রিলোক-পালনে তৎপর, সত্ত্বাদি ত্রিগুণরূপ ধারণকারী এবং সংসারতরণের তরণিস্বরূপ, সেই ভগবান সূর্যকে নমস্কার করি॥ ২ ॥ যিনি পাপরাশি এবং শত্রুজনিত ভয় এবং রোগনাশ করেন, সবথেকে উৎকৃষ্ট, সময় গণনার নিমিত্ত কালস্বরূপ এবং গাভীদের কণ্ঠবন্ধন মুক্তকারী, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন আদিদেব সবিতা সূর্যদেবকে আমি প্রাতঃকালে ভজনা করি॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে সূর্যের স্মরণরূপ এই তিনটি শ্লোক পাঠ করেন, তিনি সর্ববিধরোগমুক্ত হয়ে পরম সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম,

ব্যাসাম্বরীষশুকশৌনকভীষ্মদাল্‌ভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জুনবসিষ্ঠবিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ স্মরামি॥ ১ ॥
(পাণ্ডবগীতায়াঃ)

বাল্মীকিঃ সনকঃ সনন্দনতরুর্ব্যাসো বসিষ্ঠো ভৃগু-
র্জাবালির্জমদগ্নিকচ্ছজনকো গর্গোঽঙ্গিরা গৌতমঃ।
মান্ধাতা ঋতুপর্ণবৈন্যসগরা ধন্যো দিলীপো নলঃ
পুণ্যো ধর্মসুতো যযাতিনহুষৌ কুর্বন্তু নো মঙ্গলম্॥ ২ ॥
(মঙ্গলাষ্টকাৎ)

ইতি প্রাতঃস্মরণম্।

৭১—শ্রীশিবরামাষ্টকস্তোত্রম্

শিব হরে শিব রাম সখে প্রভো ত্রিবিধতাপনিবারণ হে বিভো।
অজ জনেশ্বর যাদব পাহি মাং শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ১ ॥
কমললোচন রাম দয়ানিধে হর গুরো গজরক্ষক গোপতে।
শিবতনো ভব শঙ্কর পাহি মাং শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ২ ॥

দাল্‌ভ্য, রুক্মাঙ্গদ, অর্জুন, বসিষ্ঠ, বিভীষণাদি এই পরম পবিত্র বৈষ্ণবদের আমি প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১ ॥ বাল্মিকী, সনক, সনন্দন, তরু, ব্যাস, বসিষ্ঠ, ভৃগু, জাবালি, জমদাগ্নি, কচ্ছ, জনক, গর্গ, অঙ্গিরা, গৌতম, মান্ধাতা, ঋতুপর্ণ, পৃথু, সগর, ধন্যবাদার্হ দিলীপ এবং নল, পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির, যযাতি ও নহুষ—এঁরা সকলে আমাদের মঙ্গল করুন॥ ২ ॥

হে শিব! হে হরে, হে শিব, হে রাম, হে সখে! হে প্রভো, হে ত্রিবিধ তাপনিবারক বিভো! হে অজ, হে জগন্নাথ, হে যাদব! আমায় রক্ষা করুন; হে শিব! হে হরে! আমার কল্যাণময় বিজয় করুন ॥ ১ ॥ হে কমললোচন

সুজনরঞ্জন মঙ্গলমন্দিরং ভজতি তে পুরুষঃ পরমং পদম্।
ভবতি তস্য সুখং পরমদ্ভুতং শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৩ ॥
জয় যুধিষ্ঠিরবল্লভ ভূপতে জয় জয়ার্জিতপুণ্যপয়োনিধে।
জয় কৃপাময় কৃষ্ণ নমোঽস্তু তে শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৪ ॥
ভববিমোচন মাধব মাপতে সুকবিমানসহংস শিবারতে।
জনকজারত রাঘব রক্ষ মাং শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৫ ॥
অবনিমণ্ডলমঙ্গল মাপতে জলদসুন্দর রাম রমাপতে।
নিগমকীর্তিগুণার্ণব গোপতে শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৬ ॥
পতিতপাবন নামময়ী লতা তব যশো বিমলং পরিগীয়তে।
তদপি মাধব মাং কিমুপেক্ষসে শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৭ ॥

দয়ানিধে রাম ! হে হর ! হে গুরো ! হে গজরক্ষক ! হে গোপতে ! হে কল্যাণরূপধারী ভব ! হে শঙ্কর ! আমার রক্ষা করুন ; হে শিব ! হে হরে ! আমার উত্তম বিজয় সাধন করুন॥ ২ ॥ হে সজ্জন-মনোরঞ্জন ! যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলমন্দির (শিব ও বিষ্ণুরূপ) পরমপদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি পরমদিব্য সুখ প্রাপ্ত হন ; অতএব হে শিব ! হে হরে ! আমায় বর বিজয় সাধন করুন ॥ ৩ ॥ হে যুধিষ্ঠিরের প্রিয়তম ! হে ভূপতে ! আপনি বিজয়ী হন ! হে পুণ্য মহাসাগরের উপার্জনকারী ! আপনার জয় হোক, জয় হোক ; হে দয়াময় কৃষ্ণ ! আপনার জয় হোক, আপনাকে প্রণাম ; হে হরে ! আপনি আমায় কল্যাণময় বিজয়-প্রদান করুন॥ ৪ ॥ হে ভবভয়হারী মাধব ! হে লক্ষ্মীপতে ! হে সুকবি-মানস-হংস ! হে পার্বতীপ্রিয় ! হে জানকীজীবন রাঘব ! আমায় রক্ষা করুন, হে শিব ! হে হরে ! আমায় বর বিজয় সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥ হে ভূমিমণ্ডলের মঙ্গলস্বরূপ। হে শ্রীপতে ! হে ঘনশ্যামসুন্দর ! হে রাম ! হে রমাপতে ! হে বেদবর্ণিত গুণ-সাগর ! হে গোপতে ! হে শিব ! হে হরে ! আমার কল্যাণময় বিজয় করুন ॥ ৬ ॥ হে পতিতপাবন ! আপনার নাম কল্পলতা, সর্বত্র আপনার যশ নিত্য গীত হয় তবুও হে মাধব ! আপনি কেন আমাকে উপেক্ষা করেন ? হে শিব ! হে হরে ! আমার শুভ বিজয়-সাধন

অমরতাপরদেব রমাপতে বিজয়তস্তব নামধনোপমা।
ময়ি কথং করুণার্ণব জায়তে শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৮ ॥
হনুমতঃ প্রিয় চাপকর প্রভো সুরসরিদ্‌ধৃতশেখর হে গুরো।
মম বিভো কিমু বিস্মরণং কৃতং শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ৯
অহরহর্জনরঞ্জনসুন্দরং পঠতি যঃ শিবরামকৃতং স্তবম্।
বিশতি রামরমাচরণাম্বুজে শিব হরে বিজয়ং কুরু মে বরম্॥ ১০ ॥
প্রাতরুত্থায় যো ভক্ত্যা পঠেদেকাগ্রমানসঃ।
বিজয়ো জায়তে তস্য বিষ্ণুমারাধ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীরামানন্দস্বামিনা বিরচিতং শ্রীশিবরামাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

করুন ॥ ৭ ॥ হে দেবগণের শ্রেষ্ঠ দেব ! হে দয়াসাগর রমাপতে ! সর্বত্র বিজয় প্রাপ্তকারী আপনার পরমেশ্বরের নামরূপ ধনের আদর্শকোষ আমার কাছে কীরূপে সঞ্চিত হবে ? হে শিব ! হে হরে ! আমার পরম বিজয় সাধন করুন॥ ৮ ॥ হে হনুমৎপ্রিয় ! হে ধনুষ্পাণি প্রভো ! হে শিরে গঙ্গাদেবী ধারণকারী গুরুদেব ! হে বিভো ! আপনি কেন আমাকে বিস্মরণ হচ্ছেন ? হে শিব ! হে হরে ! আমার পরম জয় সাধন করুন ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তি এই লোকপ্রিয় রামানন্দ স্বামীর বিরচিত সুন্দর শিবরাম স্তব পাঠ করেন, তিনি রাম-রমার চরণকমল লাভ করতে সক্ষম হন। হে শিব ! হে শিব ! হে হরে ! আমায় শ্রেষ্ঠ বিজয় সাধন করুন ॥ ১০ ॥ যিনি প্রাতঃকালে উঠে একাগ্রচিত্তে এই শিবরামস্তোত্র পাঠ করেন, তাঁর সর্বত্র জয় হয় এবং তিনি তাঁর আরাধ্যদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন॥ ১১ ॥

(শ্রীরামনন্দস্বামী রচিত)

৭২—কৈবল্যাষ্টকম্

মধুরং মধুরেভ্যোঽপি মঙ্গলেভ্যোঽপি মঙ্গলম্।
পাবনং পাবনেভ্যোঽপি হরের্নামৈব কেবলম্॥ ১ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং সর্বং মায়াময়ং জগৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং হরের্নামৈব কেবলম্॥ ২ ॥
স গুরুঃ স পিতা চাপি সা মাতা বান্ধবোঽপি সঃ।
শিক্ষয়েচ্চেৎ সদা স্মর্তুং হরের্নামৈব কেবলম্॥ ৩ ॥
নিঃশ্বাসে ন হি বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
কীর্তনীয়মতো বাল্যাদ্ধরের্নামৈব কেবলম্॥ ৪ ॥
হরিঃ সদা বসেত্তত্র যত্র ভাগবতা জনাঃ।
গায়ন্তি ভক্তিভাবেন হরের্নামৈব কেবলম্॥ ৫ ॥
অহো দুঃখং মহাদুঃখং দুঃখাদ্ দুঃখতর যতঃ।
কাচার্থং বিস্মৃতং রত্নং হরের্নামৈব কেবলম্॥ ৬ ॥
দীয়তাং দীয়তাং কর্ণো নীয়তাং নীয়তাং বচঃ।
গীয়তাং গীয়তাং নিত্যং হরের্নামৈব কেবলম্॥ ৭ ॥

শ্রীহরির নামই শুধু মধুর হতে মধুরতর, মঙ্গলময় থেকেও মঙ্গলময় এবং পবিত্র থেকেও পবিত্রতর॥ ১ ॥ ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত জগৎসংসারই মায়াময়, কেবলমাত্র শ্রীহরির নামই সত্য, নামই সত্য, আবার বলছি নামই সত্য॥ ২ ॥ যিনি সদা-সর্বদা শুধু হরিনাম স্মরণ করতে শেখান, তিনিই গুরু, তিনিই পিতা, তিনিই মাতা এবং বন্ধুও তিনিই॥ ৩ ॥ জীবনের কোনো ভরসা নেই, কি জানি কবে তা শেষ হয়ে যায়, সেইজন্য বাল্যাবস্থা থেকেই হরিনাম কীর্তন করা উচিত॥ ৪ ॥ যেখানে ভক্তগণ ভক্তিভাবে শুধু হরিনাম গান করেন, সেখানে সর্বদাই ভগবান বিরাজ করেন॥ ৫ ॥ অহো ! মহাদুঃখ ! ভয়ঙ্কর কষ্ট !! সব থেকে তীব্র হল শোক !!! যা বিষয়রূপ কাঁচের জন্য হরিনামরূপ রত্নকে সরিয়ে দিয়েছে॥ ৬ ॥ শুধুমাত্র হরিনামই কানে শোনো,

তৃণীকৃত্য জগৎসর্বং রাজতে সকলোপরি।
চিদানন্দময়ং শুদ্ধং হরের্নামৈব কেবলম্॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকৈবল্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৭৩—সাধনপঞ্চকম্

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং
তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তা-
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১ ॥
সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥ ২ ॥

বাক্যদ্বারা বলো এবং তাই নিরন্তর গান করো॥ ৭ ॥ সমস্ত জগৎকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে, সবার ওপর শুধু এক হরির শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় নামই বিরাজমান॥ ৮ ॥

সর্বদা বেদাধ্যয়ন করো, এতে বর্ণিত কর্মগুলি ভালোভাবে পালন করো, এর দ্বারা ভগবানের পূজা করো এবং কাম্যকর্মে চিত্তকে যেতে দিও না, পাপসমূহ পরিমার্জন করো, সংসারসুখে দোষানুসন্ধান করো, আত্মজিজ্ঞাসার জন্য চেষ্টা করো এবং শীঘ্রই গৃহত্যাগ করো॥ ১ ॥ সাধুসঙ্গ করো, ভগবানের দৃঢ়ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করো, শম-দমকে ভালোভাবে সঞ্চয় করো এবং কর্মসমূহ শীঘ্রই দৃঢ়তাপূর্বক ত্যাগ করো। সত্য পরমার্থজ্ঞাতা বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ করো এবং তাঁদের চরণসেবা করো এবং বেদাদির

বাক্যার্থশ্চ বিচার্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং
দেহেঽহম্মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্॥ ৩ ॥
ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্যতা-
মৌদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা নৈষ্ঠুর্যমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৪ ॥
একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্।
প্রাক্কর্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥ ৫ ॥
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ

মহাবাক্য শ্রবণ করো॥ ২ ॥ মহাবাক্যের অর্থ চিন্তা করো, মহাবাক্যের আশ্রয় নাও, কুতর্ক থেকে দূরে থাকো এবং শ্রুতি-সম্মত তর্কের অনুসন্ধান করো ; 'আমিই ব্রহ্ম'—এই নিত্য চিন্তা করো, অহং-অভিমান ত্যাগ করো, দেহের অহং-বুদ্ধি পরিত্যাগ করো এবং বিচারশীল ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে যোগ দিও না॥ ৩ ॥ ক্ষুধারূপ ব্যাধির প্রত্যহ চিকিৎসা করো, ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন করো, স্বাদু অন্নের আশা করো না, দৈবযোগে যা প্রাপ্তি হয় তাতেই সন্তুষ্ট থাকো, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলি সহ্য করো এবং ব্যর্থ বাক্য উচ্চারণ কোরো না, উদাসীন হয়ে থাক, অন্য ব্যক্তিদের করুণা করার ভাব এবং নিষ্ঠুরতা দু-ই ত্যাগ করো॥ ৪ ॥ একান্তে সুখাসনে বসো, পরব্রহ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করো, পূর্ণাত্মাকে ভালভাবে অবলোকন করো এবং এই জগৎ তাঁরই আশ্রিত তা অনুভব করো। সঞ্চিত কর্ম নাশ করো, জ্ঞানের বলে ক্রিয়মাণ কর্মে লিপ্ত হয়ো না ; প্রারব্ধ কর্মের ভোগ এখানেই সেরে নাও, তারপরে পরব্রহ্মরূপে (অদ্বয়ভাব হয়ে) স্থিত হয়ে যাও ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি এই পাঁচটি

সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপয়াতি চিতিপ্রসাদাৎ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং সাধনপঞ্চকং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৭৪—ধনাষ্টকম্

তজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং
তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থম্।
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি॥ ১ ॥
আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্মদমোহরাগ-
দ্বেষাদিশত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ।
জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভূতপরাত্মবিদ্যা-
কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমধোগতিহেতুভূতা-

শ্লোক পাঠ করেন এবং একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন মনন করেন, তাঁর সংসারদাবানলের তীব্র তাপ, আত্মপ্রসাদ হওয়ায় শীঘ্রই শান্ত হয়ে যায়॥ ৬ ॥

—— • ——

যা ইন্দ্রিয়বর্গকে শান্ত করে, তাকেই জ্ঞান বলা হয়। যা উপনিষদের নিশ্চিতার্থ, তাকেই বলা হয় জ্ঞেয়। যাঁর সকল কাজই পরমার্থের জন্য হয়ে থাকে, তিনিই পৃথিবীতে ধন্য আর অন্য সকলে এই ভ্রান্তির গোলোকধাঁধায় ঘুরে মরে॥ ১ ॥ সেই যোগীব্যক্তিই ধন্য, যিনি প্রথমে বিষয়সমূহ এবং মদ, মোহ, রাগ এবং দ্বেষাদি শত্রুগুলিকে জয় করে, যোগসাম্রাজ্য লাভ করে, অমৃতপদের জ্ঞান প্রাপ্ত করে, ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী কান্তার সুখানুভব করতে করতে, যেন নিজ গৃহেই বিচরণ করেন॥ ২ ॥ অধোগতির হেতুরূপ গৃহের

মাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ।
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ।
কর্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি
কুর্বন্তি কর্মপরিপাকফলানি ধন্যাঃ॥ ৪ ॥
ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিতমোক্ষমার্গা
ভৈক্ষামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।
জ্যোতিঃ পরাৎপরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি॥ ৫ ॥
নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু
ন স্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজম্।
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেকচিত্তা
ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ॥ ৬ ॥

মোহ ত্যাগ করে, আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা উপনিষদর্থভূত ব্রহ্মানন্দ পান করে, নিঃস্পৃহ হয়ে, বিষয়ভোগে অনাসক্ত হয়ে, যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গভাবে জনশূন্য স্থানে বিচরণ করেন, তিনিই ধন্য॥ ৩ ॥ যিনি 'আমি ও আমার' বন্ধনকারক এই দুই ভাব পরিত্যাগ করে মানাপমানকে সমান ভেবে, সমদর্শী হয়ে নিজের থেকে পৃথক যে কর্তা, তাঁকে জেনে সমস্ত কর্মফল তাঁকে সমর্পণ করেন, তিনিই ধন্য॥ ৪ ॥ লোকৈষণা, পুত্রৈষণা এবং বিত্তৈষণা—এই তিনটি ত্যাগ করে যিনি মুক্তিমার্গের অনুশীলন করে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করেন, যিনি পরমাত্মসংজ্ঞক পরাৎপর জ্যোতিকে একান্তে নিজ হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই দ্বিজ ধন্য॥ ৫ ॥ যিনি অসৎ নন, সৎ নন এবং সদসৎও নন ; মহান নন, অণু নন, স্ত্রীও নন, পুরুষও নন অথবা নপুংসকও নন ; জগৎ-

অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেতসারং
দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবসক্তম্।
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য বিনিশ্চয়ন্তি॥ ৭ ॥
শান্তৈরনন্যমতিভির্মধুরস্বভাবৈ-
রেকত্বনিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ॥ ৮ ॥
অহিমিব জনযোগং সর্বদা বর্জয়েদ্ যঃ
কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তুকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্যো মন্যমানো দুরন্তাঞ্-
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥ ৯ ॥
সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহাঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।

সংসারের একমাত্র কারণ, সেই ব্রহ্মের উপাসনা যিনি করেছেন, সেই একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিই ধন্য, অন্য আর সকলে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকেন॥ ৬ ॥ যিনি অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পতিত, অসার, দুঃখের আলয়, জন্মমরণজরাতে সমন্বিত, সংসারবন্ধনকে অনিত্য দেখে নিজ জ্ঞানরূপ খড়্গের সাহায্যে তাকে খণ্ডিত করে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করে তাতে স্থিত হন, সেই ব্যক্তিই ধন্য॥ ৭ ॥ যাঁরা মনের সাহায্যে একত্বে স্থিত হয়েছেন এবং মোহ ত্যাগ করেছেন, সেই শান্ত, অনন্যমতি এবং কোমলচিত্ত মহাত্মাদের সঙ্গে যাঁরা বনে শাস্ত্রদ্বারা নিরন্তর পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁরা ধন্য॥ ৮ ॥ যাঁরা জনসংযোগকে সর্বদা সর্প-সহবাসবৎ মনে করে পরিত্যাগ করেন, বৈরাগ্যভাবের দ্বারা সুন্দরী স্ত্রীকে শবের ন্যায় ভাবনা করেন, ত্যাজ্য বিষয়সমূহকে বিষয়-বিষ মনে করেন, সেই পরমহংসের জয় হোক, জয় হোক, তিনিই মুক্তিলাভ করেন॥ ৯ ॥ যিনি পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ

বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিশিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং
ধন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—— ● ——

৭৫— কৌপীনপঞ্চকং স্তোত্রম্

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকবন্তঃ করুণৈকবন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১ ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ে ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামপি স্ত্রীমিব কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২ ॥
দেহাভিমানং পরিহৃত্য দূরাদাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩ ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ স্বশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।

করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ সংসারই নন্দনবন, সমস্ত বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, সমস্ত জল গঙ্গাজল, তাঁর সমস্ত ক্রিয়াই পবিত্র, তাঁর ভাষা প্রাকৃত বা সংস্কৃত যাই হোক তা বেদেরই সার, তাঁর কাছে সমস্ত ভূমণ্ডলই কাশী (মুক্তি) ক্ষেত্র এবং তার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই পরমার্থময়ী হয়॥ ১০ ॥

—— ● ——

যাঁরা সর্বদা বেদান্তবাক্যে রমণ করেন, ভিক্ষান্নে সন্তোষ বোধ করেন, শোকরহিত, দয়াশীল এবং কৌপীনধারণকারী, তাঁরাই ভাগ্যবান॥ ১ ॥ যাঁরা বৃক্ষতলায় বাস করেন, দুই হাতকেই যাঁরা ভোজনপাত্র মনে করেন, ছেঁড়া কাঁথাকে যাঁরা কামিনীর ন্যায় তুচ্ছ বুদ্ধিতে অবলোকনকারী, সেই কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই ভাগ্যবান॥ ২ ॥ দেহাভিমানকে দূর হতে ত্যাগ করে, আত্মাকে নিজের মধ্যে দর্শন করে, রাত-দিন ব্রহ্মে রমণকারী কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই ভাগ্যবান॥ ৩ ॥ যাঁরা আত্মানন্দেই সন্তুষ্ট থাকেন, নিজের মধ্যেই

নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪ ॥
পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশনা দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং কৌপীনপঞ্চকং (যতিপঞ্চকং) সম্পূর্ণম্।

৭৬—পরাপূজা

অখণ্ডে সচ্চিদানন্দে নির্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতেঽদ্বিতীয়ভাবেঽস্মিন্ কথং পূজা বিধীয়তে॥ ১ ॥
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্বাধারস্য চাসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যং চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥ ২ ॥
নির্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
অগোত্রস্য ত্ববর্ণস্য কুতস্তস্যোপবীতকম্॥ ৩ ॥
নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্বাসনস্য চ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে শান্ত করে রাখেন, অন্ত-মধ্য ও বাহ্য স্মৃতি থেকে যাঁরা মুক্ত থাকেন, সেই কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই ভাগ্যবান॥ ৪ ॥ পবিত্র পঞ্চাক্ষরমন্ত্র (**নমঃ শিবায়**) জপ করতে করতে, হৃদয়ে পরমেশ্বরের চিন্তা নিয়ে, ভিক্ষান্ন ভোজন করে যাঁরা সর্বত্র বিচরণ করেন, সেই কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই ভাগ্যবান॥ ৫ ॥

অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এবং নির্বিকল্প একরূপ অদ্বিতীয় ভাবে স্থির হয়ে গেলে কেন আর পূজা করতে হবে ? ॥ ১ ॥ যিনি পূর্ণ তাঁকে কোথায় আবাহন করা হবে ? যিনি সবকিছুর আধার, তাঁকে কিসের আসন দেব ? যিনি স্বচ্ছ (দেহহীন) তাঁকে পাদ্য এবং অর্ঘ্য কী করে দেবে ? এবং যিনি নিত্য শুদ্ধ, তাঁর আবার আচমন কিসের ?॥ ২ ॥ নির্মলের স্নান কিসের ? সমগ্র বিশ্ব যাঁর মধ্যে তাঁর আবার বস্ত্র কী ? আর যিনি বর্ণ ও গোত্ররহিত, তাঁর জন্যে আবার যজ্ঞোপবীত কিসের ? ॥ ৩ ॥ যিনি নির্লেপ, তাঁর গন্ধ কিসের ?

নির্বিশেষস্য কা ভূষা কোঽলঙ্কারো নিরাকৃতেঃ॥ ৪ ॥
নিরঞ্জনস্য কিং ধূপৈর্দীপৈর্বা সর্বসাক্ষিণঃ।
নিজানন্দৈকতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং কিং ভবেদিহ॥ ৫ ॥
বিশ্বানন্দপিতুস্তস্য কিং তাম্বূলং প্রকল্প্যতে।
স্বয়ংপ্রকাশচিদ্রূপো যোঽসাবর্কাদিভাসকঃ॥ ৬ ॥
প্রদক্ষিণা হ্যনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতিঃ।
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধীয়তে॥ ৭ ॥
স্বয়ংপ্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনং বিভোঃ।
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ॥ ৮ ॥
এবমেব পরাপূজা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া ব্রহ্মবিত্তমৈঃ॥ ৯ ॥
আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিবিধোপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো

নির্বাসনিকের পুষ্প কী হবে ? নির্বিশেষের শোভার কী প্রয়োজন এবং নিরাকারের ভূষণ কী হবে ? ॥ ৪ ॥ নিরঞ্জনের ধূপে কী হবে ? সর্বসাক্ষীর প্রদীপ কিসের এবং যিনি নিজানন্দরূপ অমৃতে তৃপ্ত, তাঁর নৈবেদ্যে কী হবে ? ॥ ৫ ॥ যিনি স্বপ্রকাশ, চিৎস্বরূপ, সূর্য-চন্দ্রের ভাসক এবং বিশ্বকে আনন্দ-প্রদান করেন, তাঁকে কি তাম্বূল সমর্পণ করা যায় ? ॥ ৬ ॥ অনন্তের পরিক্রমা কী করে হবে ? অদ্বিতীয়কে প্রণাম করবে কেমন করে ? এবং যাঁকে বেদ বাক্যের দ্বারাও জানা যায় না, তাঁর স্তব কী করে করা হবে ? ॥ ৭ ॥ যিনি স্বপ্রকাশ এবং বিভু, তাঁর আরতি কী ভাবে করা সম্ভব ? এবং যিনি অন্তরে-বাহিরে সর্বদিকে পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, তাঁকে কী করে বিসর্জন দেওয়া যায় ? ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মবিদ্‌-গণের সর্বদা, সর্বাবস্থাতেই এই ভাবে স্থির বুদ্ধিতে ভগবানের পরাপূজা করা উচিত॥ ৯ ॥ হে শম্ভু ! তুমিই আমার আত্মা,

যদ্‌যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃতং পরাপূজাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৭৭—চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রম্

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ১ ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥ (ধ্রুবপদম্)
অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানূ রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ। ভজ.॥ ২ ॥

দেবী পার্বতী বুদ্ধি, প্রাণ আপনার গণ, শরীর আপনার বাসস্থান, নানাপ্রকার ভোগসামগ্রী আপনার পূজা উপচার, নিদ্রা সমাধি। আমার চলা পদব্রজে আপনাকে প্রদক্ষিণ করা, আর যা কিছু বলি, সেসবই আপনার স্তোত্র-পাঠ ; অধিক কি ? আমি যা-ই করি না কেন, তা সবই আপনার আরাধনা॥ ১০ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত পরপূজাস্তোত্র)

—— • ——

দিন ও রাত, সন্ধ্যা এবং প্রভাত, শীত ও বসন্ত পুনঃ পুনঃ আসে ও যায় ; এইভাবে কালের লীলা হতে থাকে এবং আয়ু ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আশা পরিত্যাগ করা হয় না ; অতএব হে মূঢ় মতে ! গোবিন্দকে নিত্য ভজনা কর গোবিন্দকে ভজনা কর, গোবিন্দকে ভজনা কর, কেননা মৃত্যু নিকট হলে, 'ডুকৃঙ্ করণে'[১] এই আবৃত্তি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না॥ ১ ॥ দিনের প্রথমে অগ্নি ও পরে সূর্যের দ্বারা শরীর তপ্ত করে, রাত্রিকালে হাঁটুতে

---

[১]ব্যকরণে 'ডুকৃঙ্ করণে' নামে একটি ধাতু আছে। এক ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ হওয়ার পরেও এটি আবৃত্তি করতে দেখে শ্রীশঙ্করাচার্য এই উপদেশ দিয়েছিলেন।

যাবদ্বিত্তোপার্জনসক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জরদেহে বার্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে। ভজ. ॥ ৩
জটিলো মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বরবহুকৃতবেষঃ।
পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি লোকো হ্যুদরনিমিত্তং বহুকৃতশোকঃ। ভজ. ॥ ৪
ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকাপীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চাম্। ভজ. ॥ ৫ ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্। ভজ. ॥ ৬ ॥

চিবুক লাগিয়ে পড়ে থাকে, হাতে করে ভিক্ষা প্রার্থনা করে আনে, বৃক্ষের নীচে পড়ে থাকে, তা সত্ত্বেও মানুষ আশার জালে জড়িত থাকে ; অতএব হে মূঢ় ! গোবিন্দকে নিত্য ভজনা কর, কেননা মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' এই আবৃত্তি রক্ষা করবে না॥ ২ ॥ ওহে, যখন থেকে তুমি অর্থ উপার্জন করতে সুরু করেছ, তখন থেকে তোমার পরিবার-পরিজন তোমাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। যখন বৃদ্ধ হবে, গৃহে কেউ তোমার সঙ্গে কথাও বলবে না ; অতএব হে মূঢ় ! গোবিন্দকে নিত্য ভজনা কর, কেননা মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' এই আবৃত্তি রক্ষা করবে না॥ ৩ ॥ জটাজূটধারী হয়ে, মস্তক মুণ্ডন করে, কাষায়বস্ত্র ধারণ করে, এইরূপ নানাবেশধারণ করে এইসব মানুষ দেখেও দেখে না এবং পেটের জন্য নানা প্রকারে শোক করে থাকে ; অতএব হে মূঢ় ! গোবিন্দকে নিত্য ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' এই আবৃত্তি রক্ষা করবে না॥ ৪ ॥ যিনি একটুও ভগবদ্গীতা পাঠ করেছেন, এক ফোঁটা গঙ্গাজলও পান করেছেন, যিনি একবারের জন্যও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেছেন, যম তার কি করবেন ? অতএব হে মূঢ় ! গোবিন্দকে নিত্য ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' এই আবৃত্তি রক্ষা করতে পারে না॥ ৫ ॥ অঙ্গ গলিত হয়ে গিয়েছে, মাথার চুল পেকে গিয়েছে, মুখে দাঁত নেই, বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে, লাঠি হাতে চলতে হয়, তবুও লোকে আশাপিণ্ড ত্যাগ করে না ; ওরে মূঢ় ! গোবিন্দকে নিত্য ভজনা

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পারে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ। ভজ.॥ ৭ ॥
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াপারে পাহি মুরারে। ভজ.॥ ৮ ॥
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্। ভজ.॥ ৯ ॥
বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ। ভজ.॥ ১০ ॥
নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহাবেশম্।

কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারে না॥ ৬ ॥ বালকেরা খেলাধূলায় মত্ত থাকে, তরুণেরা আসক্ত থাকে তরুণী স্ত্রীতে আর বৃদ্ধেরা মগ্ন থাকে নানাপ্রকার চিন্তায়, পরব্রহ্মে কেউই মনোনিবেশ করে না ; অতএব হে মূঢ় ! তুমি সর্বদা গোবিন্দকেই ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারবে না॥ ৭ ॥ এই জগতে বারবার জন্ম ও মৃত্যু হয় এবং বারংবার মাতৃজঠরে থাকতে হয়, অতএব 'হে মুরারে ! আমি আপনার শরণাগত, এই দুস্তর ও অপার সমুদ্রের থেকে কৃপা করে আমায় পার করুন', এইভাব সহকারে ওরে মূঢ় ! তুমি সর্বদাই গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারবে না॥ ৮ ॥ রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন এবং বর্ষ কতবার আসে আর কতবার চলে যায় তবুও লোকে ঈর্ষা এবং আশা পরিত্যাগ করে না, সুতরাং ওরে মূঢ় ! তুমি সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারবে না॥ ৯ ॥ বয়স চলে গেলে আবার কাম-বিকার কী ? জল শুষ্ক হলে জলাশয় কোথায় ? ধন-সম্পদ নষ্ট হলে পরিবারই বা কিসের ? এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হলে জগৎ-সংসার কোথায় ? অতএব হে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারবে না॥ ১০ ॥ নারীর

এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারম্বারম্। ভজ.॥ ১১ ॥
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্। ভজ.॥ ১২ ॥
গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্। ভজ.॥ ১৩ ॥
যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে। ভজ.॥ ১৪ ॥
সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্। ভজ.॥ ১৫

স্তনভরনাভিনিবেশে মিথ্যা মায়া এবং মোহের আবেশ আছে, এসব মাংস ও মেদেরই বিকার এইরূপ বারংবার মনে মনে বিচার কর। হে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দের ভজনা করা, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারবে না॥ ১১ ॥ স্বপ্নবৎ মিথ্যা সংসারে বিশ্বাস ত্যাগ করে 'তুমি কে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কে আমার মাতা, কে আমার পিতা ?' —এই ভাবসহ জগৎ-সংসারকে অসার বলে মনে কর এবং হে মূঢ় ! নিত্য গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয় না॥ ১২ ॥ গীতা এবং বিষ্ণুসহস্রনাম নিত্য পাঠ করা উচিত, ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ নিরন্তর ধ্যান করা উচিত, চিত্তকে সাধুসজ্জনদের সঙ্গে নিবিষ্ট করা উচিত এবং দীনজনে ধনদান করা উচিত এবং হে মূঢ় ! নিত্য গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হয় না॥ ১৩ ॥ শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণই লোকে তার কুশল জিজ্ঞাসা করে থাকে, প্রাণ ত্যাগ হয়ে শরীরের পতন হলে নিজের স্ত্রীও তাকে ভয় পেতে থাকে ; সুতরাং হে মূঢ় ! নিত্য গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারে না॥ ১৪ ॥ প্রথমে সুখের সঙ্গে স্ত্রী-সম্ভোগ করা হয়, কিন্তু পরে শরীরে রোগ বাসা করে, যদিও জগতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তবুও লোকে

রথ্যাচর্পটিবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জিতপন্থঃ।
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ। ভজ.॥ ১৬
কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনঃ সর্বমতেন মুক্তিং ন ভজতি জন্মশতেন। ভজ.॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্যবিরচিতং চর্পটিপঞ্জরিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৭৮—দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রম্

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু সদ্‌বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১ ॥

পাপাচরণ করতে ছাড়ে না, সুতরাং হে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর, কারণ মৃত্যু নিকট হলে 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তি রক্ষা করতে পারে না॥ ১৫ ॥ রাস্তায় পড়ে থাকা ছেঁড়া কাপড়ে কাঁথা তৈরী করা হয়েছে, পুণ্যাপুণ্য সাহায্যে নিরালা পথ অবলম্বন করে নিয়েছে, 'আমি নেই, তুমিও নেই এবং এই জগৎ সংসারও নেই'—(এটাও জেনে নিয়েছে), তা হলে আর তার কিসের জন্য শোক করা ? অতএব হে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর কারণ মৃত্যু সন্নিকট হলে কারণ মৃত্যু 'ডুকৃঙ্ করণে' আবৃত্তিও রক্ষা করতে পারবে না॥ ১৬ ॥ গঙ্গা-সাগরেই যাও অথবা ব্রতোপবাস পালন কর বা দান কর, তবুও জ্ঞান না হলে শত জন্মেও মুক্তিলাভ হয় না, অতএব হে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দকে ভজনা করা, কারণ মৃত্যু নিকটে এলে 'ডুকৃঙ্ করণে' (অথবা হা ধন! হা কুটুম্ব ! হায় সংসার !!!) এইসব আবৃত্তি করলেও তা রক্ষা করতে পারে না॥ ১৭ ॥

—— • ——

হে মূঢ় ! ধন সঞ্চয় করার লোভ ত্যাগ কর, সুবুদ্ধি ধারণ কর, মনে মনে তৃষ্ণাহীন হও, তোমার প্রারব্ধ অনুযায়ী তোমার যা কিছু সম্পত্তি লাভ হয়, তাতেই চিত্ত প্রসন্ন রাখ এবং হে মূঢ়মতে ! নিরন্তর গোবিন্দকে ভজনা

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে ॥ (ধ্রুবপদম্)

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ। ভজ.॥ ২ ॥
কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ। ভজ.॥ ৩ ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা। ভজ.॥ ৪ ॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ। ভজ.॥ ৫ ॥
সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ। ভজ.॥ ৬ ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্। ভজ.॥ ৭

কর॥ ১ ॥ অর্থকে সর্বদা অনর্থ বলে জেনো, এতে সত্যিই সুখের লেশমাত্র নেই। ওহে সর্বত্র এই নীতিই দেখা যায় যে ধনীরা নিজ পুত্রকেও ভয় পায়, তাই সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর॥ ২ ॥ কে তোমার স্ত্রী ? কেই বা তোমার পুত্র ? ওহে, এই সংসার অত্যন্ত বিচিত্র, নিরন্তর এই তত্ত্বের বিচার কর যে, 'তুমি কে ? কার এবং কোথা থেকে এসেছ ?' শুধু গোবিন্দের ভজনা কর॥ ৩ ॥ ধন-জন-যৌবনের গর্ব কোরো না, পলক ফেলতেই কাল এই সমস্ত নষ্ট করে দেয়। এই সমস্ত মায়াময় প্রপঞ্চ ত্যাগ করে ব্রহ্মপদকে জেনে তাতে প্রবেশ কর এবং হে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর॥ ৪ ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করে নিজে চিন্তা কর যে 'আমি কে'? যে মূঢ় আত্মজ্ঞানরহিত, সে নরকে পড়ে সন্তপ্ত হতে থাকে ; অতএব সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর॥ ৫ ॥ দেবমন্দির অথবা বৃক্ষতলে বাস, পৃথিবীতে শয্যা, মৃগচর্মের বস্ত্র এবং সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগে ত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য থাকলে কে না সুখী হবে ? অতএব সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর॥ ৬ ॥ তুমি

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি সর্বসহিষ্ণুঃ।
সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্বত্রোৎসৃজ ভেদাজ্ঞানম্। ভজ.॥ ৮ ॥
প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্।
জাপ্যসমেতসমাধিবিধানং কুর্ববধানং মহদবধানম্। ভজ.॥ ৯ ॥
নলিনীদলগতসলিলং তরলং তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতং চ সমস্তম্। ভজ.॥ ১০ ॥
কা তেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্ত্বাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং বোধয়তি প্রভবাদিবিরুদ্ধম্। ভজ.॥ ১১ ॥
গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ।
সেন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্। ভজ.॥ ১২ ॥

যদি শীঘ্র বিষ্ণুত্ব প্রাপ্তির অভিলাষী হও, তাহলে শত্রু, মিত্র, পুত্র এবং বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা অথবা ঝগড়া কোরো না, সর্বত্র সমভাব রাখ এবং নিরন্তর গোবিন্দকে ভজনা কর॥ ৭ ॥ তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে এবং অন্য সর্বত্র এক বাসুদেবই বিদ্যমান, তাই কারো ওপর ক্রোধ কোরো না, সকলকে সহ্য কোরো, আত্মাকেই সর্বত্র দেখ, ভেদরূপ অজ্ঞানকে সর্বভাবে পরিত্যাগ কর এবং সর্বদা গোবিন্দকে ভজনা কর॥ ৮ ॥ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং নিত্যানিত্য বস্তুর সর্বদা বিচার কর, বিধিসম্মতভাবে ভগবৎনামস্মরণের সঙ্গে ধ্যান করতে কৃতসঙ্কল্প হও ; কারণ এই হল মহৎ সিদ্ধান্ত, তাই সদা সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর॥ ৯॥ পদ্মপত্রের ওপর যেমন জলবিন্দু স্থির থাকে না, এই জীবনও তেমনি অতিশয় চঞ্চল ; এটি জেনে রেখো যে ব্যাধি ও অহংকারগ্রস্ত এই সমস্ত সংসার অত্যন্ত শোকের আলয়, সুতরাং তুমি সর্বদা গোবিন্দের ভজনা কর॥ ১০ ॥ ওহে পাগল ! আঠারোটা জগতের (অর্থাৎ বহুবিষয়ের)-ভাবনায় ডুবে কেন শোকাকুল হচ্ছো ? তোমার কি কোন নিয়ামক নেই, যিনি হাত-পা বেঁধে তোমাকে জন্ম-মৃত্যু বিকাররহিত করে আত্মতত্ত্ব বোধ করিয়ে দিতে পারেন ? ওহে মূঢ় ! সর্বদা গোবিন্দকে ভজনা কর॥ ১১ ॥ গুরুদেবের চরণকমল অনন্য ভক্তির দ্বারা পূজা কর এবং

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ শিষ্যাণাং কথিতো হ্যপদেশঃ।
যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্। ভজ.॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

—— • ——

৭৯—গৌরীশাষ্টকম্

ভজ গৌরীশং ভজ গৌরীশং গৌরীশং ভজ মন্দমতে। (ধ্রুবপদম)
জলভবদুস্তরজলধিসুতরণং ধ্যেয়ং চিত্তে শিবহরচরণম্।
অন্যোপায়ং ন হি ন হি সত্যং গেয়ং শঙ্কর শঙ্কর নিত্যম্। ভজ.॥ ১ ॥
দারাপত্যং ক্ষেত্রং বিত্তং দেহং গেহং সর্বমনিত্যম্।
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং গর্ভবিকৃত্যা স্বপ্নবিচারম্। ভজ.॥ ২ ॥

শীঘ্রই জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাও, এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করলে তুমি অতি সহজেই হৃদয়স্থ দেবতাকে দর্শন করতে পারবে ; সুতরাং তুমি নিত্য গোবিন্দের ভজনা কর॥ ১২ ॥ এই দ্বাদশ-পঞ্জরিকা স্তোত্র শিষ্যদের উপদেশের জন্য বলা হয়েছে ; যাদের অন্তরে বিবেক ব্যবহার থাকে না, তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নরক যাতনা ভোগ করে ; অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি নিরন্তর গোবিন্দের ভজনা কর॥ ১৩ ॥

(শ্রীমৎশঙ্করাচার্য রচিত)

—— • ——

হে মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ! তুমি সর্বদা গৌরীশের (মহাদেবের) ভজনা কর। সংসাররূপ দুস্তর সমুদ্র থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শিবের চরণই চিত্তে ধ্যান কর, জগৎ সংসার থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন উপায় নেই ; এটিই সত্য বলে জেনো। সর্বদা শংকরেরই নাম-গান কর। হে মন্দমতি ! সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবেরই ভজনা কর॥ ১ ॥ স্ত্রী-সন্তান-বিত্ত-ধন-শরীর এবং গৃহ—এ সবই অনিত্য, গর্ভবিকারের পরিণাম এই সংসারকে সারহীন ও স্বপ্নবৎ অসত্য মনে করে সবকিছু উপেক্ষা কর ; হে মন্দমতি ! সর্বদা

মলবৈচিত্র্যে পুনরাবৃত্তিঃ পুনরপি জননীজঠরোৎপত্তিঃ।
পুনরপ্যাশাকুলিতং জঠরং কিং নহি মুঞ্চসি কথয়েশ্চিত্তম্। ভজ.॥ ৩
মায়াকল্পিতমৈন্দ্রং জালং ন হি তৎসত্যং দৃষ্টিবিকারম্।
জ্ঞাতে তত্ত্বে সর্বমসারং মা কুরু মা কুরু বিষয়বিচারম্। ভজ.॥ ৪ ॥
রজ্জৌ সর্পভ্রমণারোপস্তদ্বদ্ব্রহ্মণি জগদারোপঃ।
মিথ্যামায়ামোহবিকারং মনপি বিচারয় বারম্বারম্। ভজ.॥ ৫ ॥
অধ্বরকোটীগঙ্গাগমনং কুরুতে যোগং চেন্দ্রিয়দমনম্।
জ্ঞানবিহীনঃ সর্বমতেন ন ভবতি মুক্তো জন্মশতেন। ভজ.॥ ৬ ॥
সোঽহং হংসো ব্রহ্মৈবাহং শুদ্ধনন্দস্তত্ত্বপরোঽহম্।
অদ্বৈতোঽহং সঙ্গবিহীনে চেন্দ্রিয় আত্মনি নিখিলে লীনে। ভজ.॥ ৭ ॥

গৌরীপতি ভগবান শিবের ভজনা কর॥ ২ ॥ মলের ন্যায় সংসারের রূপে মোহিত হয়ে পুনরায় জগতে ফিরে আসতে হয়, আবার মায়ের গর্ভে আসতে হয়, সুতরাং আশায় ব্যাকুল এই চিত্তকে তুমি বল যে 'ওহে চিত্ত ! এই পেটের জন্য চিন্তা কেন ত্যাগ করো না ?' এবং হে মন্দমতি ! তুমি সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবের ভজনা কর॥ ৩ ॥ ওহে এই সমস্ত প্রপঞ্চ মায়াদ্বারা কল্পিত ইন্দ্রজাল, এর বিকার প্রত্যক্ষ দেখা যায়, একে কখনও সত্য বলে মনে কোরো না, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে সবই অসার বলে মনে হয়, তাই বিষয়ভোগের কখনও বিচার কোরো না ; হে মন্দমতি ! সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবের ভজনা কর॥ ৪ ॥ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনই শুদ্ধ ব্রহ্মে জগৎ আরোপমাত্র, এই মায়া-মোহ বিকার অসত্য, এই কথা তুমি বারবার মনে বিচার কর। হে মন্দমতি ! সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবকে ভজনা কর॥ ৫ ॥ লোকে কোটি কোটি যজ্ঞ করে থাকে, স্নানের জন্য গঙ্গাতে যায়, ইন্দ্রিয় দমনার্থে যোগ করে, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত হল যে জ্ঞানহীন জীবের শতজন্মেও মুক্ত হতে পারে না ; তাই হে মন্দমতি ! তুমি সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবের ভজনা কর॥ ৬ ॥ সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ যখন বিষয় হতে নিবৃত্ত হয়ে আত্মায় লীন হয়ে যায়, তখন মনে হয় যে আমিই সেই পরমাত্মা, আমি

শঙ্করকিঙ্কর মা কুরু চিন্তাং চিন্তামণিনা বিরচিতমেতৎ।
যঃ সদ্ভক্ত্যা পঠতি হি নিত্যং ব্রহ্মণি লীনো ভবতি হি সত্যম্। ভজ.॥ ৮

ইতি শ্রীচিন্তামণিবিরচিতং গৌরীশাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৮০—সপ্তশ্লোকী গীতা

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১ ॥
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ২ ॥
সর্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

শুদ্ধ ব্রহ্ম এবং এই পঞ্চভূত থেকে পৃথক শুদ্ধ অদ্বৈত আনন্দস্বরূপ ; হে মন্দমতি ! সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবের ভজনা কর॥ ৭ ॥ হে শিবের সেবক ! তুমি চিন্তা কোরো না, কারণ যে ব্যক্তি চিন্তামণিদ্বারা রচিত এই গৌরীশাষ্টক স্তোত্র শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা নিত্য পাঠ করে থাকেন, তিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যান, এ কথা সত্য ; তাই হে মন্দমতে ! তুমি সর্বদা গৌরীপতি ভগবান শিবের ভজনা কর॥ ৮ ॥

(শ্রীচিন্তামণি রচিত)

'ওঁ' এক অক্ষররূপ ব্রহ্মের এই নাম উচ্চারণ করতে করতে এবং ওঙ্কারের অর্থস্বরূপ আত্মাকে স্মরণ করে, যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন॥ ১ ॥ হে হৃষীকেশ ! আপনার গুণাদি কীর্তনদ্বারা জগৎ প্রসন্ন ও প্রেমভক্তিসম্পন্ন হয়—তা যথার্থ। রাক্ষসগণ যে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সর্বদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে প্রণতি জানায়, তাও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত॥ ২ ॥ 'তিনি' সর্বত্র হস্ত-পদ-বিশিষ্ট এবং সর্বত্র চক্ষু, নেত্র,

সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৪ ॥
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ৫ ॥
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ৬ ॥

মস্তকবিশিষ্ট এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে অবস্থিত শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত এবং সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে অবস্থিত॥ ৩ ॥ যিনি সর্বজ্ঞ এবং সবথেকে প্রাচীন, জগতের শাসনকর্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের ধাতা (সর্বপ্রাণীকে কর্মানুসারে পৃথক পৃথক ফলপ্রদানকারী), যাঁর রূপ চিন্তা করা অসম্ভব, যিনি সূর্যের ন্যায় প্রকাশময় বর্ণবিশিষ্ট এবং যিনি অজ্ঞানের অতীত, তাঁকে যাঁরা স্মরণ করেন (তাঁরা সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন)॥ ৪ ॥ যাঁর ঊর্ধ্বই (ব্রহ্মই[১]) মূল এবং নিম্নে শাখাসমূহ (অহংকার[২] তন্মাত্রা ইত্যাদি রূপসমন্বিত), এইভাবে এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অব্যয়[৩] (অবিনাশী) বলা হয়। ঋক, যজু এবং সামবেদ যার পত্র[৪] ; যিনি সংসার বৃক্ষকে এইরূপে জানেন, তিনি বেদাদির অর্থ জানেন॥ ৫ ॥ 'আমি সমস্ত প্রাণীর আত্মা হয়ে তাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে আছি, তাঁদের স্মৃতি, জ্ঞান এবং এই দুটির লোপও আমা হতেই হয়ে থাকে। সমস্ত বেদে আমিই একমাত্র জানার উপযুক্ত এবং

[১] কালের থেকে সূক্ষ্ম, জগতের কারণ নিত্য ও মহৎ হওয়ায় ব্রহ্মকেই ঊর্ধ্ব বলা হয়েছে।

[২] মহত্তত্ত্ব, অহংকার তন্মাত্রাদি এর শাখার ন্যায় নীচে হওয়ায় শাখা বলা হয়েছে।

[৩] সংসারবৃক্ষ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, তাই একে অব্যয় বলা হয়েছে।

[৪] বেদের দ্বারা এই বৃক্ষ রক্ষা হয় তাই এই বেদাদিকে পত্ররূপে বলা হয়েছে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সপ্তশ্লোকী গীতা সম্পূর্ণা।

৮১—চতুঃশ্লোকী ভাগবতম্

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ১ ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎসদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ৩ ॥

বেদান্তের কর্তা এবং বেদার্থকে জানাও আমার দ্বারাই সম্ভব॥ ৬ ॥ তুমি আমাতেই মন নিবিষ্ট কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। এইভাবে চিত্ত আমাতে যুক্ত করে এবং মৎপরায়ণ হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত করবে'॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান বললেন—(হে চতুরানন!) আমার যে জ্ঞান পরমগুহ্য, বিজ্ঞান (অনুভব) দ্বারা যুক্ত এবং ভক্তিসমন্বিত তাকে এবং তার সাধনের কথা আমি বলছি, শোন॥ ১ ॥ আমার যত স্বরূপ আছে, আমার যেরূপ সত্তা এবং আমার যা রূপ-গুণ-কর্ম আছে, আমার কৃপায় তোমার সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হোক॥ ২ ॥ সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম, আমি ছাড়া যে স্থূল, সূক্ষ্ম বা প্রকৃতি—এগুলির কিছুই ছিল না, সৃষ্টির পরেও আমিই ছিলাম, এই দৃশ্যমান জগৎও আমিই এবং প্রলয়কালে যা বাকী থাকে তা-ও আমিই॥ ৩॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাঽঽভাসো যথা তমঃ॥ ৪ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ৫ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ৬ ॥
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে চতুঃশ্লোকী ভাগবতং সমাপ্তম্।

———•———

৮২—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রম্

রত্নসানুশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গনিকেতনং

যে কারণে আত্মায় বাস্তবিক অর্থে না থেকেও তা প্রতীত হয় এবং অর্থে থেকেও তার প্রতীতি না হয়, সেসবই আমার মায়া বলে জেনো ; যেমন আভাস (একই চন্দ্রকে দুটি বলে মনে হয়) এবং যেমন রাহু (গ্রহমণ্ডলে অবস্থান করলেও তাকে দেখা যায় না)॥ ৪ ॥ যেমন পঞ্চমহাভূত উচ্চাবচ ভৌতিক পদার্থে কার্য ও কারণভাবে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট থাকে, সেই ভাবে আমি এই ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট হয়ে থাকি, (আমার সত্তা এইরূপই)॥ ৫ ॥ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে এটিই জিজ্ঞাস্য, যা অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা সর্বত্র এবং সর্বদা অবস্থিত সেটিই আত্মা॥ ৬ ॥ পরম একাগ্র চিত্তে এই মতের অনুষ্ঠান করা উচিত, কল্পের বিবিধ সৃষ্টিকাজে কখনও যেন কর্তৃত্বের অহংকার না আসে॥ ৭ ॥

———•———

কৈলাসশিখরে যাঁর নিবাস, যিনি মেরুগিরিকে ধনুক, নাগরাজ বাসুকিকে

শিঞ্জিনীকৃতপন্নগেশ্বরমচ্যুতানলসায়কম্।
ক্ষিপ্রদগ্ধপুরত্রয়ং ত্রিদশালয়ৈরভিবন্দিতং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ১ ॥
পঞ্চপাদপপুষ্পগন্ধিপদাম্বুজদ্বয়শোভিতং
ভাললোচনজাতপাবকদগ্ধমন্মথবিগ্রহম্।
ভস্মদিগ্ধকলেবরং ভবনাশিনং ভবমব্যয়ং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ২ ॥
মত্তবারণমুখ্যচর্মকৃতোত্তরীয়মনোহরং
পঙ্কজাসনপদ্মলোচনপূজিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্।
দেবসিদ্ধতরঙ্গিণীকরসিক্তশীতজটাধরং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ৩ ॥
কুণ্ডলীকৃতকুণ্ডলীশ্বরকুণ্ডলং বৃষবাহনং
নারদাদিমুনীশ্বরস্তুতবৈভবং ভুবনেশ্বরম্।

প্রত্যঞ্চা এবং ভগবান বিষ্ণুকে অগ্নিময় বাণ করে তৎকালেই দৈত্যদের তিন পুরীকে দগ্ধ করেছিলেন, সমস্ত দেবতা যাঁর চরণবন্দনা করেন, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ১ ॥ মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন—এই পাঁচ দিব্য বৃক্ষের পুষ্পদ্বারা সুগন্ধিত যুগল চরণ-কমল যাঁর শোভাবর্ধন করে, যিনি তাঁর ললাট নেত্রের অগ্নিতে কামদেবকে ভস্ম করেছিলেন, যাঁর শ্রীদেহ ভস্মবিভূষিত, যিনি ভব—সকলের উৎপত্তির কারণ হয়েও ভব-সংসারের নাশক এবং যাঁর কখনও বিনাশ নেই, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ২ ॥ যিনি মত্ত গজরাজের চর্ম ঢেকে পরম মনোহররূপে প্রতিভাত, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাঁর চরণ পূজা করেন এবং যিনি দেবতা ও সিদ্ধদের নদী গঙ্গার তরঙ্গে সিক্ত শীতল জটা ধারণ করেন, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ৩ ॥ কুণ্ডলাকারে (বলয়াকারে) স্থিত সর্পরাজ যাঁর কানের কুণ্ডল, যিনি বৃষভে

অন্ধকান্তকমাশ্রিতামরপাদপং শমনান্তকং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ৪ ॥
যক্ষরাজসখং ভগাক্ষিহরং ভুজঙ্গবিভূষণং
শৈলরাজসুতাপরিষ্কৃতচারুবামকলেবরম্।
ক্ষ্বেড়নীলগলং পরশ্বধধারিণং মৃগধারিণং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ৫ ॥
ভেষজং ভবরোগিণামখিলাপদামপহারিণং
দক্ষযজ্ঞবিনাশিনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিবিলোচনম্।
ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং নিখিলাঘসংঘনিবর্হণং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ৬ ॥
ভক্তবৎসলমর্চতাং নিধিমক্ষয়ং হরিদম্বরং
সর্বভূতপতিং পরাৎপরমপ্রমেয়মনূপমম্।
ভূমিবারিনভোহুতাশনসোমপালিতস্বাকৃতিং

আরোহণ করেন, নারদাদি মুনিগণ যাঁর বৈভবের স্তুতি করেন, যিনি সমস্ত ভুবনের প্রভু, অন্ধকাসুরনাশকারী, আশ্রিতদের কাছে কল্পবৃক্ষের ন্যায় এবং যমকেও নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ৪ ॥ যিনি যক্ষরাজ কুবেরের সখা, ভগদেবতার চক্ষু বিনাশকারী এবং সর্পের অলংকার ধারণ করেন, যাঁর শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে গিরিরাজকিশোরী উমা শোভাবর্দ্ধন করেন, কালকূট বিষ গ্রহণ করায় যাঁর কণ্ঠ নীল, যিনি এক হাতে বর্শা অন্য হাতে মৃগ (মুদ্রাবিশেষ) ধারণ করেন, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ৫ ॥ যিনি জন্ম-মরণরূপ সংসাররোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছে ঔষধস্বরূপ, সকল বাধা-বিপত্তি নিবারণ করেন এবং দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশকারী, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ যাঁর স্বরূপ, যিনি ত্রিনেত্র ধারণ করেন, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করেন এবং সমস্ত পাপরাশির সংহার করেন, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ৬ ॥ যিনি ভক্তদের দয়া করেন, তাঁর পূজা

চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ৭ ॥
বিশ্বসৃষ্টিবিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরং
সংহরন্তমথ প্রপঞ্চমশেষলোকনিবাসিনম্।
ক্রীড়য়ন্তমহর্নিশং গণনাথযূথসমাবৃতং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ॥ ৮ ॥
রুদ্রং পশুপতিং স্থাণুং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৯ ॥
কালকণ্ঠং কলামূর্তিং কালাগ্নিং কালনাশনম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১০ ॥
নীলকণ্ঠং বিরূপাক্ষং নির্মলং নিরুপদ্রবম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১১ ॥

যাঁরা করেন তাঁদের কাছে অক্ষয় নিধি হয়ে যিনি স্বয়ং দিগম্বর হয়ে থাকেন, যিনি সর্বভূতের স্বামী, পরাৎপর, অপ্রমেয় এবং উপমারহিত, পৃথিবী, জল, আকাশ, অগ্নি এবং চন্দ্রের দ্বারা যাঁর শ্রীবিগ্রহ সদা সুরক্ষিত, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ৭ ॥ যিনি ব্রহ্মারূপে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করেন এবং পরে বিষ্ণুরূপে সকলকে পালন করেন এবং অন্তে সর্ব প্রপঞ্চকে সংহার করেন, সমস্ত লোকে যাঁর নিবাস এবং যিনি গণেশের পার্ষদদের নিয়ে নানাস্থানে খেলা করেন, সেই ভগবান চন্দ্রশেখরের আমি শরণ গ্রহণ করি। যম আমার কী করবেন ? ॥ ৮ ॥ 'রু' অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন দূর করার জন্য যাঁকে রুদ্র বলা হয়, যিনি জীবরূপী পশু পালন করার জন্য পশুপতি, স্থির থাকায় স্থাণু, গলে নীল চিহ্ন ধারণ করায় নীলকণ্ঠ এবং ভগবতী উমার স্বামী হওয়ার জন্য উমাপতি নাম ধারণ করেন, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ৯ ॥ যাঁর গলায় কালো দাগ, যিনি কলামূর্তি, কালাগ্নি-স্বরূপ এবং কালের নাশক, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ১০ ॥ যাঁর কণ্ঠ নীল এবং নেত্র বিকট হয়েও যিনি

বামদেবং মহাদেবং লোকনাথং জগদ্‌গুরুম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১২ ॥
দেবদেবং জগন্নাথং দেবেশমৃষভধ্বজম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১৩ ॥
অনন্তমব্যয়ং শান্তমক্ষমালাধরং হরম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১৪ ॥
আনন্দং পরমং নিত্যং কৈবল্যপদকারণম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১৫ ॥
স্বর্গাপবর্গদাতারং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণম্।
নমামি শিরসা দেবং কিং নো মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১৬ ॥

॥ ইতি শ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গত উত্তরখণ্ডে শ্রীমৃত্যুঞ্জয়স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

—— ● ——

সমাপ্তেয়ং স্তোত্ররত্নাবলী

অত্যন্ত নির্মল এবং উপদ্রবরহিত, সেই শিবকে আমি মস্ত অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ?॥ ১১ ॥ যিনি বামদেব, মহাদেব, বিশ্বনাথ এবং জগদ্‌গুরু নাম ধারণ করেন, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ১২ ॥ যিনি দেবগণেরও আরাধ্যদেব, জগতের স্বামী এবং দেবগণেরও শাসনকর্তা, যাঁর ধ্বজায় বৃষভ চিহ্ন থাকে, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ১৩ ॥ যিনি অনন্ত, অবিকারী, শান্ত, রুদ্রাক্ষমালাধারী এবং সকলের দুঃখহরণকারী, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ১৪ ॥ যিনি পরমানন্দস্বরূপ, নিত্য এবং কৈবল্যপদ—মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ১৫ ॥ যিনি স্বর্গ এবং মোক্ষদাতা আর সৃষ্টি-পালন ও সংহারের কর্তা, সেই ভগবান শিবকে আমি মস্তক অবনত করে প্রণাম করি। মৃত্যু আমার কী করবে ? ॥ ১৬ ॥